সূচী।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,

জেলা নদীয়ার জজ বাহাদুর।

আপনার অবিদিত নাই যে, আইন-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব বশতঃ এ দেশের লোকে অনেক সময়ে অনর্থক বিপদে পতিত হয় ও বিপুল ক্ষতি সহ্য করে। আইন-সংক্রান্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহজ-বোধ্য বাঙ্গলায় প্রচারিত হইলে সাধারণের উপকার হইবার সম্ভাবনা, এই বিশ্বাসে আমি ফৌজদারি আইনের সারমর্ম্ম এইখণ্ডে বিনিবেশিত করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়ানী আইনের বিষয় উল্লেখ করিব। শব্দ-বিন্যাস, ভাব-পারিপাট্য, রচনা-লালিত্য প্রভৃতি কোন গুণে এই পুস্তক অলঙ্কৃত নহে, তজ্জন্য মহদাশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে অতি উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আপনার তুল্য সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি অতি দুর্লভ। আপনার নামে এই সামান্য পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইলে শুদ্ধ ইহার

গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা নহে, লোকের মনে ধারণা হইবে যে, ইহা পাঠ করিলে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে না, এই ভরসায় এবং আপনি আমাকে যে বন্ধু-শ্রেণীতে গণ্য করেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, এই পুস্তক আপনার কর-কমলে অর্পণ করিলাম। নিবেদনমিতি—

কৃষ্ণনগর,
২১শে মাঘ,—১৩০৪।

ভবদীয় একান্ত বশম্বদ,
শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গার্হস্থ্য আইন।

আভাষ।

ভারতবর্ষ হইতে প্রায় তিন হাজার ক্রোশ দূরে, ইউরোপ মহাদেশে বৃটিস আইল্‌স, নামক যে দ্বীপ পুঞ্জ আছে, তাহার অধিবাসীগণ আমাদের দেশের রাজা। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড এবং আয়ারলণ্ড এই দুইটী দ্বীপকে বৃটিস আইলস্‌ বলে। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডবাসীগণই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের রাজা। স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডবাসীগণ ইংলণ্ডবাসীগণের অধীন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজগণ এ দেশে প্রথম আগমন করেন। প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল, তাঁহারা ভারত অধিকার করিয়াছেন। তদবধি আমরা তাঁহাদের শাসনাধীনে বাস করিতেছি। পরাধীন দেশের শাসন-প্রণালী প্রায়ই স্বেচ্ছাচার পরতন্ত্র হয়, কিন্তু সুসভ্য ইংরেজগণ যে দেশের রাজা, সে দেশে স্বেচ্ছাচার শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। স্বার্থ পরতন্ত্র হইয়া ইংরেজগণ শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না। দেশের মঙ্গল সাধন করাই ইংরেজ শাসন কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহারা আমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে আমরা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া সভ্যতার অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হই, তজ্জন্য তাঁহারা বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সুশৃঙ্খলভাবে শাসন-কার্য্য সম্পন্ন

করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা অতীব কল্যাণকর বিধান সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিতে কোনও রাজকর্ম্মচারী সক্ষম নহেন। বড় লাট বাহাদুর সমগ্র ভারতবর্ষের কর্ত্তা, সকলেরই তিনি প্রভু, অতুল তাঁহার ক্ষমতা, তথাপি তিনি অতি সামান্য বিষয়েও ইচ্ছাধীন প্রভুত্ব পরিচালনা করিতে পারেন না। ইংরেজ জাতি স্বভাবতঃ বড় আইনভক্ত, আইন গর্হিত কার্য্য করিতে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক, তজ্জন্য তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী কতকগুলি নির্দ্ধারিত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। যাঁহাদের হস্তে শাসন ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে পারেন না। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা প্রথমতঃ কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রণা লইয়া স্থিরীকৃত হয়, পরে তাহার পাণ্ডুলিপি সাধারণের গোচর করা হয়, অবশেষে সকলের মতামত গ্রহণানন্তর তাহা আইনআকারে বিধিবদ্ধ হয়। আইন প্রস্তুত করণ জন্য আমাদের দেশে ব্যবস্থাপক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। শুদ্ধ ইংরেজগণ এই সভার সভ্য নহেন। এদেশবাসীদিগকেও এই সভার সভ্য মনোনীত করা হয়। তাঁহারা দেশের অবস্থা শাসনকর্ত্তাদের গোচর করেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া যে আইন প্রচার করা দেশের অবস্থানুসারে সঙ্গত মনে করেন, তাহাই বিধিবদ্ধ হয়। এই কারণে এই দেড় শত বৎসর মধ্যে বহুতর আইন বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত হইয়াছে। কাল সহকারে প্রচলিত আইনের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, আইন ব্যবসায়ী বিদ্বান্‌গণও সমস্ত আইনের বিষয় সম্যক প্রকারে অবগত আছেন

কি না সন্দেহ। প্রচলিত আইনের সম্যকজ্ঞান লাভ করা সকলেরই পক্ষে অতীব কঠিন; কিন্তু কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই আইনানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। আইন অবগত নহি বলিয়া কেহই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারেন না,—আইনের ফল এড়াইতে সক্ষম হন না। আইনের একটী মূল সূত্র এই যে, সকলেই আইন অবগত আছে, আইন জানিনা বলিলে নিস্তার নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন অলঙ্ঘনীয়,আইন কর্ত্তাদের প্রচারিত নিয়মও তদ্রূপ অলঙ্ঘনীয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কিনা, না জানিয়া যদি কেহ অগ্নিতে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে যেমন তাহার হস্ত পুড়িয়া যায়; তদ্রূপ আইনের বিধান না জানিয়া যদি কেহ আইন নিষিদ্ধ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে আইন-নির্দ্দিষ্ট ফলভোগ করিতে হয়। তমাদি আইনের বিধান মনে কর। যদি তুমি তোমার কোন বন্ধুকে বিনা দলিলে এক হাজার টাকা কর্জ্জ দাও, আর তিন বৎসর মধ্যে তোমার বন্ধুর নামে তোমার পাওনার জন্য নালিশ না কর, তাহা হইলে তিন বৎসর কাল গত হইবা মাত্র তোমার পাওনার দাবি নষ্ট হইবে। তুমি যদি অতি সন্তোষজনক প্রমাণ দাও যে, তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ করিতে হয় ইহা তুমি জানিতে না, আর তজ্জন্য তোমার বন্ধুর উপকারার্থে কাল বিলম্ব করিয়াছ, তাহা হইলেও তোমার দাবি কালাতিপাত দোষে বারিত হইবে, তমাদি আইনের বিধান বলবৎ হইবে। আর একটী উদাহরণ মনে কর। তুমি রোগ বিশেষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছ, রোগ নিবৃত্তির জন্য চিকিৎসকগণ অহিফেণ সেবন ব্যবস্থা করিলেন—প্রত্যহ তোমাকে

ঐ ঔষধি সেবন করিতে হইবে, কিন্তু তোমার অবস্থা ভাল নহে। মূল্য দিয়া অহিফেণ খরিদ করা তোমার সাধ্যাতীত। তুমি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য আপন বাড়ীতে আফিঙ্গের গাছ পুতিয়া আফিঙ্গ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে। আবগারি আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করার অপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইলে। তুমি রাজদ্বারে সাব্যস্ত করিলে যে, ঘরে আফিং প্রস্তুত করিলে যে অপরাধ হয়, তাহা জানিতে না। কোন গর্হিত কার্য্য করিবার কোন প্রকার উদ্দেশ্য তোমার ছিল না, কেবল মাত্র নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য ঐ কার্য্য করিয়াছ। এ প্রকার অবস্থায় মনে কর কি যে, তুমি নিষ্কৃতি পাইবে? তোমার দণ্ড হইবে না? তোমাকে দণ্ডনীয় হইতেই হইবে। এই প্রকার অনেকগুলি আইন আছে, যাহার বিধান ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জানিতমতে হউক অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ হউক, লঙ্ঘন করিলেই ফলভোগ করিতে হইবে। অবশ্য জ্ঞাতব্য আইনের কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময়ে বিপদগ্রস্থ হইতে হয়, অনর্থক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও পুস্তক লিখিত হয় নাই যাহা পাঠ করিলে সচরাচর লোকে সহজে এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই অভাব কথঞ্চিত পরিমাণে মোচন করিবার উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিত হইল। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ডে ফৌজদারি ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়ানী সংক্রান্ত আইনের স্থূল মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

ইংরেজাধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইংরেজ জাতির প্রচারিত আইন দ্বারা এই বিশাল ভারত-রাজ্য শাসিত হইতেছে বলিয়া যে প্রকারে এই দেশে ইংরেজ আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অগ্রে পাঠকের গোচর করিয়া পরে প্রচলিত আইনের স্থূল মর্ম্ম লিপি-বদ্ধ করিব।

ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজিবেথের রাজত্ব সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক একদল ইংরেজবণিক এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্ণব পোতারোহণ পূর্ব্বক আৎলান্তিক মহাসাগর পার হইয়া অর্থোপার্জ্জন মানসে এই দেশে পদার্পণ করেন। ইউরোপ-বাসী অন্যান্য জাতির মুখে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী গণ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, সোণার ভারতে আসিতে পারিলেই বিপুল অর্থ লাভ হইবে, তজ্জন্য তাঁহারা বহুকষ্টে শত সহস্র বিপদ অতিক্রম করিয়া এদেশে আগমন করেন। রাজ্যলাভ প্রত্যাশা তখন তাঁহাদের ছিল না। তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, কাল সহকারে সমগ্র ভারতবর্ষ এই সামান্য বণিকদলের করতল-ন্যস্ত হইবে, হিন্দু, মুসলমান, শিক, রজপুত প্রভৃতি ভারতবাসীগণ ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবে, ব্রিটীসসিংহ, হিমালয় পর্ব্বতমালা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সগর্ব্বে পরিভ্রমণ করিবে এবং ব্রিটীস জয়পতাকা দৃষ্টে হুমায়ুন সাহা-বংশসম্ভূত বাদসাহগণ ও প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্য্য ও চন্দ্র বংশাবতংস-রাজন্যগণ নতঃশির হইবেন। অদৃষ্ট-চক্রের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও বিধাতার এই অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া মনে হয় যে, ইংরেজ জাতির অনুগ্রহেই

ভারতের অস্তগত সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইবে এবং ভারত-সন্তান মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইবে। যে সময়ে ইংরেজ বণিক-গণ এদেশে প্রথম আগমন করেন, তখন জাঁহাঙ্গির সাহ দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। সন ১৬১২ খৃঃ অব্দে ইংরেজ বণিকগণ বম্বে প্রদেশস্থ সুরাট নগরে কুঠী নির্ম্মাণের অধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১৬১৩ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে উক্ত নগরে প্রথম কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে সাহজিহান বাদসাহ, ইংরেজদিগকে গঙ্গাতীরে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন এবং ঐ সময়ে বঙ্গ প্রদেশস্থ বালেশ্বর নগরে একটী কুঠী নির্ম্মিত হয়। দিন দিন ইংরেজগণের প্রতি বিধাতা প্রসন্ন হইলেন। ১৬৫২ খৃঃ অব্দে বাউটন নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক দিল্লীশ্বরের পরি-বারস্থ কয়েক ব্যক্তিকে উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য করি-লেন। দিল্লীশ্বর প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নিঃস্বার্থী বাউটন,ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শুভ কামনা করিলেন এবং বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার ইংরেজ-গণ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বঙ্গের সুবাদার সুজা, ইংরেজ দিগকে হুগলি সহরে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেন। ১৬৯০ সালে চাররনক সাহেব সুতানটি নামক স্থানে কলিকাতা সহরের সূত্রপাত করেন। ইহার আট বৎসর পরে কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুরের তালুকদারি সত্ব, বঙ্গের সুবাদার আজিম উজ সাহার অনুমতি ক্রমে ইংরেজগণ খরিদ করেন। ১৭১৭সালে দিল্লীর সম্রাট ফিরোকৃসি একটী উৎকট রোগে আক্রান্ত হন। হকিমগণ রোগ নিবারণে অশক্ত হইলেন,

কোম্পানীর চিকিৎসক হামিল্টন সাহেব তাঁহার আরোগ্য সাধন করিলেন। বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার ও ৩৮টী গ্রাম খরিদের অনুমতি প্রদান করিলেন। মুরসেদ কুলিখান ঐ সময়ে বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। তিনি ইংরেজদিগকে বিষ-নয়নে দেখিতেন। তাঁহার বারণ মতে জমিদারগণ ইংরেজদিগকে গ্রাম বিক্রয় করিতে সম্মত হয় নাই। ১৭৫৬ সালে মুসলমান-কুলকলঙ্ক সিরাজ-উদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঢাকার শাসন-কর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রিত প্রতিপালক ইংরেজ তাঁহাকে নবাব হস্তে প্রদান না করায়, সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে গমন করিয়া কলি-কাতা দুর্গ অধিকার করেন। ১৪৬ জন ইংরেজ তাঁহার বন্দী হয়। ১৭৫৬ সালের ২১ জুন রাত্রে বন্দী ইংরেজগণ 'ব্লাকহোল' নামক একটী অতি সংকীর্ণ গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকে। এক রাত্রেই ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করে। এই সময়ে মান্দ্রাজ প্রদেশে ইংরেজগণের প্রধান অধিনিবাস ছিল। কর্ণেল ক্লাইভ ও আডিমিরাল ওয়াটসন প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে তাঁহারা নবাবসৈন্যকে পরাজয় করিয়া কলিকাতা উদ্ধার করেন। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের কথা কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ সকলেই তাঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার সংকল্প করিল। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে নদীয়া জেলার

অন্তর্গত পলাসীক্ষেত্রে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন এবং রাজমহল সহরে হত হন। তাঁহার সেনাপতি মিরজাফির বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সুবাদারি প্রাপ্ত হন এবং তিনি ২৪ পরগণার জমিদারি সত্ব ইংরেজদিগকে বাৎসরিক ২, ২২, ৯৫৮ টাকা কর ধার্য্যে প্রদান করেন। এই সময়ে ইংরেজ সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হয়। কাল সহকারে উক্ত সূর্য্য গগন-ভেদ করত খরতর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদীপ্ত করিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর সম্রাটকে ইংরেজগণ যুদ্ধে পরাভূত করেন এবং মিরজাফিরের জামাতা মির কাসিমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে বঙ্গরাজ্য প্রদান করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সৈন্য ব্যয় সংকুলান জন্য তিনি বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা প্রাপ্ত হন। ১৭৬৪ সালের ২৩ অকটোবর তারিখে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলা ইংরেজ কর্ত্তৃক বক্সার যুদ্ধে পরাভূত হন, এবং ঐ সনের ডিসম্বর মাসে দিল্লীশ্বর, ইংরেজদিগকে গাজিপুর ও বেনারস জেলা প্রদান করেন। পরবৎসর তাঁহারা বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সন্ধির পর সন্ধি সংস্থাপিত হইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজগণের অধিকার বিস্তৃত হইল। প্রথম কিছু দিন ইংরেজ-গণ স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে তাঁহারা বিপুল ঋণগ্রস্থ হইয়াছিলেন। ফরাসীদিগের সহিত রাজ্য-লাভার্থে ক্রমান্বয়ে বহুতর যুদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। কি প্রকারে সে ঋণ পরিশোধিত হইবে, কি উপায়ে অর্থ সঞ্চয় হইবে, এই চিন্তাতেই কোম্পানী বাহাদুর তৎকালে

ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। সুচতুর ক্লাইভ দেখিলেন যে, পরের মাথায় কাঁঠাল রাখিয়া কোষ ভক্ষণ বড়ই সুখের বিষয়। বৃদ্ধ মিরজাফির ও তাঁহার পুত্রাদি নামে বঙ্গের নবাব হইয়াছিলেন মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ইংরেজ হস্তে খেলনক স্বরূপ ছিলেন। বিজেতা ইংরেজগণ অপদার্থ মুসলমান নবাবের হস্তে রাজ্যভার অর্পন করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত হইলেন। অচিরে বঙ্গরাজ্য বিশৃঙ্খলাময় হইয়া উঠিল। ক্লাইভ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া কিছু দিন পরে বিলাত গমন করিলেন। অর্থ পাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহা আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কি-উপায়ে উক্ত অর্থ উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি একবারও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। নর্ম্মানজাতি কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পর, সাকসন গণ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল, পলাশির যুদ্ধের পর বঙ্গভূমির দশা তদপেক্ষা শতগুণ বেশী মন্দ হইয়াছিল। এই সময়ের অবস্থা লর্ড মেকলের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে পাঠক কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মেকলে সাহেব ভারতবন্ধু ছিলেন না, ভারতবাসীর পক্ষাবলম্বী হইয়া অত্যুক্তি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ দেশীয় সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য নিজের আয়ত্ত করিয়া ছিলেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে সল্পমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে ও অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে তাঁহারা বলপূর্ব্বক বাধ্য করিতেন। দেশস্থ পুলিস, বিচারক ও অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহারা নির্ভয়ে অপমান করিতেন। দেশীয় বাধ্য লোক দ্বারা দেশময় অত্যাচার বিস্তার করিতেন। তাহার প্রতিবিধানের কোনও উপায় ছিল না। কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার

প্রভুস্থ প্রত্যেক কুঠীয়াল সাহেব পরিচালনা করিতেন। কুঠী-য়ালদের ভৃত্যগণ নিজ প্রভুর অনুকরণ করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। এবম্বিধ ব্যবহার দ্বারা ইংরেজগণ অতি অল্প দিনে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিলেন বটে, কিন্তু তিন কোটী লোকের দুঃখের ইয়ত্তা ছিল না। বঙ্গবাসীগণ অনেক সময়ে বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এরূপ অত্যাচার কখনও ভোগ করে নাই। কোম্পানীর সহিত তুলনায় সিরাজউদ্দৌলাও সহৃদয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। পূর্ব্ব প্রভুদিগের সময়ে বঙ্গবাসীদের নিস্তা-রের উপায় ছিল, একান্ত অসহ্য হইলে বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচারী রাজাকে তাহারা তাড়াইয়া দিতে পারিত, কিন্তু ইংরেজ শাসন সময়ে সে পথটি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজগণ অতীব অত্যাচারী অসভ্য রাজা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু অসভ্য রাজার ন্যায় দুর্ব্বল ছিলেন না। বলিতে কি দুরাত্মা মনুষ্যরাজ্য না বলিয়া তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টকে পিশাচের রাজ্য বলিলে প্রকৃত আখ্যা প্রদান করা হয় কি না সন্দেহ। হতভাগ্য বঙ্গবাসীগণ এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার কোনও চেষ্টা করে নাই। নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় অত্যাচার সহ্য করি-য়াছে।" কিন্তু এই অত্যাচার বহুকালব্যাপী হয় নাই, অল্পদিন পরেই এই অবস্থা কর্ত্তাগণের গোচর হইয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা এই অত্যাচার নিবারণ জন্য, এই বিশৃঙ্খলা বিমোচনার্থে যত্নশীল হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের পর, কয়েক বৎসর ইংরেজগণ রাজ্যবিস্তার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, শাসন কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান রাজাগণ বিষহীন

সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়াছেন, প্রভৃত পরাক্রমশালী রজপুত রাজন্যগণ হতবিক্রম হইয়াছেন, নরসিংহ শিবজি-বংশোদ্ভব মহারাষ্ট্রীয় নরপতিগণের পরাক্রম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, ফরাসিগণ জয় আশা পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সংযত করিয়াছেন এবং বৃটীশ আধিপত্য ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত, এবং রাজ্যনাশাশঙ্কা সুদূরপরাহত হইয়াছে; তখন তাঁহারা আধিপত্যের ভিত্তিভূমি দৃঢ়ীকরণোদ্দেশে সচেষ্ট হইলেন এবং সুশাসন করণাভিপ্রায়ে আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত সংস্থাপিত ও ফৌজদারি আদলতের বিচারভার নবাব নাজিমের নাএব সুবার হস্তে প্রদত্ত হয়। ১৭৯০ সাল পর্য্যন্ত নবাব-নাজিম ফৌজদারি বিষয়-কার্য্য পরিদর্শন ও নির্ব্বাহ করেন, ইংরেজ মাজিষ্ট্রেটগণ কেবল মধ্যে মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই দেখা গেল যে, দিন দিন নরহত্যা দস্যুতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে; সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ অপরাধ করিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেছে না; নিঃস্ব ব্যক্তিগণ অনর্থক নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতেছে এবং উপযুক্ত সময়ে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না। এই অবস্থা দেখিয়া, গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুর নিজ হস্তে ফৌজদারি বিচার ভার গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ১৭৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজামত আদালত মুরসিবাদ সহর হইতে লইয়া কলিকাতা সহরে সংস্থাপিত করেন। ১৮৯৩ সালের রেগুলেসন-দ্বারা ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহার্থে আদালত সমুদয় সংস্থাপিত হয়। কিন্তু

বহুদিন যাবত মুসলমানদিগের আইনের বিধান অনুসারেই ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে যে যে বিধান নিতান্ত অন্যায় বোধ হইয়াছিল, তাহাই সংশোধিত বা রহিত হইয়াছিল মাত্র। সন ১৮৬০ সালে ফৌজদারি আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচারিত হয়। এই আইনের বিধান অনুসারে এইক্ষণে প্রায় সমস্ত ফৌজদারি মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই আইন খানিকে চাষা লোকে দুইকুড়ি পাঁচ আইন বলিয়া জানে। আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই আইনের কথা পাঠকের গোচর করিব।

গার্হস্থ্য আইন।

অপরাধের বিষয়।

মনুষ্য একাকী বাস করিতে পারে না। পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস না করিলে, আমাদের নানা প্রকার অসুবিধা ঘটে; এমন কি অন্ন বস্ত্রাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা, এবং হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই সমস্ত অসুবিধা নিবারণ জন্য মনুষ্য চিরদিন একত্রিত হইয়া বসবাস করিতেছে, এই কারণেই জাত্যাদি বিভাগ সংঘটিত হইয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। কিন্তু মানব স্বভাবতঃ বড় স্বার্থপর। স্বার্থসাধন জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না; সুযোগ পাইলেই নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য অপরের স্বত্বাধিকার অকুণ্ঠচিত্তে কাড়িয়া লয়। কাজেই সমাজের বিশৃঙ্খলা নিবারণ জন্য, সমাজের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই নির্দ্ধা-রিত নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে সমাজস্থ সকল ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। যাহারা সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে,

সমাজের শান্তি নষ্ট করে, তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে একত্র বসবাসের উদ্দেশ্য সফল ও সমাজ সংরক্ষণ হয় না; তজ্জন্য অনিষ্টকর কার্য্যের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া, নানা প্রকার দণ্ড ও প্রতিকারের বিধান করা হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারণ ও দণ্ডবিধান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শাসনকর্ত্তা। কোন কোন দেশের শাসনভার একমাত্র ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত আছে। তাঁহাকে সেই দেশের রাজা বলে। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। তিনি দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ইচ্ছানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার কাহারও নাই। কোন কোন দেশের শাসনভার জন কয়েক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহারা প্রায়ই দেশস্থ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা মনোনীত হয়েন এবং একত্রিত হইয়া রাজার তুল্য ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তাঁহাদের অধিকাংশের মতানুসারে শাসন-কার্য্য সম্পাদিত হয়। এক বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত না হইলে, শাসনকার্য্য কখনই সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না। সমাজের সকলেই যদি প্রধান হয়, তাহাহইলে কেহ কাহাকে মান্য করে না, কেহ কাহারও কথা শুনিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হয় না, সকলেই আপনাপন সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অপরের অহিতকর কার্য্য করে; এ প্রকার অবস্থায় সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব কলহ সংঘটিত হইয়া সকলের সুখ-শান্তি লোপ পায় এবং কাহারও শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ হয় না। যে বাড়ীর কর্ত্তা নাই, সে বাড়ীতে কত প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা আমরা সকলই অবগত আছি। সামান্য একটী পরিবারের মধ্যে

কর্ত্তা অভাবে যদি সুখ-শান্তি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে যে দেশে রাজা কি রাজ্যভার গ্রহণোপযুক্ত ব্যক্তি নাই, সে দেশের দুর্দ্দশার যে সীমা থাকিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই কারণেই পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে প্রত্যেক দেশের শাসনভার ব্যক্তি বিশেষের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে এবং শাসনভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অহিতকর কার্য্য নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। যদি কেহ সমাজের অনিষ্টকর কার্য্য করে, তাহাহইলে তাহাকে নিবৃত্ত করা এবং ভবিষ্যতে সে পুনরায় তদ্রূপ কার্য্য করিতে সাহসী না হয়, তজ্জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা বিধেয়; কিন্তু যাহার ক্ষমতা নাই, যাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ ভীত হয় না, সে কি প্রকারে দুর্বৃত্তের দমন করিবে, ও দেশ সুশাসিত রাখিবে? কাজেই যে কার্য্য দ্বারা শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা হ্রাস হয়, কিংবা তাঁহাদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা সকল দেশের ব্যবস্থাপকগণ সর্ব্বাগ্রে করিয়াছেন। যেমন শাসনকর্ত্তাদের সম্মান রক্ষা করা ও ক্ষমতা অখর্ব্ব রাখা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্রূপ আমাদের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করা ও সাধারণের অহিতকর কার্য্যের প্রতিবিধান করা শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উপরে যাহা বলা হইল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজার কর্ত্তব্য ও প্রজার কর্ত্তব্য। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার প্রতি। প্রজার কর্ত্তব্য রাজার প্রতি ও অপর প্রজার প্রতি। যে যে কার্য্য দ্বারা এই কর্ত্তব্যসাধনের

ব্যাঘাত জন্মে এবং যে যে কার্য্য এই কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধী, তাহাই অবৈধ। অবৈধ কার্য্য মাত্রেরই প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আছে। ক্ষতিকারক ব্যক্তির দণ্ড ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করাই আইনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল প্রকার অবৈধ কার্য্যের প্রতিবিধানের একরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। কোন কোন অবৈধ কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র দেওয়ানী দায়িত্ব আছে ও কোন কোন অবৈধ কার্য্যের জন্য ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইতে হয়, কারাদণ্ডের ও অর্থদণ্ডের বিধান আছে। যদি কোন ব্যক্তির অধীনস্থ প্রজার নিকট হইতে আমি বিনা সত্বে কর আদায় করিয়া তাহার স্থাবর সম্পত্তি দখল করিয়া লই, তাহা হইলে সেই ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি আমার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারে এবং আমার অবৈধ কার্য্যের দ্বারা তাহার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইতে পারে। কিন্তু সে এপ্রকার কার্য্যের জন্য আমাকে ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় করিতে পারে না; অর্থাৎ এ প্রকৃতির অবৈধ কার্য্যের জন্য অনিষ্টকারী ব্যক্তির কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড হইতে পারে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অবৈধরূপে নিজের লাভ কিংবা অপরের ক্ষতি করিবার উদ্দেশে অপরের সত্ব দখলি কোন অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তজ্জন্য সে ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হয়; অর্থাৎ এই প্রকার অবৈধ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া তাহার শারীরিক দণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড হইতে পারে। শুদ্ধ অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ এবং অপরের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই পূরণ করিয়া সে অব্যাহতি পাইতে পারে না। সর্ব্ব প্রকারের

অহিতকর কার্য্যকে অপরাধ নাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে শ্রেণীর কার্য্যের জন্য ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় হইতে হয়, কেবল সেই শ্রেণীর কার্য্যকে আমরা এই পুস্তিকাতে 'অপরাধ' আখ্যা প্রদান করিব। অল্প কথায় অপরাধের ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। আমাদের দেশে দণ্ডবিষয়ক অনেকগুলি আইন প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন প্রধান। এই সমস্ত আইন দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা যে সমস্ত কার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং যাহা করিলে কিংবা না করিলে শারীরিক কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহাকেই 'অপরাধ' বলা যাইতে পারে। কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে অথবা করিতে বিরত না হইলে সমাজের ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, অথবা অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা ঘটে, এবং সমাজের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার জন্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য সাধন করা সমাজস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহা দেশের শাসনভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্থির করেন। সমাজের বেশী সংখ্যক লোকের অহিতকর কার্য্য সকল, নিষিদ্ধ কার্য্য ও 'হিতকর' কার্য্য সকল অবশ্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অবশ্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যের উপেক্ষা করিলে যে বিধানকৃত ফল ভোগ করিতে হয়, তাহাকেই দণ্ড বলে। যে কার্য্যের নির্দ্ধারিত দণ্ড ফৌজদারি আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়, তাহাকে 'অপরাধ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই দুই শ্রেণীর অবৈধ কার্য্যের ফলাফলের বিচার প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার।

এক আইন দ্বারা দেওয়ানি আদালতের কার্য্য-প্রণালী ও অপর আইন দ্বারা ফৌজদারি আদালতের কার্য্য-প্রণালী বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে; কেবল উভয় আদালতের প্রমাণ গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিধানগুলি প্রায়ই এক প্রকারের। কার্য্যবিধি আইনের বিষয় আমরা পরে পাঠকের গোচর করিব।

আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি যে, 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম' প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; দেওয়ানী আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ফৌজদারী আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফৌজদারী আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটীকে 'অপরাধ' বলে। অপরাধকে নিম্নলিখিত দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) রাজকীয় বা রাজ্যসম্বন্ধীয় অপরাধ অর্থাৎ যে সমস্ত অবৈধ ও নিষিদ্ধ কার্য্য দ্বারা শাসন-কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, (২) সামাজিক বা সমাজ-সম্বন্ধীয় অপরাধ, অর্থাৎ যে সমস্ত অবৈধ কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি কিংবা সমাজস্থ ব্যক্তির শরীর ও সম্পত্তির হানি হয়। এই দুই বিভাগকে আবার নানা প্রকার খণ্ডে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা—

I রাজকীয় বা রাজ্য সম্বন্ধীয় অপরাধ।

স্বদেশের রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর কতকগুলি অধিকার আছে। সেই অধিকার তাঁহারা পরিচালনা করেন। এই পরিচালনার ব্যাঘাত দেওয়া আইন নিষিদ্ধ কার্য্য। রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতা পরিচালনা অতীব মঙ্গলজনক বলিয়া ব্যবস্থাপকগণ বিধান করিয়াছেন যে, সমাজস্থ কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে বাধা দিবে না—উপরন্ত সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবে।

রাজ্য সুশাসন জন্য যেমন প্রজার রাজভক্ত হওয়া, রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর সাহায্য করা এবং রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ রাজার ও রাজকর্ম্মচারীগণেরও কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা প্রজার মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং নিরপেক্ষ-ভাবে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কারণে রাজকীয় বা রাজ্য সম্বন্ধীয় অপরাধকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) স্বয়ং রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ যথা, রাজবিদ্রোহিতা-চরণ করা; রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা; কার্য্য অথবা বাক্য দ্বারা রাজার প্রতি দেশস্থ লোকের অশ্রদ্ধা জন্মান কিংবা জন্মাইবার চেষ্টা করা, রাজাকে রাজ্যচ্যুত করান কি তদ্বিষয়ক মন্ত্রণায় লিপ্ত থাকা; রাজাকে অথবা শাসনকর্ত্তাদিগকে ভয়-প্রদর্শন কি আক্রমণ করা; রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কি মন্ত্রণা হইতেছে জানিতে পারিয়া তাহা গোপন রাখা ইত্যাদি। (২) মিত্র রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ যথা—মিত্র রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি তাহার সহায়তা করা; মিত্র রাজার অধিকার বল পূর্ব্বক গ্রহণ করা কিংবা গ্রহণের আয়োজন করা অথবা ঐরূপ অবৈধ কার্য্য দ্বারা মিত্র রাজার যে সম্পত্তি লব্ধ হয়, তাহা গ্রহণ করা ইত্যাদি। (৩) রাজকীয় কর্ম্মচারীর বিচার কার্য্যের বাধাজনক কার্য্য ঘটিত অপরাধ যথা—আদালতের সমক্ষে হাজির না হইবার উদ্দেশে সমনাদি জারি হইতে না পারে, বলিয়া পলায়ন করা, সুমনাদি জারির বাধা দেওয়া; সমনাদি জারি হওয়া সত্বে ধার্য্য দিনে হাজির না হওয়া; যে দলিল আইনানুসারে আদালত সমক্ষে দাখিল করিতে বাধ্য, তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক দাখিল না করা; আইনানুসারে যে সংবাদ দিতে বাধ্য,

তাঁহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না দেওয়া, অথবা অপ্রকৃত সংবাদ দেওয়া; হলফ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা; আইনানুসারে সত্য কথা বলিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বে সরকারী কর্ম্মচারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করা; বাধ্য থাকা সত্বে নিজ উক্তিতে দস্তখত করিতে অস্বীকার করা; মিথ্যা উক্তি করা অথবা হলফ লইয়া মিথ্যা জবানবন্দী দেওয়া, সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা অপরের অনিষ্ট করিবার উদ্দেশে অথবা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া সেই কর্ম্মচারীর সমক্ষে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া; কোন সম্পত্তি সরকারী কর্ম্মচারী গ্রহণ কিংবা বিক্রয় করিতে উৎযোগী হইলে, তাহাতে বাধা দেওয়া, সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেওয়া, আজ্ঞা অবহেলা করা অথবা ভয় প্রদর্শন করা; আদালতের সমক্ষে মিথ্যা প্রমাণ উপস্থিত করা ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা; মিথ্যা সার্টিফিকেট দস্তখত করা অথবা তাহা সত্য বলিয়া ব্যবহার করা; অপরাধ সাব্যস্ত না হয়, এই উদ্দেশে প্রমাণ গোপন অথবা নষ্ট করা; বিশেষ বিশেষ অপরাধ ঘটনার সংবাদ না দেওয়া; অপরের নাম গ্রহণ করিয়া আদালতের সমক্ষে মিথ্যা নালিশ করা কিংবা অসত্য দাবি স্বীকার করা; ডিক্রীজারির কার্য্যে বাধা দেওয়া; অপরের ক্ষতি করণোদ্দেশে ফৌজদারি আদালতে মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করা; অপরাধীকে স্থান দিয়া লুকাইয়া রাখা; অপরাধ গোপন করিবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করা; সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা অপরাধী ব্যক্তি ধৃত হইতে বাধা দেওয়া; সরকারী কর্ম্মচারীর এক্তার হইতে পলায়ন করা; সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেওয়া এবং সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদি। (৩)

রাজকীয় কর্ম্মচারী কৃত অপরাধ যথা, অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বাধা দেওয়া; সরকারী পদোপলক্ষে উৎকোচ গ্রহণ করা; আইনের বিধান অবহেলা করা; সরকারী কাগজপত্রে মিথ্যা উক্তি করা; নিষিদ্ধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া; অপরাধী ব্যক্তি দণ্ড না পায়, এই উদ্দেশে অবৈধ কার্য্য করা; কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার উদ্দেশে তাহাকে মিথ্যা করিয়া বিচার জন্য অর্পণ করা অথবা আবদ্ধ রাখা, কোন অপরাধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে আইনানুসারে বাধ্য থাকা সত্ত্বে তাহাকে গ্রেপ্তার না করা কিম্বা কোন অপরাধীকে কারাগার হইতে পলাইতে দেওয়া ইত্যাদি। (৫) সরকারী কর্ম্মচারীকে অবৈধ কার্য্য করিতে সহায়তা করার অপরাধ যথাঃ—সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতাচরণের সাহায্য করা; রাজবিদ্রোহী পলাতকা সৈন্যদিগকে আশ্রয় দেওয়া কিম্বা লুকাইয়া রাখা; রাজদ্রোহী সৈন্যদিগের অবৈধ কার্য্যের উৎসাহ দেওয়া, কিম্বা পলায়নের সহায়তা করা ইত্যাদি। (৬) মহারাণীর প্রচলিত মুদ্রা এবং ষ্টাম্প সম্বন্ধীয় অপরাধ যথা, জাল মুদ্রা প্রস্তুত করা; জাল মুদ্রা প্রস্তুত করণোপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত কি বিক্রয় করা অথবা দখলে রাখা; জাল মুদ্রা বিদেশে পাঠান কিম্বা বিদেশ হইতে আনা; জাল মুদ্রা ব্যবহার করা; প্রকৃত মুদ্রাকে ওজনে কম কি বিকৃত করা, তাহা দখলে রাখা ও ব্যবহার করা, জাল ষ্টাম্প প্রস্তুত করা, দখলে রাখা এবং ব্যবহার করা ইত্যাদি। (৭) তুলাদণ্ড ও পরিমাপ যন্ত্রাদি সম্বন্ধীয় অপরাধ; যথা,—অপ্রকৃত ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রাদি ব্যবহার করা, দখলে রাখা এবং প্রস্তুত ও বিক্রয় করা ইত্যাদি।

সামাজিক বা সমাজ সম্বন্ধীয় অপরাধ :—

এই শ্রেণীর অপরাধকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) সাধারণ সম্বন্ধীয়, (২) ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধীয়।

১। সাধারণ সম্বন্ধীয়। যথা,—শান্তিভঙ্গ কি কোন প্রকার অপরাধের কার্য্য করিবার জন্য অবৈধ জনতা বদ্ধ হওয়া ও জনতা-বদ্ধ হইয়া বল প্রকাশ করা; অবৈধ জনতাভূক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া; সাধারণের স্থানে হঙ্গমা করা; সাধারণের স্বাস্থ্য, নির্বিঘ্নতা, সুগমতা, শ্লীলতা ও নীতি প্রভৃতির হানিজনক কার্য্য করা, যেমন সংক্রামক রোগ বিস্তার করা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা, ঔষধির ফল কম কি নাশ হইতে পারে, এ প্রকার দ্রব্য ঔষধিতে মিশ্রিত করা ও তাহা বিক্রয় করা; স্থানবিশেষের হাওয়া অস্বাস্থ্যকর করা, বেগে ও অসাবধান ভাবে সাধারণের রাস্তায় গাড়ী চালান, অসাবধান ভাবে লোকের জীবন নাশের আশঙ্কা জন্মাইয়া নৌকাদি চালান, সাধারণের রাস্তায় সাধারণের অনিষ্টকর কার্য্য করা; লোকের প্রাণ-নাশের আশঙ্কা আছে জানিয়া অসাবধান ভাবে কোন বিষাক্ত জিনিস রাখা কিংবা বারুদাদি কোন জিনিস রাখা; লোকের প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারে জানিয়া অসাবধান ভাবে কোন বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিজ দখলি জন্তুকে সাবধান করিয়া না রাখা, অশ্লীল পুস্তকাদি বিক্রয় করা কিংবা বিক্রয় করিবার উদ্দেশে নিজের দখলে রাখা, সাধারণে শুনিতে পায়, এপ্রকার স্থানে অশ্লীল গান করা, জুয়াখেলার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করা; লোকের ধর্ম্মাধিকরণ অপবিত্র করা, প্রকাশ্য উপাসনার বাধা দেওয়া, লোকের মনে ব্যথা দিবার অভিপ্রায়ে গোরস্থানে

অনধিকার প্রবেশ করা, লোকের মনে ব্যথা দিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম বিশেষকে বিদ্রূপ করা ইত্যাদি।

২। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধীয়ঃ—এ প্রকার অপরাধ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—(ক) শরীর সম্বন্ধীয়, (খ) সম্পত্তি সম্বন্ধীয়। শরীর সম্বন্ধীয় অপরাধ হইতেছে, নরহত্যা, গুরুতর পীড়া, পীড়া, আত্ম-হত্যার চেষ্টা, ভ্রূণহত্যা, অবরোধ, কয়েদ রাখা, বলপ্রকাশ, মনুষ্য চুরি, দাস বিক্রয়, বলাৎকার, অস্বাভাবিক অভিগমন ইত্যাদি।

সম্পত্তি সম্বন্ধীয়ঃ—চৌর্য্য, দস্যুতা, ডাকাইতি, বিশ্বাস-ঘাতকতা, পরদ্রব্য আত্মসাৎ করা, চোরামাল রাখা, বঞ্চনা করা, মহাজনকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে সম্পত্তি লুকাইয়া রাখা কিংবা অল্পমূল্যে হস্তান্তর করা, ক্ষতি করা, অনধিকার প্রবেশ করা, জাল দলিল প্রস্তুত করা কিংবা ব্যবহার করা, ব্যবসার চিহ্ন জাল করা, অথবা জাল চিহ্ন দিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করা, ব্যবসার চিহ্ন নষ্ট করা, ইত্যাদি।

এতদতিরিক্ত নিম্ন লিখিত অপরাধগুলি দণ্ডবিধি আইনে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিবাহ সম্বন্ধীয়ঃ—স্বামী কিংবা স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ করা যদি অবৈধ হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় বিবাহ করা, বিবাহ হইয়াছে এ প্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া স্ত্রী অভিগমন করা, পরস্ত্রী অভিগমন করা, পরস্ত্রীকে ফুশলাইয়া লইয়া যাওয়া ইত্যাদি।

চরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয়ঃ—লোকের চরিত্রে দোষারোপ করা, লোকের গ্লানি কিংবা কুৎসাসূচক-রচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা কিংবা এপ্রকার রচনা বিক্রয় করা, ভয়-প্রদর্শন করা, স্ত্রী-

লোকের লজ্জাশীলতার হানি করিবার উদ্দেশে অশ্লীল উক্তি কিংবা ইশারা করা ইত্যাদি।

দণ্ডবিধি আইন।

অপরাধ কাহাকে বলে এবং অপরাধের প্রকৃতি কি, তাহার সামান্য ব্যাখ্যা উপরে করা হইয়াছে। আইনের মূলতত্ত্ব গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কি সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে যে আইন দ্বারা যে যে কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার জ্ঞান এই পুস্তক পাঠে পাঠক লাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। অপরাধ বিষয়ক যতগুলি আইন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন সর্ব্ব প্রধান। এ দেশের চাষারা ইহাকে ছকুড়ি পাঁচ আইন বলে। ছকুড়ি পাঁচ আইনের ভয় না করে, এমন ব্যক্তি নাই। যে মেকলে সাহেবের কথা আমরা ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই এই দণ্ডবিধি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কৃত কোডডি নেপোলিয়ান নামক প্রসিদ্ধ আইন হইতে দণ্ডবিধি আইনের অনেক গুলি বিধান গৃহীত হইয়াছে। দণ্ডবিধি আইন খানি ২৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সূচনা ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই আইনে যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দণ্ডবিধানের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এ আইনে বেত্রাঘাত দণ্ডের বিধান নাই। সন ১৮ ৪ সালের ৬ আইন দ্বারা কশাঘাতদণ্ড বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দণ্ডবিধি আইনের চতুর্থ

অধ্যায়টী অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাতে সাধারণ বর্জ্জিত বিধি গুলি উক্ত হইয়াছে। বর্জ্জিত বিধির কথা আমরা পরে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব। পঞ্চম অধ্যায়ে সহায়তার বিষয় বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজোদ্রোহী দোষ, সপ্তম অধ্যায়ে সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের, অষ্টম অধ্যায়ে সাধারণ ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ বিষয়ক, নবম অধ্যায়ে রাজকীয় কার্য্যকারক সম্পর্কীয়, দশম অধ্যায়ে রাজকীয় কর্ম্মচারীর আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞা বিষয়ক, একাদশ অধ্যায়ে মিথ্যা প্রমাণ ও যথার্থ বিবাহের বাধাজনক কার্য্য বিষয়ক, দ্বাদশ অধ্যায়ে মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প বিষয়ক, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ওজন ও পরিমাণাদি বিষয়ক, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সাধারণের স্বাস্থ্যের, নিরাপদের, স্বচ্ছন্দতার, শ্রীলতার ও সুনীতির বাধাজনক ও অনিষ্টকর কার্য্য বিষয়ক, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, ষোড়শ অধ্যায়ে মনুষ্যের শরীর সম্বন্ধীয়, সপ্তদশ অধ্যায়ে সম্পত্তি সম্বন্ধীয়, অষ্টাদশ অধ্যায়ে দলিল দস্তাবেজ ও শিল্প ব্যবসায়ীর ও স্বামিত্বসূচক চিহ্ন সম্পর্কীয়, ঊনবিংশ অধ্যায়ে কার্য্য বিশেষের চুক্তিভঙ্গ বিষয়ক, বিংশতি অধ্যায়ে বিবাহ সম্বন্ধীয়, একবিংশ অধ্যায়ে অপবাদ বিষয়ক এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে অবৈধ ভয় প্রদর্শনাদি বিষয়ক অপরাধের বিষয় লিখিত হইয়াছে ও যে প্রকার অপরাধের জন্য যেরূপ দণ্ড হইতে পারে, তাহা বলা হইয়াছে। কোন্ অবস্থায় কি প্রকার অবৈধ কার্য্য করিলে, কোন্ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়, তাহা এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা যে সকল অপরাধের তালিকা ইত্যগ্রে দিয়াছি, দণ্ডবিধি আইনে তাহার কথা যথাস্থানে লিখিত আছে। দণ্ড-

বিধি আইনের ব্যবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানিতে হয়।

১। অপরাধ করিবার অনুপযুক্ত ব্যক্তি কে।

২। কোন্ কোন্ অবস্থায় অনিষ্টকর কার্য্য করিলেও অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে হয় না।

৩। অপরাধের সহায়তা কাহাকে বলে।

৪। অপরাধের উদ্যোগ কাহাকে বলে।

দণ্ডবিধি আইনের চতুর্থ পঞ্চম ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এই চারিটী বিষয়ের কথা জানিতে পারা যায়। এই তিনটী অধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠকের গোচর করিবার পূর্ব্বে আমরা গুটীকয়েক কথা বলিব। সকলেই জানে যে, মনুষ্য বিবেকশক্তিসম্পন্ন জীব। ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি সকলেরই আছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, সকলেই ভালকার্য্য ভাল অভিপ্রায়ে এবং মন্দ কার্য্য মন্দ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, এবং সকলেই নিজকৃত কার্য্যের ফলের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আছে বলিয়া সে নিজ কার্য্যের জন্য দায়িক। যে অহিতকর ও অনিষ্টজনক কার্য্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি মাত্রেই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু আইনকর্ত্তাগণ দেখিয়াছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি তাহার কর্ম্মের ফলাফল বুঝিতে আদৌ সক্ষম নহে এবং কোন কোন অবস্থায় বিনা মন্দ অভিপ্রায়ে অনিষ্টকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান-

কারী ব্যক্তিকে সকল সময়ে দণ্ডনীয় করা সঙ্গত নহে। শিশু মাত্রেই অজ্ঞান, বিবেকশক্তি বিহীন, ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি তাহাদের নাই, তাহারা ফলাফলের প্রত্যাশা না করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে, উন্মাদ ব্যক্তিরও হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহারাও নিজ কর্ম্মের ফলাফল বুঝিতে পারে না। নেশায় আমাদের জ্ঞান হরণ করে, যতক্ষণ নেশা থাকে ততক্ষণ বিবেক-শক্তির পরিচালনা সম্ভবপর হয় না, তজ্জন্য নেশা বিহ্বল ব্যক্তি, শিশু ও বিকৃতমনা ব্যক্তির সমস্থানীয়। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি নিজ কর্ম্মের ভাব বুঝিতে ও ফলাফলের বিচার করিতে পারে না বলিয়া আইনকর্ত্তাগণ তাহাদিগকে অপরাধকরণে অক্ষম বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য কোন দণ্ড বিধান করেন নাই।

যেমন বিবেক শক্তির অভাব হেতু মনুষ্য অপরাধের কার্য্য করিয়াও অপরাধী হয় না, তদ্রূপ অবস্থা বিশেষে বিবেক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অপরাধের কার্য্য করে, তাহা হইলেও দণ্ডার্হ হইতে হয় না। পীড়া দেওয়া অন্যায়, কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, ইহাই আইনের বিধান; কিন্তু ভাব তুমি চিকিৎসক, একটী ব্যক্তির ফোড়া হইয়াছে, তুমি তাহার যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য অস্ত্র দ্বারা ফোড়া কাটিয়া দিলে, তোমার কার্য্যের দ্বারা সে পীড়া পাইল, এ অবস্থায় পীড়া দিয়াছ বলিয়া তুমি কি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে? আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, মনুষ্যের প্রাণনাশ করা নিতান্ত গর্হিত; তোমার কোন বন্ধুকে বাঘে ধরিয়া জঙ্গল মধ্যে লইয়া গেল, তুমি দেখিলে যে নিমেষ মাত্র বিলম্ব করিলে তোমার

বন্ধুকে বাঘে খাইয়া ফেলিবে, উপায়ান্তর বিহীন হইয়া বন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য তুমি ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি মারিলে, তোমার গুলিতে বাঘ না মরিয়া তোমার বন্ধু মরিয়া গেলেন এ অবস্থায় তুমি কি নরহত্যা অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে? আর একটী উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য কর। একদল দস্যু আসিয়া তোমাকে বন্ধন করিল, তোমার গুপ্তধন লইবার জন্য তোমাকে আগুণ দিয়া পোড়াইতে লাগিল এবং 'কোথায় ধন লুক্কায়িত আছে বল' বলিয়া নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তুমি বলিলে না কোথায় তোমার ধন লুক্কায়িত আছে, তখন দস্যুগণ তোমার প্রাণনাশ করিবার জন্য তরবারি উত্তোলন করিল। সেই সময়ে তোমার পকেটে একটী রিভলভার বন্দুক ছিল, তুমি নিজের প্রাণরক্ষার জন্ত সেই বন্দুক ছুড়িয়া দুইটী দস্যুর প্রাণনষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিলে, এ অবস্থায় তোমাকে কি জ্ঞানকৃত বধ অপরাধে ফাঁশী কাষ্টে লম্বমান হইতে হইবে? যাহার যৎসামান্ত বুদ্ধি আছে, সেও বুঝিতে পারে যে, এ প্রকার অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে দোষী মনে করা সঙ্গত নহে। কাজেই আইনকর্ত্তাগণ ঐ প্রকার বিবেকশক্তি-বিহীন ব্যক্তিকে এবং অবস্থা বিশেষে অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে নিরপরাধ সিদ্ধান্ত করণান্তর তাহাদের কার্য্য বর্জ্জিত বিধানের অন্তর্গত করিয়াছেন।

অপরাধ করিবার অনুপযুক্ত ব্যক্তি কে? দণ্ডবিধি আইনের চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করিলে এইপ্রশ্নের মীমাংসা করা যায়। বর্জ্জিত বিধির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিকে অপরাধ করণে অক্ষম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

(ক) ৭ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক। ইহারা কোন অবস্থায় কোন প্রকার অবৈধ কার্য্যের জন্য অপরাধী হইবে না।

(খ) ৭ বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যদি এরূপ অপক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় যে, সে তাহার কার্য্যের ভাব ও ফলাফল বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার কৃত অবৈধ কার্য্য অপরাধ রূপে গণ্য হইবে না। বার বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইয়াছে কি না, এবং সে অবৈধ কার্য্যের ভাব ও ফলাফল বুঝিতে সক্ষম কি না, ইহা তাহার কার্য্য-চাতুর্য্য দেখিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য।

(গ) ক্ষিপ্ত বা বিকৃতমনা ব্যক্তি। অর্থাৎ কার্য্য করিবার সময়ে যদ্যপি কোন ব্যক্তি এতদূর জ্ঞানশূন্য থাকে যে, সে তাহার কৃতকার্য্যের ভাব বুঝিতে অক্ষম হয়, কিম্বা কোন দোষ কি আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিতেছে, এরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অবৈধ কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। তিন শ্রেণীর বিকৃতমনা ব্যক্তি আছে। (১) জন্ম-জড়, ইহারা সকল সময়েই বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত। (২) আকস্মিক ক্ষিপ্ত; যদি কার্য্যকরণ সময়ে কার্য্যের ভাব ও ফলাফল বুঝিতে অক্ষম থাকা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর ব্যক্তি বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হয়। (৩) আত্ম-কৃত বিকৃত; এই শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে যাহারা চিরকালের জন্য বিকৃতমনা, তাহারাই বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হয়।

(ঘ) নেশায় বিহ্বল ব্যক্তি। নেশা করিয়া অবৈধ কার্য্য করিলেই যে, সে কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা নহে। বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হইতে হইলে প্রমাণ করিতে হয় যে, (১) যে দ্রব্য সেবন করিয়া নেশা হইয়াছিল, সে দ্রব্য

তাহার অজ্ঞাতসারে কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেবন করান গিয়াছে। (২) কার্য্য করিবার সময়ে নেশায় এরূপ বিহ্বল হইয়াছিল যে, সে তাহার কার্য্যের ভাব বুঝিতে পারে নাই কিংবা জানিত না যে, সে মন্দ কি আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছে। আইনের এই বিধানটী অতীব মঙ্গলজনক। যে ব্যক্তি নিজে ইচ্ছা করিয়া মত্ত ও জ্ঞানহারা হয়, সে বর্জ্জিত বিধির ফল পাইবার যোগ্য নহে।

যে যে অবস্থায় অনিষ্টকর কার্য্য করিলে সেই কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা দণ্ডবিধি আইনের ৭৬ ধারা হইতে ১০৬ ধারার মধ্যে উক্ত হইয়াছে। একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আইনকর্ত্তাগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিধান করিয়াছেন যে, আইন অবগত নহি বলিয়া, কোন ব্যক্তি আইনের বিধান এড়াইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের মনে বিশ্বাস আছে যে, কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহারা মন্ত্রবলে মনুষ্যের রক্ত শোষণ করে, যদৃচ্ছাক্রমে লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে, ইহাদের নাম 'ডাইন।' ডাইনের প্রাণনাশ করিলে সাধারণের উপকার করা হয়, বিশেষতঃ আত্মরক্ষার জন্য ডাইনদিগকে মারিয়া ফেলা নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ বিশ্বাস এককালে ইংলণ্ডবাসীগণেরও ছিল। তাহারাও অনেক 'ডাইন' বা উইচ্‌কে পোড়াইয়া মারিয়াছে। যদিচ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তির এই বিশ্বাস যে, ডাইনকে মারিয়া ফেলিলে কোন অপরাধ হয় না—তথাপি আইনকর্ত্তাগণ ডাইন হত্যাকারীকে নিরপরাধী বলিয়া মুক্তি দিবেন না। আইনে যাহা বর্জ্জিত বিধি বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে, তদতিরিক্ত কোন অবস্থায় অপরাধের কার্য্য করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। এরূপ কার্য্য যে অবৈধ ও আইন নিষিদ্ধ এবং ইহা করিলে যে দণ্ডনীয় হইতে হয়, ইহা জানিতাম না বলিয়া কেহ মুক্তি পাইবেন না। তজ্জন্য বর্জ্জিত বিধিগুলির জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সে বিধানগুলি এই :—

১। সরল ভাব।—যে যে অবস্থায় সরলভাবে অন্যায় কার্য্য করিলে অপরাধী হইতে হয় না—(ক) যে কার্য্য আইনানুসারে করিতে বাধ্য, তাহা করিতে গিয়া যদি কেহ বৃত্তান্তঘটিত ভ্রমবশতঃ কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই ভ্রমের জন্য সে অপরাধী হইবে না; যেমন আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদু নামক ব্যক্তিকে ধরিতে গিয়া যদুভ্রমে রাম নামক ব্যক্তিকে সরলভাবে গ্রেপ্তার করে, তাহা হইলে সে এই কার্য্যের জন্য অপরাধী হয় না। (খ) আইন প্রদত্ত অধিকার পরিচালনা করিবার সময়ে যদ্যপি কেহ বৃত্তান্তঘটিত ভ্রমবশতঃ সরলভাবে কোন অন্যায় কার্য্য করে, তাহা হইলে সে তজ্জন্য অপরাধী হয় না। যদি আনন্দ যদুর প্রাণনাশ করিতেছে দেখিয়া, আনন্দকে রাম গ্রেপ্তার করে এবং পরে প্রকাশ পায় যে, আনন্দ আত্মরক্ষার জন্য যদুর প্রাণনাশ করিয়াছিল, তাহা হইলে রাম অপরাধী হইবে না; কেন না, হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার সকল ব্যক্তি-রই আছে, এই অধিকার সরলভাবে পরিচালনা করিয়া রাম কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই। (গ) যদি কোন কার্য্যের দ্বারা অনিষ্ট হইবে জানিয়াও, অপর অনিষ্ট নিবারণের জন্য, সরলভাবে তাহা করা যায় এবং অপরাধ করিবার কোনরূপ অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য অপরাধী হইতে হয়

না ;—যেমন ঘরে আগুণ লাগিয়াছে দেখিয়া, যদি অপরের ঘর পুড়িতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে যদি রাম সরলভাবে যদুর ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে তজ্জন্য সে অপরাধী হয় না।

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করা অবস্থানুসারে অসম্ভব হয়, কিংবা উক্ত ব্যক্তি ১২ বৎসরের কম বয়স্ক কি ক্ষিপ্ত হয় এবং তাহার পক্ষে সম্মতি দিবার উপযুক্ত অভিভাবক ব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকে, সেই অবস্থায় তাহার বিনা সম্মতিতেও যদি তাহার মঙ্গলার্থে সরলভাবে কোন কার্য্য করা যায় এবং যদি তজ্জন্য তাহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে সেই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া অপরাধী হইতে হয় না। কিন্তু (১) যদি প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কি প্রাণনাশের উদ্যোগে কোন কার্য্য করা যায়, (২) যে কার্য্য দ্বারা প্রাণনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা জানিয়া যদি সেই কার্য্য প্রাণরক্ষা করিবার, কি উৎকট রোগ, কি গুরুতর পীড়া হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে করা যায়, (৩) যদি প্রাণরক্ষা কি পীড়া নিবারণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া দেওয়া যায় এবং (৪) যদি উপরের লিখিত অপরাধের সহায়তায় কোন কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে এই বৰ্জ্জিত বিধির বিধান প্রয়োগ করা যাইবে না। রামকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া যদি রামের প্রাণরক্ষার জন্য যদু গুলি মারে, আর সেই গুলির আঘাতে যদি রামের গুরুতর পীড়া জন্মে, তাহা হইলে রামের বিনা সম্মতিতে যদু গুলি মারিয়াছে বলিয়া যদুর কোন অপরাধ হইবে না ;—কেননা তৎকালে সম্মতি দিবার ক্ষমতা রামের ছিল না এবং রামের মঙ্গলার্থে যদু গুলি মারিয়াছিল। কিন্তু এই

প্রকার সুযোগ পাইয়া রামের প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে যদি যদু গুলি মারিয়া থাকে, তাহাহইলে, সে বর্জ্জিত বিধির ফল পাইবে না।

(ঙ) কোন ব্যক্তির হিতের জন্য যদি সরলভাবে তাহাকে কোন কথা বলা যায় এবং তজ্জন্য যদি তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে অপরাধী হইতে হয় না। রাম উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া, তাহার চিকিৎসক তাহাকে বলিলেন যে, 'রাম তুমি শীঘ্র তোমার বিষয়ের বন্দোবস্ত কর, তোমার রোগ আমার বিবেচনায় অসাধ্য।' এই কথা শুনিয়া রাম আতঙ্কে মরিয়া গেল। এ অবস্থায় চিকিৎসক অপরাধী হইবেন না।

২। বিচার কার্য্যে (ক) বিচারকর্ত্তাগণ স্ব স্ব পদোচিত ক্ষমতাক্রমে সরলভাবে যে কোন কার্য্য করেন, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা বিচারকের নাই, সে ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করিয়া তিনি যদি সেই কার্য্য সরলভাবে করেন, তাহা হইলেও তিনি অপরাধী হইবেন না।

(খ) কোন আদালতের প্রচারিত কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা যত দিন বলবৎ থাকে, যত দিন ঐ ডিক্রী কিংবা আজ্ঞানুসারে যে কার্য্য করা যায়, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যদিচ এ প্রকার ডিক্রী কিংবা আজ্ঞা প্রচার করিবার অধিকার উক্ত আদালতের না থাকে, তথাপি যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করে, সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয় না। যদ্যপি অপরাধ করিবার কোন অভিপ্রায় কি জ্ঞান বিনা কোন ব্যক্তি বিশেষ মনোযোগ ও সতর্কতার

সহিত ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিয়া কোন বৈধ কার্য্য করে এবং তদ্বারা দৈব ঘটনা কিংবা দুরদৃষ্ট বশতঃ কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে সেই কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। একজন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল, কুড়ালির অগ্রভাগ খসিয়া গিয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তির মাথায় লাগে এবং তাহার মৃত্যু হয়, এমন স্থলে যদি কাঠুরিয়ার সতর্কতার কোনরূপ ত্রুটী না থাকে, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে না।

৩। সম্মতি সূচক—(ক) যদ্যপি ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির সম্মতি ক্রমে তাহাকে কোন প্রকার পীড়া দেওয়া যায় এবং প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে, অথবা তদ্দ্বারা প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা, আছে, এরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে ঐ রূপ কার্য্যকে অপরাধ বলা যায় না। যদি রাম ও যদু পরস্পরের সম্মতিক্রমে অস্ত্র-ক্রীড়া করে এবং রাম ন্যায়মতে খেলা করিয়া যদুকে পীড়া দেয়, তাহা হইলে রাম অপরাধী হইবে না।

খ। প্রাণনাশের অভিপ্রায় বিনা যদ্যপি কোন ব্যক্তির উপকারার্থে তাহার সম্মতি ক্রমে সরলভাবে কোন কার্য্য করা যায় এবং তদ্দ্বারা তাহার অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহা হইলে তজ্জন্য অপরাধী হইতে হয় না। বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিগ্রস্থ কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদ্যপি কোন ডাক্তার রোগীর সম্মতিক্রমে অস্ত্র চিকিৎসা করেন এবং তদ্দ্বারা সেই রোগীর মৃত্যু ঘটনা হয়,তাহাহইলে ডাক্তার অপরাধী হইবেন না। যে সম্মতি ভয়ক্রমে কি অজ্ঞানতা বশতঃ প্রদত্ত হয়, কিংবা সম্মতিদাতা যদি মনের বিকৃতাবস্থা কি নেশার জন্য যে কার্য্যে সম্মতি দেয়, তাহার ভাব

ও ফলাফল বুঝিতে না পারে এবং ক্রিয়াকারী যদি এই অবস্থা অবগত থাকে, কি তাহার অবগত হইবার কারণ থাকে, তাহা হইলে সে প্রকার সম্মতি আইনানুসারে যথেষ্ট নহে।

৪। ভয়প্রদর্শন জন্য—যদ্যপি কোন ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য্য করাইবার জন্য প্রাণনাশের ভয় প্রদর্শন করা যায় এবং যে কার্য্য করাইবার জন্য এ প্রকার ভয় প্রদর্শন করা যায়। তাহা প্রাণনাশ কি রাজবিদ্রোহীতার অপরাধ না হয়, এবং ঐ ভয়ের অবস্থা তাহার নিজ কার্য্যের গতিকে সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার কার্য্য করায় তাহার কোন অপরাধ হইবে না।

৫। সামান্য অনিষ্টকর কার্য্য—যে অপকার এত সমান্য যে সাধারণ বুদ্ধির ও স্বভাবের ব্যক্তি তাহাকে অপকার বলিয়া গণ্যই করে না, সে অপকারের কার্য্য ইচ্ছা পূর্ব্বক করিলেও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না।

আত্মরক্ষার অধিকার—আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। এ অধিকার না থাকিলে সমাজের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রশ্রয় পাইত। যদি পরের অনিষ্টকরণেচ্ছু ব্যক্তি বলবান হয় এবং তাহার কুকার্য্য-সাধনে বাধা দিবার উপযুক্ত উপায় না থাকে, তাহা হইলে দুর্ব্বল নিরাশ্রয় ব্যক্তির দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। প্রজার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনে কোন দেশের রাজা পরাঙ্মুখ হন না। নিতান্ত অসভ্য দেশেও খুন, চুরি প্রভৃতি শরীর ও সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাধ নিবারণের জন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে লোকে অন্যায়

ও অবৈধ কার্য্য না করে, এই উদ্দেশে অপরাধীদিগকে দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সকল সময়ে সকল প্রজার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করা রাজার পক্ষে সম্ভব হয় না। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে প্রজাগণের শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। প্রাণের আশঙ্কায় লোকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, মূল্যবান দ্রব্য লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিত না। দস্যুগণ প্রকাশ্যভাবে লোকের ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইত, বলবান ব্যক্তি নির্ভয়চিত্তে দুর্ব্বলের প্রাণনাশ করিত; অনেক সময়ে আদৌ তাহার প্রতিবিধান হইত না। ইংরেজগণ এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত, দেশের অবস্থা শোচনীয় ছিল। নদীয়া জেলা নিবাসী বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহারা সংবাদ দিয়া ডাকাইতি করিত। দিনমানে লোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যাইত। ইহাদের নাম শুনিলে লোকে ভয়ে জড়সড় হইত। ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লোকে ধন সম্পত্তি প্রদান করিত; কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দেশ এরূপ সুশাসিত হইয়াছে যে, এখন অনর্গল গৃহে লোকে মূল্যবান সম্পত্তি রাখিয়া সুখে নিদ্রা যায়, নির্ভয় চিত্তে প্রবল শত্রু সকাশে উপস্থিত হয়, বলিতে কি প্রকাশ্য রাস্তায় মূল্যবান বস্তু পড়িয়া থাকিলেও সহসা তাহা কুড়াইয়া লইতে কেহ সাহসী হয় না। যদিচ ইংরেজদিগের সুনিয়মে ও সুশাসনে আমরা নিরাপদ হইয়াছি, তথাপি আত্মরক্ষার অধিকার যদি না-থাকিত, তাহা হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে বসবাস করা সুকঠিন হইয়া পড়িত। ভাব, রাত্র দুই প্রহরের সময় তোমার ঘরে চোর আসিয়াছে, তুমি একাকী,

সাহায্য করে, এমন একটী লোকও নাই, যদি তুমি ঐ সময়ে চোরকে 'উত্তম মধ্যম' দুই এক ঘা দাও, তাহা হইলেই চোর পলায়ন করে, নতুবা তোমার সর্ব্বস্ব লইয়া সে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় সম্পত্তি রক্ষার জন্য যদি তুমি চোরকে পীড়া দাও, তাহা হইলে আইনানুসারে দোষী হইবে কি? সকল সময়ে সকল স্থানে পাহারাওয়ালাদিগকে পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় তুমি যদি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে চোরের সুবিধার সীমা থাকে না, তাহাকে মারিতে পাইবে না, ধরিয়া রাখিলে অপরাধী হইবে, সে যদি তোমার পরিচিত ব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে দণ্ডনীয় করিতে পারিবে না। কথা গুলি নিতান্ত অন্যায় নয় কি? সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বলিবে যে, এ অবস্থায় চোরকে মারিলে অপরাধ হয় না। মনে কর, তুমি বনের মধ্যে একাকী বেড়াইয়া বেড়াইতেছ, এমন সময়ে তরবারি হস্তে তোমার শত্রু উপস্থিত হইয়া তোমার প্রাণ-নাশে উদ্যত হইল, তোমার পলাইবার উপায় নাই, যদি তোমার হস্তস্থিত লাঠী দ্বারা শত্রুর হস্ত ভাঙ্গিয়া দিতে পার, তাহাহইলেই প্রাণ রক্ষা হয়। এ অবস্থায় হত্যাকরণে উদ্যত শত্রুর হস্ত ভাঙ্গিয়া দিলে কি তোমার অপরাধ হইবে? সকলেই বলিবে যে, এ প্রকার অবস্থায় নিজের শরীর রক্ষার জন্য যদি কোন কাজ করা যায়, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নহে। তজ্জন্য যে যে অবস্থায় আমাদের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার থাকা উচিত, তাহা আইনকর্ত্তাগণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এই অধিকারের সময় ও সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই বিধানগুলি দণ্ডবিধি আইনের ৯৭ ধারা হইতে ১০৬ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে যে কার্য্য করা যায়, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। দণ্ডবিধি আইনের ৯৬ ধারায় এই বর্জ্জিত বিধি লিখিত হইয়াছে। আত্মরক্ষার অধিকার কেবল শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার পরিচালনা কতকগুলি নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ। ৯৯ ধারায় সেই নিয়ম গুলির উল্লেখ আছে। তাহা স্মরণ করিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া সকলেরই উচিত বলিয়া, নিম্নে লিখিত হইল।

(১) যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক নিজ পদোপলক্ষে সরল ভাবে কোন কার্য্য করেন, কি করিতে উদ্যত হন এবং সেই কার্য্য দ্বারা যদি প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা না হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্য নিতান্ত আইনসঙ্গত না হইলেও তাহা নিবারণ জন্য আত্মরক্ষার অধিকার নাই। কিন্তু যদি তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জানা না থাকে কিংবা জানিবার উপযুক্ত কারণ না থাকে, তাহা হইলে এ অধিকার পরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মে না। আসামীর এ প্রকার জ্ঞান ছিল কি না, তাহা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদালত স্থির করিবেন। এই বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক (ক) আপন পদের শক্তিতে (Color of his office) (খ) সরল ভাবে (In good faith) কোন কার্য্য করেন এবং সেই কার্য্য দ্বারা (গ) প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয়, তাহা হইলে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের কার্য্য নিবারণ জন্য আত্মরক্ষার অধিকার নাই। অপরাধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার পুলিস কর্ম্মচারীদিগের আছে। যদি কোন পুলিস কর্ম্মচারী পুলিসের কার্য্য

করিতে গিয়া কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ঐ অবরোধ আইন বিরুদ্ধ হইলেও অবরুদ্ধ ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য আত্মরক্ষার অধিকার পরিচালনা করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি ঐ পুলিস কর্ম্মচারী নিজের পদের শক্তিতে কার্য্য না করেন, কিংবা দ্বেষ-পরবশ হইয়া কার্য্য করেন, অথবা এরূপ কার্য্য করেন—যাহাতে প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে এই অধিকার পরিচালনা করা অবৈধ হইবে না।

(২) যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক নিজ পদোচিত ক্ষমতানুসারে সরল ভাবে কোন আদেশ করেন, এবং সেই আদেশ অনুসারে যে কার্য্য করা যায়, কি করিবার উদ্যোগ হয়, তদ্দ্বারা যদি প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা না হয়, তাহা হইলে সেই আদেশ নিতান্ত আইনসঙ্গত না হইলেও তদনুসারে যে কার্য্য করা যায়, কি করিবার উদ্যোগ হয়, তাহা নিবারণ জন্য আত্মরক্ষার অধিকার হয় না। কিন্তু যদি ঐ আদেশের বিষয় জানা না থাকে, কি জানিবার কারণ না থাকে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার অধিকার পরিচালনায় ব্যাঘাত হয় না। ১ বিধির ব্যাখ্যা কালে যাহা বলা হইয়াছে, এই বিধি সম্বন্ধে তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(৩) যে স্থলে রাজকীয় কার্য্যকারকের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময় থাকে, সে স্থলে আত্মরক্ষার অধিকার হয় না। আমাদের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার ভার শাসনকর্ত্তাগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; যে স্থলে তাঁহাদের দ্বারা শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা হইতে

পারে, সে স্থলে স্বয়ং বলপূর্ব্বক নিজের স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। আমাদের দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায়ই হইয়া থাকে। হাঙ্গামা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে আত্মরক্ষার অধিকার অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জবাব দেন। সে জবাব সঙ্গত কিনা, স্থির করিবার জন্য জানা প্রয়োজন যে, আত্মরক্ষার জন্য বল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন রাজকীয় কর্ম্মচারীর আশ্রয় লইবার সময় ছিল কি না। আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময় থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ নিজ সম্পত্তি কি শরীর রক্ষার জন্য হাঙ্গামা করে, তাহা হইলে সে এ অধিকার পাইবার যোগ্য হয় না।

(৪) আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণ অপকার করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক অপকার করা বৈধ নহে। যদি কোন ব্যক্তি অপর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে আবশ্যক মত বল প্রকাশ দ্বারা আক্রমণকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য চেষ্টা করিবার অধিকার তাহার আছে সত্য, কিন্তু যতটুকু বল প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহাই প্রকাশ করা উচিত। আক্রমণকারীকে নিরস্ত করার পরও যদি তাহার উপর অত্যাচার করা যায়, তাহা হইলে আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমণকারীর স্থানীয় হইয়া উঠে, এবং সে অবস্থায় দণ্ড পাইবার যোগ্য হয়। আত্মরক্ষার জন্য কি পরিমাণ বল প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার নির্ণয় অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে।

আত্মরক্ষার অধিকারের আশ্রয় লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রমাণের ভার। প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইনের ১০৫ ধারার বিধান দ্বারা আসামীকে

এই ভার দেওয়া হইয়াছে :—নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় প্রমাণ করিতে হয়। (১) আসামীর উপর যে অবস্থায় আক্রমণ করা হইয়াছিল, সে অবস্থায় বল প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন ছিল; (২) আসামী যদি বল প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে তাহার উপর অত্যাচার নিশ্চয়ই হইত; (৩) কোন রাজকীয় কর্ম্মচারীর আশ্রয় গ্রহণের সময় ছিল না, (৪) যে বিপদ নিবারণ জন্য আত্মরক্ষার অধিকার পরিচালনা করা প্রয়োজন, তাহা ইচ্ছা করিয়া ঘটনা করা হয় নাই; (৫) যতটুকু বল প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কয়েকটী বিষয় প্রমাণ না করিতে পারিলে ৯৬ ধারার আশ্রয় পাওয়া দুষ্কর।

যে সকল অপরাধের কার্য্য দ্বারা নিজের কি অপর ব্যক্তির শরীরের হানি হয়, কিংবা হানি হইবার সম্ভাবনা ঘটে; সেই সকল কার্য্য নিবারণের অধিকার সকল ব্যক্তিরই আছে। সম্পত্তি সম্বন্ধে আত্মরক্ষার অধিকার স্বতন্ত্র রূপ। অপরাধ বিশেষে এই অধিকার জন্মে। যদি কেহ স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে চৌর্য্য, দস্যুতা, অপকার কিংবা অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে, কি করিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি রক্ষার্থে তাহার অধিকারী কিংবা অন্য ব্যক্তি এই অধিকার পরিচালনা করিতে পারেন; এতদ্ভিন্ন অন্য অপরাধ করিলে এ অধিকার জন্মে না। ইত্যগ্রে বলা হইয়াছে যে, বিকৃতমনা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি আইনানুসারে অপরাধ করিতে সক্ষম বলিয়া পরিগণ্য নহে। এ শ্রেণীর ব্যক্তি যদি শরীর ও সম্পত্তির অনিষ্টকর কোন কার্য্য করে, কি করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহা নিবারণ জন্য আত্মরক্ষার অধিকার পরিচালিত

হইতে পারে। যেমন একজন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি আমার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইলে, আমি নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারি, তদ্রূপ একজন ক্ষিপ্ত ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য তাহার প্রাণনাশ করিতে পারি, তাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই বলিয়া আমার আত্মরক্ষার অধিকার নষ্ট হয় না। এই আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আত্মরক্ষার অধিকারী ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় আক্রমণকারী ব্যক্তির কতদূর হানি করিতে পারে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

শরীর রক্ষার্থে নিম্নলিখিত অবস্থায় আক্রমণকারীর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে।

(১) যদি আক্রমণকারীর কার্য্য দ্বারা প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়।

(২) যদি আক্রমণকারীর কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা হয়।

(৩) যদি আক্রমণকারী বলাৎকার করিতে উদ্যত হয়।

(৪) যদি আক্রমণকারী অস্বাভাবিক কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করে।

(৫) যদি মনুষ্য চুরি, কি মনুষ্য হরণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করা হয়।

(৬) যদি অন্যায় মতে কয়েদ রাখিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করা হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির মনে সঙ্গত মত আশঙ্কা হয় যে, সে আত্মরক্ষার জন্য কোন রাজকীয় কর্ম্মচারীর আশ্রয় পাইবে না। এই ছয় প্রকার অবস্থায় নিজের পরিত্রাণের জন্য আক্রমণকারীর প্রাণনাশ করিলেও দণ্ডভাগী হইতে হয় না। ১০০ ধারায় এই বিধান। ৯৯ ধারায় লিখিত নিষেধ গুলির প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া এই অধিকার পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। এই ছয়টী অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় শরীর রক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে গুরুতর পীড়া দিলে কিংবা অন্য রকমে তাহার অপকার করিলে আইন গর্হিত কার্য্য করা হয় না। কিন্তু সকল অবস্থায় এই অধিকার পরিচালনা করা যাইতে পারে না। ইহার উদ্ভবের ও বিলোপের কাল আইন দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। যে সময়ে অপরের অবৈধ কার্য্য দ্বারা শরীরের হানি হইবে, এইরূপ আশঙ্কা-সঙ্গত কারণ মূলে মনে উদয় হয়, সেই সময়ে আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে এবং যতক্ষণ ঐ প্রকার আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ এই অধিকার বিলুপ্ত হয় না। যে কারণে এই আশঙ্কার উদয় হয়, তাহা সঙ্গত কিনা, ইহা অবস্থা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি একশত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া তোমাকে ভয় দেখায় যে, লাঠি মারিয়া তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে, তাহা হইলে তুমি গুলি মারিয়া তাহার হাত ভাঙ্গিয়া দিবে কি ? আইন কর্ত্তাগণ বলেন যে, এ অবস্থায় ভীত হওয়া উচিত নহে। কাজেই এ অবস্থায় তোমার আত্মরক্ষার অধিকার জন্মিবে না।

সম্পত্তি রক্ষার জন্যও কোন কোন অবস্থায় অপরাধী ব্যক্তির প্রাণনাশ করা যাইতে পারে :—যদি কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করে, কি করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণনাশ করিলেও অপরাধী হইতে হইবে না। (১) দস্যুতা ; (২) রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ ; (৩) বসবাসের কি সম্পত্তি রাখিবার ঘর, তাম্বু কিংবা নৌকা প্রভৃতি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা ; (৪) আত্মরক্ষার অধিকার পরিচালিত

না হইলে যে চৌর্য্য, অপকার কিংবা পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ দ্বারা প্রাণহানির অথবা গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা জন্মে। এতদ্ভিন্ন, চৌর্য্য, অপকার কিংবা অনধিকার প্রবেশ অপরাধ নিবারণ জন্য অন্যায়কারীর প্রাণনাশ ভিন্ন অন্য সকল প্রকার অপকার করা যাইতে পারে। যে সময়ে সম্পত্তির বিপদাশঙ্কা হয়, সেই সময়ে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার জন্মে। (ক) চুরি অপরাধ হইলে, চোর যতক্ষণ সম্পত্তি লইয়া পলায়ন না করে, কিংবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়া যায়, অথবা অপহৃত দ্রব্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্ধার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার থাকে। (খ) দস্যুতা অপরাধ হইলে, যতক্ষণ অপরাধকারী কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে, কি পীড়া দেয়, কি অবরোধ করে, অথবা তাহার উদ্যোগ করে কিম্বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অকস্মাৎ প্রাণনাশ হইবার কি পীড়া পাইবার অথবা অবরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে, ততক্ষণ সম্পত্তি রক্ষার অধিকার বর্ত্তমান থাকে।

(গ) অনধিকার প্রবেশ কি অপকার করার অপরাধ হইলে, যতক্ষণ অপরাধকারী ঐ অপরাধ করিতে থাকে, ততক্ষণ এই অধিকার নষ্ট হয় না।

(ঘ) রাত্রকালে পরগৃহ প্রবেশ অপরাধ হইলে, যতক্ষণ অপরাধকারী পরগৃহে থাকে, ততক্ষণ সম্পত্তি রক্ষার অধিকার থাকে।

আত্মরক্ষার অধিকার অতীব মঙ্গলকর। ইহার সঙ্গত পরিচালনায় কোন প্রকার বাধা না জন্মে, এই জন্য আইনকর্ত্তাগণ বিধান করিয়াছেন যে, যে কার্য্যের দ্বারা প্রাণনাশের

আশঙ্কা হয়, সে কার্য্য নিবারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার সম্যক্‌ভাবে পরিচালনা করিতে গিয়া যদি নিরপরাধী কোন ব্যক্তির হানি হয়, তাহা হইলেও অন্যায় হইবে না। শ্যামের প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি লোক তাহাকে আক্রমণ করিল। গুলি করিয়া আক্রমণকারীদিগকে নিবৃত্ত না করিলে শ্যামের প্রাণরক্ষার উপায় নাই, কিন্তু আক্রমণকারীদের নিকটে কতকগুলি বালক দাঁড়াইয়া আছে। গুলি করিলে হয়ত তাহারা হত কিংবা আহত হইবে, এ অবস্থায় শ্যাম যদি গুলি করে এবং তাহার গুলিতে যদি কোন বালক হত হয়, তাহা হইলেও সে অপরাধী হইবে না।

অপরাধের সহায়তা।

অপরাধী ব্যক্তিদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মুখ্যাপরাধী এবং সহায়তাকারী। মুখ্যাপরাধীদিগকেও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) যাহারা স্বয়ং অপরাধ করে, (২) অপরাধ করিবার সময়ে অপরাধ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া যাহারা অপরাধ কারীকে সাহায্য করে। শেষোক্ত শ্রেণীর অপরাধীকে আমাদের দেশের আইনকর্ত্তাগণ "সহায়তাকারী" বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহারা অপরাধ করিবার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া সহায়তা করে বলিয়া তাহাদিগকে মুখ্যাপরাধীর শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে এবং দণ্ডবিধি আইনের ১১৪ ধারা অনুসারে তাহারা মুখ্যাপরাধী

বলিয়া গণ্য হয়। সহায়তাকারীদিগকেও দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—(১) যাহারা অপরাধ করিবার সময়ে কিংবা তাহার পূর্ব্বে অপরাধের স্থানে উপস্থিত না থাকিয়া মুখ্যাপরাধীর কার্য্যের সহায়তা করে; (২) যাহারা অপরাধ করা হইলে পরে আশ্রয় দিয়া কিংবা অপরাধের প্রমাণ নষ্ট কিংবা গোপন করিয়া অথবা অপরাধ সম্বন্ধে সংবাদ না দিয়া কিংবা মিথ্যা সংবাদ দিয়া অপরাধী ব্যক্তির সাহায্য করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সহায়তাকারীগণকে আমাদের আইনকর্ত্তাগণ 'সহায়তাকারী' আখ্যা প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাহাদের কার্য্যের জন্য তাহারা আইনানুসারে দায়িক এবং অবস্থা বিবেচনায় তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই উভয়বিধ সহায়তা অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিব।

আইন-নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে অপরাধ হয়, অপরাধের সহায়তা করিলেও অপরাধ হয়, আবার অপরাধের সহায়তার সাহায্য করিলেও অপরাধ হয়। সহায়তা কাহাকে বলে, কত রকমে সহায়তা করা যাইতে পারে, এবং কোন প্রকার সহায়তার জন্য কি রকম শাস্তি পাইতে হয়, তাহা দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ হইতে ১২০ ধারায় লিখিত হইয়াছে। ১০৭ ও ১০৮ ধারা পাঠে বুঝা যায় যে—

(১) যদি কোন ব্যক্তিকে অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়,

(২) অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যদি কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই কুমন্ত্রণা ক্রমে কোন প্রকার অবৈধ

কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় কিংবা বৈধ কার্য্য করণে বিরত হওয়া যায়; অথবা—

(৩) জ্ঞান পূর্ব্বক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিংবা বৈধ কার্য্য করণে বিরত হইয়া যদি কোন অপরাধের কার্য্য করিতে সাহায্য করা যায়, তাহা হইলে আইনানুসারে সহায়-তার অপরাধ হয়।

এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীতি হইবে যে, অপ-রাধ করিবার পরে অপরাধী ব্যক্তির কোন প্রকার সাহায্য করিলে তাহা দণ্ডবিধি আইনানুসারে 'সহায়তা' বলিয়া গণ্য হয় না। তাহা স্বতন্ত্র অপরাধ বলিয়া গণ্য এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র দণ্ডের বিধান আছে। এই শ্রেণীর অপরাধের বিষয় আমরা এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে উল্লেখ করিব। সহায়তা-কারীর বিচার প্রণালী সম্বন্ধে এইস্থলে পাঠককে জানান উচিত যে, মুখ্যাপরাধীর বিচার হইবার অগ্রে কি পরে সহায়তাকারীর বিচার হইতে পারে, এমন কি মুখ্যাপরাধী নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলেও সহায়তাকারীর বিচারে কোন বাধা হয় না।

মুখ্য অপরাধকারী ও তাহার সহায়তাকারী প্রায় সকল অবস্থাতেই তুল্যরূপ দোষী এবং সমান দণ্ড প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় তাহাদের দোষের ভিন্নভেদ হয়; সে অবস্থাগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

(১) আমরা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি যে, সাত বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশু, বিকৃতমনা ব্যক্তি এবং নেশায় বিহ্বল জ্ঞানশূন্য লোক তাহাদের কার্য্যের জন্য দায়িক নহে, তাহাদের কৃত অনিষ্টজনক কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। আইনানুসারে

এই সকল ব্যক্তি যদিচ অপরাধ করিতে অক্ষম, তথাপি তাহাদিগকে কোন অপরাধজনক কার্য্য করিতে যদি কেহ প্রবৃত্তি দেয় কিংবা উত্তেজনা করে, তাহা হইলে প্রবৃত্তিদাতা নিরপরাধী হয় না, তাহার কার্য্য সহায়তার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। রাম নিদ্রিত আছে, দেখিয়া যদু নামক পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটী শিশুর হস্তে শ্যাম একখানি ক্ষুর দিয়া বলিল "বাবা যদু এই ক্ষুর খানি রামের গলায় দিয়া টান দাও"। যদু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, সে জানে না যে, ক্ষুর দিয়া গলা কাটিলে মানুষ মরিয়া যায় এবং এ প্রকার কার্য্য করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়; সে শ্যামের কথাক্রমে ক্ষুর দিয়া রামের গলা কাটিয়া দিল এবং সেই আঘাতে রামের মৃত্যু হইল। এই খুনের জন্য যদু অপরাধী হইবে না সত্য, কিন্তু শ্যাম জ্ঞানকৃত বধ অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করিতে কাহাকে প্রবৃত্তি দেয় কিংবা উত্তেজনা করে, কিন্তু ঐ উত্তেজনা মতে কার্য্য না হয়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তিদাতা আইনানুসারে সহায়তা অপরাধে অপরাধী হইবে। রামকে বধ করিবার জন্য শ্যাম যদুকে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু যদু তাহা করিতে সম্মত হয় না, এ অবস্থাতেও শ্যাম জ্ঞানকৃত বধের সহায়তার অপরাধী হইবে।

(৩) যদি অপরাধ বিশেষ করাইবার উদ্দেশে কোন কার্য্যের সহায়তা করা যায়, কিন্তু যে ফল না হইলে আইনানুসারে সেই অপরাধ হয় না, সেই ফলের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলেও যে অপরাধ করাইবার উদ্দেশে সহায়তা করা হইয়াছিল, সেই অপরাধের সহায়তা করা হইয়াছে বলিতে হইবে। রামের

প্রাণনাশ করিবার জন্য যদুকে শ্যাম প্রবৃত্তি দেওয়ায়, যদু খড়্গ দ্বারা রামকে আঘাত করে, কিন্তু সে আঘাতে রামের মৃত্যু হয় না, এ অবস্থায় শ্যাম জ্ঞানকৃত বধের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

(৪) যে কার্য্যের সহায়তা করা যায়, যদি সে কার্য্য না হইয়া অন্য কার্য্য কৃত হয়, তাহা হইলে সহায়তাকারী তজ্জন্যও অপরাধী হইবে। কিন্তু ঐ কার্য্য সহায়তার সম্ভাবিত ফল এবং সহায়তার কারণে হওয়া প্রয়োজন। রামকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে শ্যাম যদুর হস্তে বিষ দিয়া বলে যে, 'যদু তুমি এই বিষ রামের খাদ্য দ্রব্যে মিশাইয়া দিবে'। যদু সেই উত্তেজনা মতে বিষ লইয়া ভুল ক্রমে হরির খাদ্য দ্রব্যে মিশাইয়া দেয় এবং বিষ পানে হরির মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় হরির খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইবার প্রবৃত্তি দিলে শ্যাম যেরূপ অপরাধী হইত, তদ্রূপ অপরাধী হইবে, অর্থাৎ হরির বধের সহায়তা করার জন্য শ্যাম দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু যদি যদু রামের খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইতে গিয়া তাহার ঘর হইতে কোন জিনিস চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে শ্যাম চুরির সহায়তার অপরাধী হইবে না, কেন না চুরি-করা বিষ দানের সম্ভাবিত ফল নহে।

(৫) যে অপরাধের সহায়তা করা যায়, যদি তদতিরিক্ত অন্য কোন অপরাধ কৃত হয় এবং সেই অতিরিক্ত অপরাধ যদি সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয়, তাহা হইলে সহায়তাকারী উভয় অপরাধের সহায়তার জন্য দণ্ডনীয় হইবে। শ্যামের মাল ক্রোক করিবার জন্য আদালতের আদেশ ক্রমে যদু শ্যামের বাড়ীতে যায়। যদুকে বাধা দিবার জন্য শ্যাম রামকে বলে। রাম তদনু-

সা... বাধা দেয় এবং সেই সঙ্গে যদুকে পীড়া দেয়।
...স্থ কর... যদিচ ...ল বাধা দেওয়ার সহায়তা করিয়াছে
...র সহায়তার অপরাধী হইবে অর্থাৎ সে
...র সহায়তাকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

...মন্ত্রণা অনুসারে কোন কার্য্য হয়, তাহা হইলে
...রাধ করে, তাহার সহিত সহায়তাকারী অপরাধের
...না করিলেও, কেবল কুমন্ত্রণায় লিপ্ত ছিল বলিয়া
সহায়তাকরার অপরাধী হইবে। হরিকে বধ করিবার জন্য
শ্যাম ও রাম পরামর্শ করে ও স্থির হয় যে শ্যাম হরিকে বিষ
খাওয়াইবে। রাম এই মন্ত্রণার কথা যদুকে বলে, কিন্তু শ্যাম
যে বিষ খাওয়াইবে, এ কথা প্রকাশ করে না; কেবল মাত্র বলে
যে, একজন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ খাওয়াইবে। যদু এই পরামর্শে
সম্মত হইয়া বিষ আনিয়া রামকে দেয় এবং রাম সেই বিষ
শ্যামকে দেয় ও শ্যাম তাহা খাওয়াইয়া হরিকে বধ করে। এস্থলে
যদিচ যদুর সহিত শ্যামের মন্ত্রণা হয় নাই, তথাপি যদু শ্যামের
জ্ঞানকৃত বধ অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে।

(৭) বিশেষ কোন ফল হইবার অভিপ্রায়ে যদি কোন
কার্য্যের সহায়তা করা যায় এবং সেই কার্য্য দ্বারা অভিপ্রেত ফল
ভিন্ন অন্য ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য সহায়তাকারী
দায়িক হইবেক। কিন্তু ঐ কার্য্য দ্বারা ঐ ফলের উৎপত্তি হইবার
সম্ভাবনা আছে, সহায়তাকারীর এ প্রকার জ্ঞান থাকা প্রয়ো-
জন। যদুকে গুরুতর পীড়া দিবার জন্য শ্যাম রামকে প্রবৃত্তি
দেয়। রাম তদনুসারে যদুকে গুরুতর পীড়া দেয়। তাহাতে
যদুর প্রাণ নষ্ট হয়। এ অবস্থায় যদি শ্যাম জানিত যে গুরুতর

পীড়া দিলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সে [illegible] অপরাধের দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

(৮) সহায়তাকারী নিজের অভিপ্রায় [illegible] জন্য দায়ী। সহায়তাকারী যে অভিপ্রায়ে কোন অপরাধের সহায়তা করে, মুখ্য অপরাধী যদি অন্য অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য করে, তাহা হইলেও সহায়তাকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞানমতে ঐ কার্য্য হইয়াছে মনে করিয়া তাহার দণ্ডবিধান হইবে।

(৯) অপরাধ করিবার সময়ে যদি সহায়তাকারী উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে সে মুখ্য অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে। যে যে অবস্থায় সহায়তাকারীর যেরূপ অপরাধ হয়, তাহা উপরে কথিত হইল। এইক্ষণে তাহার দণ্ডের বিষয় পাঠকের গোচর করিতেছি। ১০৯ ধারার বিধান এই যে, যদি সহায়তা অপরাধের দণ্ড বিষয়ে বিশেষ কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে মূল অপরাধের যে দণ্ড, সহায়তারও সেই দণ্ড। যদি কোন অপরাধের সহায়তা করা যায়, কিন্তু সেই অপরাধ কৃত না হয়, তাহা হইলে সহায়তাকারী যে প্রকার দণ্ড পাইবে, তাহা ১১৫ ও ১১৬ ধারায় উক্ত হইয়াছে। কোন অপরাধ করিবার মন্ত্রণা যে যে অবস্থায় গোপন করিলে সেই অপরাধের সহায়তা করা হয় এবং তজ্জন্য যে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়, তাহা ১১৮—১২০ ধারায় লিখিত হইয়াছে।

পাঠক অবগত হইয়াছেন যে, অপরাধ করা হইলে পরে যাহারা অপরাধীকে আশ্রয়াদি দিয়া সাহায্য করে, তাহারা দণ্ডবিধি আইনানুসারে সহায়তাকারী নহে। ইংলণ্ড দেশের আইনমতে এরূপ অপরাধীগণও সহায়তাকারী বলিয়া গণ্য। দণ্ড-

বিধি আইনের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে এই প্রকার অপরাধের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠককে সহজে বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই প্রকার অপরাধগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

(ক) অপরাধী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া।

(১) রাজার বন্দী কিংবা যুদ্ধে ধৃত কয়েদীকে আশ্রয় দিলে, দণ্ডবিধি আইনের ১৩০ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। আইনের চক্ষে এটী বড় গুরুতর অপরাধ, ইহার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে।

(২) ভারতেশ্বরীর পল্টন কি যুদ্ধ যাহাজ সম্বন্ধীয় কোন পলাতকা কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দিলে ১৩৬ ধারার লিখিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

(৩) যদি জ্ঞান পূর্ব্বক কোন অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে ২১২ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

(৪) কোন পলাতকা কয়েদীকে কিংবা যাহাকে ধৃত করিবার আদেশ হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় দিলে ২১৬ ধারার লিখিত অপরাধ হয়।

(খ) অপরাধের প্রমাণাদি গোপন অথবা নষ্ট করা।

(১) যদি কোন অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার কৃত অপরাধের প্রমাণ গোপন কি নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ২০১ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

শ্যাম যদুকে খুন করিয়াছে। শ্যামকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাম যদি যদুর মৃত দেহ পোড়াইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করে। কিন্তু শ্যাম নিজে যদি যদুর মৃত দেহ পোড়াইয়া ফেলে,তাহা হইলে সে এ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে না। অপরাধী কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের কার্য্য সম্বন্ধে এ ধারা প্রয়োগ করা যায় না। নিজের অপরাধ প্রমাণিত না হয়, এইঅভিপ্রায়ে যদি কেহ প্রমাণাদি গোপন করে, কি প্রমাণ উপস্থিত না করে, কিংবা ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ দেয় অথবা অপর ব্যক্তিকে দোষী করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে দণ্ডবিধি আইনের কোন ধারা অনুসারে দোষী হয় না। ২০১ ধারায় নানা প্রকার দণ্ডের বিধান আছে। যে অপরাধের প্রমাণ গোপন কি নষ্ট করা যায়, সেই অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় দণ্ড বিধান করা হইয়াছে।

(২) বিচারালয়ে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার না হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে কোন দলিল নষ্ট কি পাঠের অযোগ্য করিলে ২০৪ ধারার অপরাধ হয়।

(গ) অপরাধ ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ না দেওয়া কিংবা মিথ্যা সংবাদ দেওয়া।

(১) অপরাধ ঘটনার সংবাদ দিতে আইনানুসারে বাধ্য থাকা স্থলে যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক অপরাধ ঘটনার সংবাদ না দেয়, তাহা হইলে সে ২০২ ধারার অপরাধ করে।

(২) অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ অপরাধ ঘটনা সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দেয়, তাহা হইলে সে ২০১ ধারার অপরাধ করে।

(৩) যদি কেহ কোন অপরাধ ঘটনা সম্বন্ধে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ দেয়, তাহা হইলে সে ২০৩ ধারার অপরাধ করে।

(ঘ) অপরাধীর সাহায্যার্থে অবৈধ কার্য্য করা কিংবা বৈধ কার্য্যকরণে বিরত হওয়া।

(১) অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি কেহ কোন পারিতোষিক গ্রহণ করে, তাহা হইলে ২১৩ ধারার অপরাধ করে। ঐ অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে পারিতোষিক প্রদান করে, তাহা হইলে সে ২১৪ ধারার অপরাধ করে।

(২) যদি অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী আইনের বিধি অমান্য করে, তাহা হইলে সে ২১৭ ধারার অপরাধ করে।

(৩) অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কোন নথি মিথ্যা করিয়া প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে ২১৮ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হয়।

(৪) আইনানুসারে ধৃত হইবার যোগ্য ব্যক্তিকে যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার না করে, কিংবা তাহার পলায়নের সহায়তা করে, তাহা হইলে সে ২২১ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হয়।

(৫) যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী কোন দণ্ডপ্রাপ্ত কিম্বা হাজতে অর্পিত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে ত্রুটী করে কিম্বা তাহার পলায়নের সাহায্য করে, তাহা হইলে সে ২২২ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হয়। যদি তাহাকে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে দেয়, তাহা হইলে ২২৩ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হয়।

(৬) অপরাধী ব্যক্তির গ্রেপ্তারে বাধা দিলে কিম্বা গ্রেপ্তার

হইতে ছিনাইয়া লইলে ২২৫ ও ২২৫ (খ) ধারার লিখিত অপরাধ করা হয়।

(৭) রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া যদি ২২১,২২২ ও ২২৩ ধারার লিখিত অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় আইনানুসারে ধৃত হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করে, কিম্বা অবরোধ হইতে পলাইতে দেয়, তাহা হইলে ২২৫ (ক) ধারার অপরাধ করে।

অপরাধ করিবার উদ্যোগ।

অপরাধের সহায়তার বিষয় বলা হইল, এইক্ষণে যে কার্য্য করিলে অপরাধের উদ্যোগ করা হয়, তাহা পাঠকের গোচর করিতেছি। অপরাধ করিবার উদ্যোগ কাহাকে বলে, তাহা দণ্ডবিধি আইনে স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। ইংলণ্ড দেশের আইনে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে এবং আমাদের দেশের হাইকোর্টের বিচারকগণ ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম আমরা এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিব। দণ্ডবিধি আইনের ৫১১ ধারায় অপরাধ করিবার উদ্যোগ সম্বন্ধে সাধারণ বিধান আছে। কোন কোন ধারায় অপরাধ বিশেষের উদ্যোগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। ৫১১ ধারাটী এই "দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, এরূপ কোন অপরাধ করিতে কি করাইতে যদি কেহ উদ্যোগ করে ও সেই উদ্যোগে ঐ অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করে এবং যদি এ প্রকার উদ্যোগের জন্য এই আইনে স্পষ্ট কোন দণ্ড বিধান না থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধের জন্য

অত্যধিক যতকাল যে প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি কয়েদ হইবার বিধি থাকে, তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সেই প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবে, কিংবা ঐ অপরাধের জন্য যত অর্থদণ্ডের বিধান হইয়াছে, তাহার তত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।" কয়েকটী গুরুতর অপরাধের উদ্যোগের জন্য পৃথকরূপে দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। ৩০৭ ধারায় জ্ঞানকৃত বধের উদ্যোগের দণ্ড লিখিত হইয়াছে। ঐ ধারার মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ খুন করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হইতে পারে। যদি কেহ জ্ঞানকৃত বধের উদ্যোগ করিতে গিয়া কোন ব্যক্তিকে পীড়া দেয়, তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে। আবার যদি এই প্রকার অপরাধী ব্যক্তি পূর্ব্বে কখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে। ৩০৮ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধের উদ্যোগের জন্য তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হইতে পারে। কিন্তু যদি এই প্রকার অপরাধ করিতে গিয়া কাহাকে পীড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হইতে পারিবে। কেহ যদি আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ৩০৯ ধারা অনুসারে সে বিনা পরিশ্রমে এক বৎসরের অনধিক কাল কারাবাস দণ্ড পাইবে। আত্মহত্যার উদ্যোগ সম্বন্ধে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য; আত্মঘাতী হইবার ইচ্ছা করিলেই এ ধারার লিখিত অপরাধ করা হয় না। আত্মঘাতী হইবার অভিপ্রায়ে কার্য্য বিশেষের

অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। রমাকা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আত্মঘাতী হইবার অভিপ্রায়ে একটী কূয়া পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে কূয়ায় পড়িবার উদ্যোগ করার পূর্ব্বেই তাহাকে এক ব্যক্তি আটক করে। এই কার্য্যের জন্য তাহার ৩০৯ ধারা অনুসারে দণ্ড হয়। মহামান্য মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজগণ তাহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দেন যে, যদিচ আত্মঘাতী হইবার ইচ্ছা তাহার ছিল এবং সে তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তথাপি সে আত্মহত্যার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে কোন কার্য্য করে নাই, তাহাকে না ধরিলে হয়ত সে কূয়ার ধার হইতেই ফিরিয়া আসিত, সে যে নিশ্চয় কূয়ায় পড়িত, তাহা বলা যায় না, এ প্রকার অবস্থায় তাহাকে দোষী করা সঙ্গত নহে।* দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করিলে ৩৯৩ ধারা অনুসারে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হইতে পারে। ৩৯৯ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, যদি কেহ ডাকাইতি করিবার অভিপ্রায় কোন প্রকার আয়োজন করে, তাহা হইলে সে ১০ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারে। অপরাধের উদ্যোগ সম্বন্ধে অন্যান্য ধারায় যে প্রকার বিধান আছে, তাহা হইতে এই ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্র। এ ধারায় 'উদ্যোগ' শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া অনুমান হয় যে, ডাকাইতি নিবারণার্থে আইনকর্ত্তাগণ বিশেষরূপ চেষ্টিত ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা এ প্রকার কঠোর বিধান সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ডাকাইতি করিবার অভিপ্রায়ে

* ভারতেশ্বরী বঃ রমাকা ই, ল, রি, ৮ মান্দ্রাজ ৫পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যদি কেহ লোকজন একত্রিত করে কিংবা অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে, তাহা হইলে সে এই ধারা অনুসারে দোষী হইবে, কিন্তু অন্য কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেবলমাত্র আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে আইনানুসারে দোষী হইতে হয় না। আমরা যে কয়েকটী ধারার উল্লেখ করিলাম, তাহার কোনটীতে অপরাধের উদ্যোগের ব্যাখ্যা নাই, সকল গুলিতেই কেবল মাত্র দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। অপরাধের উদ্যোগ কাহাকে বলে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

অপরাধ করিতে হইলে তিনটী বিষয় আবশ্যক। (১) অপরাধ করিবার ইচ্ছা; (২) অপরাধ করিবার আয়োজন এবং (৩) আয়োজনান্তে অপরাধ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশে কার্য্য। এই তিনটী বিষয়ের কোনটীর অভাব হইলে অপরাধের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কেবলমাত্র অপরাধ করিবার ইচ্ছা করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। এ বিষয়ে ধর্ম্মনীতির ব্যবস্থার সহিত ব্যবহারনীতির ব্যবস্থার মিল নাই। ধর্ম্মনীতি অনুসারে অপরাধ করিবার ইচ্ছা করিলেই অপরাধ করা হয়। জগতপূজ্য যীশুখৃষ্টের অমোঘ বাক্য এই যে, "যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামুক হইয়া দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে সে ব্যভিচার পাপে পাতকী হয়"। কিন্তু আইনকর্ত্তা-গণ বলেন যে, কেবল অপরাধ করিবার ইচ্ছা করিলেই আইনানু সারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে না। এ ব্যবস্থা অন্যায় বলিতে পারি না। ঈশ্বরের নিকটে আমরা অন্তরের কুইচ্ছার জন্য দায়িক, কিন্তু রাজার নিকটে আমরা কেবল নিজকৃত অনিষ্টকর কার্য্যের জন্য দায়িক, তজ্জন্য কুইচ্ছা আছে বলিয়া আইনের

চক্ষে আমরা অপরাধী হই না। অপরাধ করিবার ইচ্ছার সহিত যদি অপরাধ করিবার আয়োজন হয়, অর্থাৎ যদি উপরের কথিত (১) ও (২) বিষয়টী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও অনেক সময়ে অপরাধ হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে, কেবল ইচ্ছা ও আয়োজন বর্ত্তমান থাকিলেই ডাকাইতি করিবার উদ্যোগের অপরাধ সম্পূর্ণ হয়। যদি (১) ও (২) বিষয়ের সহিত (৩) বিষয়টীর যোগ হয়, অর্থাৎ যদি অপরাধ করিবার ইচ্ছা, ও অপরাধ করিবার আয়োজন এবং আয়োজনান্তে অপরাধ সম্পন্ন করিবার চেষ্টা ও কার্য্য হয়, তাহা হইলে অপরাধ হয়। অপরাধ সম্পন্ন করিবার চেষ্টা সফল হইলে, অপরাধ করা হইয়াছে বলা যায়, আর যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ প্রকার চেষ্টা কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, অপরাধ করিবার উদ্যোগ করা হইয়াছে। ৫১১ ধারাটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, উপরের লিখিত তিনটী বিষয়ই ইহার অন্তর্গত, কেবল মাত্র তৃতীয় বিষয়টী অঙ্গহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কেবল ইচ্ছা ও আয়োজন করিলে ৫১১ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। আয়োজনান্তে অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কার্য্য করা আবশ্যক। আমাদের কথাগুলি হয়ত তত বোধ-সুলভ নহে। তজ্জন্য উদাহরণ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। রামের সহিত শ্যামের শত্রুতা আছে। শ্যাম ভাবিল যে, রাম বাঁচিয়া থাকিলে তাহার নানা রকমে অনিষ্ট হইবে, তজ্জন্য সে ইচ্ছা করিল যে, রামকে খুন করিয়া নিষ্কণ্টক হইব। শ্যামের মনে খুন করিবার ইচ্ছা হইল বলিয়া কি সে আইনানুসারে অপরাধী হইবে? এ প্রকার ইচ্ছা যতই গর্হিত হউক না কেন,

ইহার জন্য কেহ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় না। এ প্রকার ইচ্ছা দমনের জন্য আইনে কোন ব্যবস্থা নাই। ক্রমে শ্যামের ঐ ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। সে রামকে খুন করিবার অভি-প্রায়ে বাজার হইতে বন্দুক, বারুদ ও গুলি খরিদ করিয়া আনিল। ইহাতেও কি শ্যামের অপরাধ হইবে না? আইন-কর্ত্তাগণ বলেন যে, বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি খরিদ করা খুনের আয়োজন বটে, কিন্তু শুদ্ধ এ প্রকার আয়োজন করিলে কেহ আইনানুসারে অপরাধী হয় না। উপরে যে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটী এ স্থলে বর্ত্তমান আছে, তথাপি শ্যাম দোষী হইবে না। কিন্তু শ্যাম যদি রামকে খুন করিবার ইচ্ছায় বন্দুকে বারুদ ও গুলি পুরিয়া রামকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়ে এবং সেই আঘাতে রামের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে শ্যাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হইবে; কিন্তু যদি ঐ গুলি না লাগিয়া রামের মৃত্যু ঘটনা না হয়, তাহা হইলে শ্যাম জ্ঞানকৃত বধের উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া ৩০৭ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি ক্যাপ না থাকায় রামের কোন হানি না হয়, তাহা হইলে শ্যাম ৫১১ ধারা অনু-সারে দণ্ডনীয় হইবে। বিচারকগণ ৩০৭ ধারা ও ৫১১ ধারার প্রভেদ এইরূপে দেখাইয়াছেন যে, যে কার্য্য দ্বারা প্রাণনষ্ট হইতে পারে, সেই কার্য্য প্রাণনাশ করিবার ইচ্ছায় যদি করা যায়, কিন্তু ঘটনা ক্রমে প্রাণনষ্ট না হয়, তাহা হইলে ৩০৭ ধারার অপরাধ হয়, আর যে কার্য্য দ্বারা প্রাণনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, সে কার্য্য যদি প্রাণনাশ করিবার ইচ্ছায় করা যায়, তাহা হইলে ৫১১ ধারায় অপরাধ হয়। বিষ পানে প্রাণনষ্ট হইতে পারে,

জানিয়া যদি কাহাকে বিষ খাইতে দেওয়া যায়, কিন্তু বিষ খাইয়াও যদি তাহার প্রাণ হানি না হয়, তাহা হইলে ৩০৭ ধারার অপরাধ হয়। বারুদ ও গুলি দ্বারা সজ্জিত বন্দুক যদি ক্যাপ বিহীন হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যদি কেহ কাহারও প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ বন্দুক লক্ষ্য করে ও আওয়াজ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে ৫১১ ধারার অপরাধ করে। আরো দুই একটা উদাহরণ দ্বারা আমরা ৫১১ ধারার মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আসামী রামসরণ চৌবে তাহার ভৃত্য ছেতুকে এক খানি খতের ইষ্টাম্প খরিদ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয় এবং বলে যে, তুমি ইষ্টাম্প বিক্রেতার নিকট 'চোটক' বলিয়া পরিচয় দিও। রামসরণ ঐ সময়ে শিওসরণ নামক অপর এক ব্যক্তিকে বলে যে, তোমাকে এক খানি খত লিখিতে হইবে। গোরক্ষপুর গ্রামে চোটক নামক এক ব্যক্তি ঐ খত সম্পাদন করিবে, এই কথা-ক্রমে শিওসরণ রামসরণের সঙ্গে গোরক্ষপুরে যায়। ছেতু একজন ইষ্টাম্প বিক্রেতার নিকট গিয়া আপনাকে চোটক বলিয়া পরিচয় দিয়া খতের ইষ্টাম্প খরিদ করে। ইষ্টম্পের পৃষ্ঠে খরিদারের নাম চোটক বলিয়া লিখিত হয়। ইষ্টাম্প-বিক্রেতা ঐ সময়ে বুঝিতে পারে যে, ইষ্টাম্প খরিদার প্রকৃত চোটক নহে। সে ছেতুকে গ্রেপ্তার করিয়া মেজেষ্ট্রেটের নিকটে অর্পণ করে। এই অবস্থায় মূল্যবান নিদর্শনপত্র কৃত্রিম করিবার উদ্যোগ করার অপরাধে রামসরণ দণ্ডনীয় হয়। এলাহাবাদ হাই কোর্টের জজগণ রামসরণকে মুক্তি দেন। তাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত কার্য্য করিয়া রামসরণ 'আয়োজন অবস্থা' অতিক্রম

করে নাই। যদি কোন অপরাধ করিবার উদ্দেশে কোন কার্য্য না করা যায় এবং সেই কার্য্য অপরাধ ঘটনা হইবার যোগ্য কার্য্য না হয়, তাহা হইলে ৫১১ ধারার অপরাধ হয় না। * কোন গ্রামে অগ্নিদাহে প্রায়ই লোকের ঘর পুড়িয়া যাইত। এক রাত্রে দেখা গেল যে, দয়াল নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি নেকড়া ও এক খণ্ড জলন্ত কয়লা লুক্কায়িত ভাবে লইয়া যাই-তেছে। ঘরে আগুণ দিবার উদ্যোগ অপরাধে দয়াল অভিযুক্ত হয়। জজ গ্লোভর সাহেব বলেন যে, দয়াল ৫১১ ধারা অনুসারে দোষী, কিন্তু জজ দ্বারিকানাথ মিত্র বলেন যে, যখন গৃহ দগ্ধ করিবার উপলক্ষে সে এরূপ কোন কার্য্য করে নাই, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, সে গৃহদাহ করিবার অভিপ্রায়ে কোন উদ্যো-গের কার্য্য করিয়াছে, তখন তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা সঙ্গত নহে। দয়াল যখন ধৃত হয়, তখন পর্য্যন্ত সে গৃহ দাহন উপলক্ষে কোন কার্য্যই করে নাই। সুতরাং তৎকর্ত্তৃক ৫১১ ধারার অপরাধ হয় নাই। যদি দেখা যাইত যে, আসামী দয়াল গৃহে আগুণ ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ঘরের চাল ভিজা বলিয়া আগুণ ধরিতেছে না, তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী বলা যাইত †। জজ দ্বারকানাথের মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অপরাধের উদ্যোগ কাহাকে বলে, তাহা অনেকগুলি নজিরে ‡ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; কিন্তু সে নজির গুলির

---

* মহারাণী বঃ রামসরণ চৌবে ৪ উঃ রিঃ ৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† মহারাণী বঃ দয়াল ৩ বেঃ লঃ রিঃ ৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

‡ ১। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বঃ উমেশচন্দ্র মিত্র ইঃ লঃ রিঃ ১৬ কলিকাতা ৩১০ পৃঃ।

উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি না। আমরা রীতিমত আইন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, তজ্জন্য আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে আমরা পাঠককে জানাইতেছি যে, আমাদের দেশের আইনে উদ্যোগ সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহা ইংলণ্ডের আইন হইতে পৃথক। দণ্ডবিধি আইনের ৫১১ ধারা ও তাহার উদাহরণ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে,এমত অনেক গুলি কার্য্য আছে, যাহা ইংলণ্ডের আইন অনু-সারে অপরাধের উদ্যোগের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না; কিন্তু আমাদের দেশের আইনানুসারে তাহা এই ধারার অন্তর্গত হয়। আমরা স্বীকার করি যে, উপরে যে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২য় ও ৩য় বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক সময়ে অতীব কঠিন। কোন বিশেষ কার্য্যকে অপরাধ করিবার আয়োজন মাত্র কিংবা আয়োজনান্তে অপরাধ সম্পন্ন করিবার কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে কি না, তাহা সকল সময়েই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাব্যস্ত করা উচিত। আয়ো-জনের সীমা কোথায় শেষ হইল এবং কোথায় অপরাধ সম্পন্ন করিবার কার্য্যের সূত্রপাত বা আরম্ভ হইল, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না সত্য, কিন্তু অপরাধের উদ্যোগ কৃত হইয়াছে কি না, ইহা স্থির করিবার জন্য এই সীমা নির্ণয় করা অতীব প্রয়ো-জনীয়। এই বিষয়টী স্থির হইলেই অপরাধের উদ্যোগ কাহাকে বলে, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

২। দরখাস্তকারী ম্যাক্রে ইঃ লঃ রি ১৫ এলাহাবাদ ১৭৩ পৃঃ।

৩। ভারতেশ্বরী বঃ কালিমান সিং ১৬ এলাহাবাদ ৪০৩ পৃঃ।

প্রধান প্রধান অপরাধের দণ্ডের কথা।

দণ্ডবিধি আইনে যে সমস্ত অপরাধের বিবয় লিখিত আছে, তাহার আভাষ ইত্যগ্রে পাঠককে দিয়াছি। বর্জ্জিত বিধির, অপরাধের সহায়তার ও উদ্যোগের কথার উল্লেখ করিয়াছি। এইক্ষণে প্রধান প্রধান অপরাধের দণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া অন্যান্য ফৌজদারী আইনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দণ্ডবিধি আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজবিদ্রোহিতা ও তৎসংক্রান্ত অপরাধের কথা লিখিত আছে। শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কি তাহার উদ্যোগ অথবা সহায়তা করিলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। যদি কেহ ঐ প্রকার অবৈধ কার্য্যের জন্য লোক কিংবা অস্ত্র শস্ত্রাদি সংগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে। যে সমস্ত বিদেশীয় রাজা ভারতেশ্বরীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কি যুদ্ধের উদ্যোগ অথবা সহায়তা করিলে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে পারে। আমাদের গবর্ণর জেনেরল, গবর্ণর, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কি তাঁহাদের মন্ত্রীসভার কোন সভ্যকে অবৈধ কার্য্য করাইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ ভয় প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হইতে পারে। রাজসম্পর্কীয় কারণে যে বন্দী হইয়াছে কিংবা যুদ্ধে ধৃত হইয়াছে, সে পলাতক হইলে তাহাকে যে আশ্রয় দেয় কিংবা লুকাইয়া রাখে অথবা তাহার গ্রেপ্তারে বাধা দেয়, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ড হইতে পারে। এই অধ্যায়ের ১২৪ (ক) ধারা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। উক্ত ধারার

মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ কোন লিখন, বাক্য, চিহ্ন কিংবা চিত্রাদি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি অভক্তি ভাবের * (Dis affection) উদ্রেক করে কিংবা তদ্রূপ কার্য্যের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে যাবজীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য উচ্ছেদ কিংবা অমান্য করিবার ইচ্ছা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি বিমতি অসম্মতি (Disapprobation) প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে অভক্তি (Disaffection) প্রকাশ হয় না। এই প্রকার অশ্রদ্ধা জন্মাইবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের দোষোল্লেখ করিলে অপরাধ হয় না। বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে যে মকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক মান্যবর শ্রীযুক্ত পেথেরাম সাহেব বলেন যে, লোকের মনে গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য উচ্ছেদ কিংবা অমান্য করিবার ইচ্ছা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রবন্ধ রচনা করে কিংবা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ঐ প্রবন্ধ কিংবা বাক্য দ্বারা ঐ প্রকার মনের ভাবের উদ্রেক না হইলে সে এই ধারা অনুসারে অপরাধী হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে 'কেশরি' সংবাদ-পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাননীয় তিলকের

---

* গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী অনুবাদক মহাশয় Disaffecton শব্দের অভক্তি অর্থ করিয়াছেন বলিয়া আমরা 'অভক্তি' শব্দ ব্যবহার করিলাম। প্রকৃত পক্ষে Disaffection শব্দের অর্থ 'অভক্তি' নহে। বরাট অভিধান অনুসারে ইহার অর্থ অশ্রদ্ধা বিরাগ, বিদ্বেষ, অসন্তোষ। আমরা বোধ করি যে, এস্থলে ইহার অর্থ হইতেছে 'রাজ বিদ্বেষ'।

নামে যে মকদ্দমা হইয়াছিল তাহাতে বম্বে হাইকোর্টের জজ মাণ্ডবর শ্রীমান ষ্ট্রাচী সাহেব এই ধারার অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, Disaffection শব্দের অর্থ 'ভালবাসার অভাব' (Want of affection) *Dis* অর্থ অভাব, affection অর্থ ভালবাসা, কাজেই Disaffection শব্দের অন্ত অর্থ হইতে পারে না। শব্দার্থ বিবেচনা করিলে জজ বাহাদুরের ব্যাখ্যায় কোনও দোষ লক্ষিত হয় না। যাহারা পুস্তক বগলে করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিবার জন্য গমন করে, তাহাদিগকে এই প্রকার শব্দার্থ ধরিয়া ভাষাজ্ঞান প্রদান করা অন্যায় নহে, কিন্তু যাঁহারা বিচারাসনে উপবিষ্ট—যাঁহাদের ভ্রম হইলে লোকের সর্ব্বনাশ হয় অথচ যাঁহারা বর্জ্জিত বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দায়িত্ব হইতে মুক্ত হন, তাঁহারা যদি কেবল শব্দার্থ করিয়া আইনের ব্যাখ্যা করেন, আইন-প্রণেতার উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে লোকের রক্ষার ত উপায় নাই। শুধু শব্দার্থ ধরিয়া অর্থ করিলে অনেক সময়ে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। একটী গল্প মনে হইল। আমাদের একটী বন্ধু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়া 'Midwife' শব্দের মেজোবউ অর্থ করেন। এই চমৎকার অর্থ কোথায় শিখিলেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন যে, Midwife শব্দটী 'যোগরূঢ়ি।' Mid এবং wife এই দুইটী শব্দের যোজনায় ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। Mid অর্থ সহিত বা মধ্য, wife অর্থ স্ত্রী, কাজেই Mid wife শব্দের অর্থ মধ্যমা স্ত্রী বা 'মেজোবউ'। 'রিড' সাহেব কৃত অভিধান পড়িয়া বন্ধুটী বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যোগরূঢ়ি বাক্য বিচ্ছেদকরণে তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় তাঁহার কণ্ঠহার ছিল। তিনি ইষদ্‌হাস্য করিয়া বলিলেন যে, ব্যাকরণের সূত্রাবলম্বন না করিয়া শব্দার্থ করিবার চেষ্টা করা মূর্খের কাজ। বাক্য সংযোজনার প্রতি দৃষ্টি করিলে Mid wife 'সহিত স্ত্রী' অর্থ হইতে পারে, কিন্তু 'সহিত স্ত্রী' অর্থহীন বাক্য, কাজেই Mid wife শব্দের মধ্যমা স্ত্রী বা মেজোবউ অর্থ করিতে হইবে, ধাত্রী অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাষা বিজ্ঞানকে পদদলিত করিতে হয়। বন্ধুর এই অকাট্য তর্কের প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা নীরব হইলাম। ষ্ট্রাচী সাহেব বাহাদুরের ব্যাখ্যাতেও এই প্রকার পাণ্ডিত্য লক্ষিত হইতেছে। আমরা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, এ প্রকার তর্ককে 'অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়' বলা যাইতে পারে। বেচারা অন্ধ গৃহস্থের বাড়ী যাইবার প্রত্যাশায় গোলাঙ্গুল ধরিয়া যে প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যাঁহারা সুধু শব্দার্থ ধরিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা তদ্রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন। বিচারপতি পেথেরাম ও বিচারক ষ্ট্রাচী সাহেব এই ধারার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশুদ্ধ মনে করি না। পেথেরাম সাহেব কতকটা সাবধানতার সহিত নিজমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্ট্রাচী সাহেব আমাদের বিবেচনায় বড়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের প্রতি 'ভালবাসার অভাব' (dis affection) হইলেই এই ধারা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই পর্যান্ত বলিয়াও তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার মতে কোন কোন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদির সমালোচনা করিলেও এই স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট ধারার করাল কবলে পড়িতে হয়। গবর্ণ-

মেন্টের কার্য্যাদির তীব্র সমালোচনা করিলে যে রাজদ্বেষ প্রচার করা হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। নিজকৃত ব্যাখ্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বিচারক মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাঁহার কৃত ব্যাখ্যায় কোন দোষ নাই, বরং তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিলে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাবর্গের উপকার হইবে। আমরা মনে করি যে, তাঁহার কৃত অর্থ প্রকৃত হইলে সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতা বিশেষরূপে সঙ্কুচিত হইবে, কিন্তু তাঁহার ধারণা এই যে, তিনি যে পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত, তাহার অধিক স্বাধীনতা প্রার্থনা করা কোন বিবেচক ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে এবং প্রদান করাও অপরাধযুক্ত দুর্ব্বলতার কার্য্য। (To allow more would be a culpable weakness,)। যদি আইন প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ষ্ট্রাচী মহোদয় এই কথা গুলি বলিতেন, তাহা হইলে আমরা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম যে, পরাধীন জাতিকে সকলে সদয়নেত্রে দেখিতে পারেন না, কিন্তু প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা যাঁহার কার্য্য, আইন সংশোধনেচ্ছার বশবর্ত্তী হওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত নহে। বিচারকগণ ভ্রমে পতিত হইলে দেশের অমঙ্গল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হওয়া অতীব প্রার্থনীয়। ষ্ট্রাচী সাহেব যদি আই-কর্ত্তার অভিপ্রায় জানিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন যে, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে প্রজাপুঞ্জকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করা, বল প্রকাশ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদির বিপক্ষতাচরণ করা এবং গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করাই রাজদ্রোহিতার প্রকৃত লক্ষণ, অসংযত লেখাকে কিংবা অসংবদ্ধ বক্তৃতাকে অথবা তীব্র সমালোচনাকে রাজদ্বেষ বলিয়া অভিহিত করা এই

ধারার উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, আমাদের মতামতে কিছু যায় আসে না। দেশের বিচারকগণ আইনের যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহাই সদর্থ বলিয়া মান্য করিতে হইবে। পাঠক আমাদের কথায় ভুলিবেন না। যত দিন ষ্ট্রাচী সাহেবের মত উচ্চতম বিচারাদালত কর্ত্তৃক ভ্রমাত্মক বলিয়া সাব্যস্ত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা বলিবেন। লেখার কার্য্যটা স্থগিদ রাখিবেন, যদি 'মানস গোলাপফুলে বই লেখা পোকা' প্রবেশ করিয়া নিতান্ত যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলে ঈশপ মহাত্মার কথামালা অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচনা করিবেন কিংবা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতাগণের গ্রন্থ অনুবাদ করিবেন অথবা আমাদের মত তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

দণ্ডবিধি আইনে সপ্তম অধ্যায়ে "পল্টন ও যুদ্ধ-জাহাজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের অপরাধের" দণ্ডবিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ সামরিক (military) আইনের অধীন ব্যক্তিকে যদি কোন ব্যক্তি বিদ্রোহাদি অপরাধ করিতে সহায়তাদি করে, তাহা হইলে ১৩১ হইতে ১৪০ ধারার লিখিত অপরাধের মধ্যে কোন এক অপরাধের জন্য দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এ প্রকার ব্যক্তিকে বিদ্রোহিতা অপরাধ করিতে সহায়তা করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়ে ২০টী ধারা আছে। ১৪১-১৬০ ধারা। ১৪১ ধারায় অবৈধ জনতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আইনের ভাষায় অবৈধ জনতাকে "বে আইন মতের জনতা' বলে। যদি নিম্ন লিখিত পাঁচটী অভিপ্রায়ের কোন একটী

অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে পাঁচ কি তাহার অধিক সংখ্যক ব্যক্তি দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবৈধ জনতা বলে।

১। আমাদের গবর্ণমেণ্ট, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কিংবা কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী আইন সঙ্গত কার্য্য করিবার কালে যদি তাঁহাদের প্রতি অন্যায় বল প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় করা যায়।

২। আইন সঙ্গত কার্য্যের কিংবা কোন পরওয়ানা জারি বাধা দিবার যদি অভিপ্রায় করা যায়।

৩। যদি কোন অপকার, অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায় করা যায়।

৪। যদি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ দ্বারা কোন সম্পত্তি দখল করিবার কি কোন ব্যক্তিকে গমনাগমনের, জল চলাচলের কিংবা অন্য কোন রূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অথবা কোন সত্ব কিংবা কল্পিত সত্ব প্রবল করিবার অভিপ্রা[য়] করা যায়।

৫। যদি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অবৈধ কার্য্য করাইবার কিংবা বৈধ কার্য্য করিতে না দিবার অভিপ্রায় করা যায়।

উপরে যে পাঁচ প্রকার অভিপ্রায়ের কথা বলা হইল তন্মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম প্রকরণের লিখিত অভিপ্রায়ের বিষয় সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু ৪র্থ প্রকরণটী তত বোধসুলভ নহে। এটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যদি কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে চুরি, দস্যুতা, অপকার কিংবা অপরাধযুক্ত অনধিকার প্রবেশের

অপরাধ হয় কিম্বা হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলেই সম্পত্তি রক্ষার অধিকার পরিচালনা করিবার অধিকার জন্মে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তিতে দখলিকার থাকে, আর যদি সে সম্পত্তি তোমার হয় এবং তাহার দখল উদ্ধারের অধিকার তোমার থাকে, তাহা হইলেও তুমি তাহার হস্ত হইতে ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া লইবার জন্ত বল প্রকাশ করিতে পারিবে না; কেননা, ঐ ব্যক্তি তৎকালে কোন অপরাধ করে নাই, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার দখলী সম্পত্তি হইতে বেদখল করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তুমি নিজ দখল রক্ষার জন্ত বল প্রকাশ করিতে পারিবে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। যদি কেহ অবৈধ জনতায় যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস্ কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৪৩ ধারা)। যদি ঐরূপ ব্যক্তির হস্তে প্রাণনাশক অস্ত্র থাকে, তাহা হইলে তাহার ২ বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৪৪)। অবৈধ জনতাভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি ঐ জনতার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে বল প্রকাশ করে, তাহা হইলে হাঙ্গামার অপরাধ করা হয় এবং তজ্জন্য ২ বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে (১৪৭ ধারা)। হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে যদি কেহ প্রাণনাশক অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৪৮ ধারা)। কোন অবৈধ জনতায় মিলিত হইবার জন্ত যদি কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে যে নিযুক্ত করে ও যে নিযুক্ত হয়, উভয়েই ঐ অবৈধ জনতার

ব্যক্তিগণ যে প্রকার দণ্ডনীয় হয় তদ্রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কোন অবৈধ জনতার ব্যক্তিদিগকে পৃথক হইবার আদেশ হইয়াছে জানিয়াও যদি কোন ব্যক্তি সেই জনতায় মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৫১ ধারা)। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক অবৈধজনতভঙ্গ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া যদি কেহ তাঁহার কার্য্যে বাধা দেয়, কিংবা বাধা দিবার চেষ্টা করে অথবা উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৫২ ধারা)। কোন ব্যক্তিকে দাঙ্গা করিতে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি তাহার রাগ জন্মায়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস করাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে, আর যদি ঐ ব্যক্তির দ্বারা দাঙ্গার ঘটনা হয়, তাহা হইলে যে রাগ জন্মায় তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৫৩ ধারা)। অবৈধ জনতায় যে সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়াছে কিংবা মিলিত হইবে, তাহাদিগকে যদি কেহ নিজ সত্বাধীনী বাড়ীতে আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৫৭ ধারা)। যে স্থানে অবৈধ জনতা কিংবা হাঙ্গামা, হয়, সেই স্থানের স্বত্বাধিকারী ও দখলিকার ব্যক্তির দায়িত্ব ১৫৪ ধারায় ও যাহাদের উপকারার্থে দাঙ্গা হয়, তাহাদের দায়িত্ব ১৫৫ ও ১৫৬ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ১৫৪ ধারার মর্ম্ম এই যে, যেস্থানে অবৈধ জনতা কিংবা হাঙ্গামা হয়, সে

স্থানের সত্ত্বাধিকারী ও দখলীকার ব্যক্তি নিজে কিংবা তাহার গোমস্তা অথবা তত্ত্বাবধায়ক ঐ হাঙ্গামা কিংবা অবৈধ জনতা হওয়ার বিষয় অবগত হইয়া কিংবা ঐ হাঙ্গামা ও অবৈধ জনতা হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ বিশ্বাস করিয়া ঐ জনতা ও হাঙ্গামার বিষয় নিকটস্থ থানার প্রধান কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে সংবাদ না দেয়, এবং অবৈধ জনতা ও হাঙ্গামা হইবে জানিতে পারিয়া তাহা সাধ্যমত নিবারণ করিবার চেষ্টা না করে ও হাঙ্গামাকারীদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা না পায়, তাহা হইলে তাহার এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে। ১৫৫ ধারার মর্ম্ম এই যে, যে সম্পত্তির মালিক বা সত্ত্বাধিকারী ও দখলীকার ব্যক্তির উপকারার্থ কোন হাঙ্গামা কি অবৈধ জনতা হয়, যদি সে কিংবা তাহার গোমস্তা অথবা তত্ত্বাবধায়ক ঐ প্রকার অবৈধ জনতা কিংবা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা আছে বিশ্বাস করিয়া সাধ্যমতে তাহা নিবারণ কিংবা দমন করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে। ১৫৬ ধারায় এই প্রকার অবস্থায় গোমস্তা ও তত্ত্বাবধায়কের অর্থদণ্ডের বিধান আছে। যদি দুই কি ততোধিক ব্যক্তি কোন স্থানে মারামারি করিয়া সাধারণের শান্তি নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহারা দাঙ্গা অপরাধে অপরাধী হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের একমাস কারাদণ্ড কিংবা একশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬০ ধারা)। এই অধ্যায়ের অপরাধ সম্বন্ধে গুটীকয়েক কথা স্মরণ রাখিবার জন্য আমরা পাঠককে অনুরোধ করি। (১) অবৈধজনতার ব্যক্তিবর্গের একই অভিপ্রায় থাকা প্রয়োজন; (২) ঐ অভিপ্রায় উপরের কথিত পাঁচ প্রকার অবৈধ অভি-

প্রায়ের কোন একটী হওয়া প্রয়োজন ; (৩) একত্রিত হইবার সময়ে কোন প্রকার অসদভিপ্রায় না থাকিলেও পরে যদি দলস্থ সকলে কোন অসদভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য একমত হয়, তাহা হইলে ঐ জনতা অবৈধ বলিয়া পরিগণ্য হইবে। (৪) অবৈধ জনতার সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রায়ের বিষয় অবগত না হইয়া তাহাতে যোগ দেওয়ার পরে যদি কেহ তাহা জানিতে পারিয়াও সেই জনতায় লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে সে অবৈধ জনতাভুক্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে ; (৫) অবৈধ জনতার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে ঐ জনতাভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে জনতাভুক্ত সকল ব্যক্তিই অপরাধী হইবে ; (৬) জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য যে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া জনতাভুক্ত ব্যক্তিগণ জানে, সেই অপরাধ যদি জনতাভুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা কৃত হয়, তাহা হইলে জনতাভুক্ত সকল ব্যক্তিই দোষী হইবে। এই কয়েকটী কথা মনে রাখিলে এই অধ্যায়ের লিখিত অপরাধের প্রকৃতি বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

নবম অধ্যায় ১৬১—১৭১ ধারা। যদি কোন স কারী কার্য্যকারক কোন পারিতোষিক গ্রহণ করে অর্থাৎ ঘুস লয়, কিংবা বিনা মূল্যে কোন বস্তু গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ১৬১ ধারা কিংবা ১৬৫ ধারা অনুসারে দোষী হইবে। ১৬১ ধারায় ৩ বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড এবং ১৬৫ ধারায় ২ বৎসর কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। রাজকীয় কার্য্যকারককে অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবে বলিয়া যদি কেহ কোন পারি-

তোষিক গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬৩ ধারা)। যদি অবৈধ উপায় দ্বারা ঐ প্রকার কার্য্য করাইবে বলিয়া কোন পারিতোষিক গ্রহণ করে, তাহা হইলে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত করাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬২ ধারা। যদি কোন সরকারী কর্ম্মকারী ঐ প্রকার অপরাধের সহায়তা করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬৪ ধারা)। যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার উদ্দেশে আইনের বিধান অমান্য করে, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬৬ ধারা)। যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে অশুদ্ধরূপে কোন দলিল প্রস্তুত কিংবা অনুবাদ করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬৭ ধারা)। যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক প্রতিষেধিত হইয়াও কোন প্রকার ব্যবসায় বা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে এক বৎসর কাল কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৬৮ ধারা)। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক প্রতিষেধিত হইয়াও, যদি কোন সম্পত্তি ক্রয় কিংবা নিলাম খরিদ করে, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে দুই বৎসরকাল কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড

হইতে পারে এবং খরিদা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। যদি কেহ মিথ্যা করিয়া রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহার ২ বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৭০ ধারা)। যদি কেহ রাজকীয় কার্য্যকারকের পরিচ্ছদ পরিধান কিংবা চিহ্ন ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার তিন মাস কারাদণ্ড কিংবা দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৭১ ধারা)।

দশম অধ্যায় ১৮২—১৯০ ধারা। কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের সমন কি এত্তালানামা জারি এড়াইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ পলায়ন করে, কিংবা জারির বাধা দেয়, অথবা হুকুম মতে হাজির না হয়, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড কি উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৭২—১৭৪ ধারা)। যদি কেহ বাধ্য থাকা সত্ত্বেও কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট কোন দলিল দাখিল না করে, তাহা হইলে ১ মাস বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিংবা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে; যদি ঐ দলিল কোন বিচারাদালতে হাজির করিবার আদেশ থাকে এবং তাহা অমান্য করে, তাহা হইলে বিনা পরিশ্রমে ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৭৫ ধারা)। যদি কেহ কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে বাধ্য থাকিয়াও কোন সংবাদ না দেয়, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে ৩ মাস কারাদণ্ড কিংবা ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে

পারে। যদি ঐ সংবাদ কোন অপরাধবিষয়ক হয়, তাহা হইলে ৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারে (১৭৬ ধারা)। যদি কেহ মিথ্যা সংবাদ দেয়, তাহা হইলে ৬ মাস বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে, যদি ঐ মিথ্যা সংবাদ কোন অপরাধ কি অপরাধী বিষয়ক হয়, তাহা হইলে দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। যদি কেহ শপথ পাঠ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। যদি কেহ সত্য কথা বলিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে। যদি কেহ কোন বিবরণ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড অথবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দ[illegible]তে পারে। যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট শপথ করিয়া মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে সে তিন বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কোন ব্যক্তির হানি করিবার উদ্দেশে কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ কোন রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকট মিথ্যা সংবাদ দেয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ-

দণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮২ ধারা)। যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে কোন সম্পত্তি লইতে কেহ বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (১৮৩ ধারা)। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে যদি কেহ বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার এক মাস কারাদণ্ড কিংবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮৪ ধারা)। যাহার নিলাম খরিদ করিবার অধিকার নাই, সে যদি নিজ নামে অথবা অন্য ব্যক্তির নামে নিলাম খরিদ করে, তাহা হইলে তাহার একমাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮৫ ধারা)। যদি কেহ কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের কার্য্যের বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার তিন মাস কারাদণ্ড কিংবা ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮৬ ধারা)। যদি কেহ বাধ্য থাকা সত্ত্বে কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে সরকারী কার্য্য সাধনে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে একমাস কারাদণ্ড কিংবা দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। যদি কোন আদালতের পরওয়ানা জারির, অপরাধ নিবারণের, দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের কিংবা কোন অপরাধী কি পলাতক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঐ প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা যদি কেহ না দেয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮৭ ধারা)। যদি

কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের প্রচারিত আদেশ কেহ অমান্য করে, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে একমাস কারাদণ্ড কিংবা দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। যদি এই প্রকার হুকুম অমান্য করার দরুণ কোন ব্যক্তির প্রাণের, স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের ব্যাঘাত জন্মে কিংবা জন্মিবার সম্ভাবনা হয় অথবা কোন প্রকার দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হয় কিংবা হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮৮ ধারা)। যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে অবৈধ কার্য্য করাইবার কিংবা বৈধ কার্য্য করিতে ক্ষান্ত করাইবার অভিপ্রায়ে কোন প্রকার হানি করিবার ভয় দেখায়, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৮৯ ধারা)। যদি রাজকীয় কার্য্যকারকের আশ্রয় পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ হানি করিবার ভয় দেখান যায়, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১৯০ ধারা)।

একাদশ অধ্যায় ১৯১-২২৯ ধারা—এই অধ্যায়ে মিথ্যা প্রমাণ ও বিচার কার্য্যের বাধাজনক অপরাধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি আইনের বিধান ক্রমে সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়া কিংবা শপথ করিয়া কোন কথা বলে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে; কিংবা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে; অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সে

'মিথ্যা সাক্ষ্য' দিয়াছে বলা যায় (১৯১ ধারা)। বিচার কার্য্যকালে কিংবা কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের অথবা সালিসের সমক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবার সময়ে প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হইবে জানিয়া যদি কেহ কোন অবস্থার অস্তিত্ব দেখায়, কিংবা কোন বহিতে (Book) কি লিপিতে (Record) মিথ্যা কথা লিখে অথবা মিথ্যা উক্তি লিখিয়া কোন দলিল প্রস্তুত করে এবং তাহার অভিপ্রায় থাকে যে, যে বিচারক কিংবা রাজকীয় কার্য্যকারক সমক্ষে ঐ প্রমাণ উপস্থিত হইবে, তিনি ঐ অবস্থা, উক্তি বা লিপির প্রতি নির্ভর করিয়া ভ্রমাত্মক বিচার কিংবা মীমাংসা করিবেন, তাহা হইলে সে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে বলা যায় (১৯২ ধারা)। কোন বিচারকার্য্যকালে যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিংবা কোন বিচারকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায় মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহার সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। যদি কেহ অন্য স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিংবা মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (১৯৩ ধারা)। কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডোপযোগী অপরাধে অপরাধী করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিংবা মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা ১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। আর ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় কিংবা মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করায় যদি কোন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে

কিংবা উপরের লিখিত মত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (১৯৪)। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা ৭ বৎসর কি তাহার উর্দ্ধকাল কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে, এ প্রকার অপরাধে অপরাধী করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিংবা প্রমাণ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে ঐ প্রকার অপরাধ যাহার সম্বন্ধে সপ্রমাণ হয়, তাহার যেরূপ দণ্ড হইত, তাহারও সেইরূপ দণ্ড হইবে (১৯৫ ধারা)। কোন প্রমাণ মিথ্যা কিংবা অযথার্থরূপে প্রস্তুত করা জানিয়া তাহা সত্য বলিয়া যদি কেহ মন্দাভিপ্রায়ে ব্যবহার করে অথবা ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করে, তাহা হইলে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করার অপরাধের দণ্ড প্রাপ্ত হইবে (১৯৬ ধারা)। আইনানুসারে যে নিদর্শন-লিপি (Certificate) দিবার কিংবা দস্তখত করিবার প্রয়োজন অথবা যে নিদর্শন-লিপি প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহা অতি প্রয়োজনীয় অংশে মিথ্যা থাকা জানিয়া যদি কেহ তাহা দেয় কিংবা দস্তখত করে, অথবা এই প্রকার নিদর্শন-লিপি সত্য বলিয়া, ব্যবহার করে কিংবা ব্যবহ করিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়ার অপরাধের জন্য যে দণ্ড বিধান আছে, তাহার সেই প্রকার দণ্ড হইবে (১৯৭ ও ১৯৮ ধারা)। যে বর্ণনা কোন আদালত কিংবা রাজকীয় কর্ম্মকারকের সমক্ষে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে, তাহাতে যদি কেহ কোন উক্তি করে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে দণ্ডবিধান করা হইয়াছে, তাহার তদ্রূপ দণ্ড

হইবে (১৯৯ ধারা)। যদি ঐ প্রকার উক্তি অতি প্রয়োজনীয় অংশে মিথ্যা আছে জানিয়া যদি কেহ তাহা ব্যবহার করে কিংবা করিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে তাহার ঐরূপ দণ্ড হইবে। কোন অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করায় কিংবা অপরাধ সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দেয়, তাহা হইলে যে অপরাধের প্রমাণ গোপন করা যায়, সেই অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড বিধান থাকিলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইবে। যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসর কারাদণ্ডের বিধান থাকে, তাহা হইলে তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইবে। যদি দশ বৎসর কারাদণ্ডের কম দণ্ড বিধান থাকে, তাহা সেই ধারায় যে পরিমাণ দণ্ড বিধান আছে, তাহার চারিভাগের এক ভাগ দণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে (২০১ ধারা)। কোন অপরাধ ঘটনার বিষয় বাধ্য থাকিয়াও সংবাদ না দিলে ছয়মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড (২০২ ধারা) এবং মিথ্যা সংবাদ দিলে ২ বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে (২০৩ ধারা)। আদালতে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন দলিল নষ্ট কিংবা পাঠের অযোগ্য করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে (২০৪)। কোন মকদ্দমায় কোন দাবি স্বীকার করিবার কি কোন পরওয়ানা জারি করাইবার অথবা জামিন হইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ নিজের নাম গোপন করিয়া অপরের নামোল্লেখে নিজের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা

অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২০৫ ধারা)। আদালতের হুকুম কিংবা ডিক্রীজারি ক্রমে কোন সম্পত্তি গৃহীত হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন সম্পত্তি স্থানান্তরিত, লুক্কায়িত কিম্বা হস্তান্তরিত করে, তাহা হইলে তাহার ২ বৎসর কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২০৬ ধারা)। ২০৬ ধারার লিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য যদি কেহ কোন সম্পত্তি গ্রহণ করে কিংবা বিনা স্বত্বে কোন সম্পত্তি দাবি করে, তাহা তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২০৭ ধারা)। অসদভিপ্রায়ে যদি কেহ নিজের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হইতে দেয়, কিম্বা ডিক্রী জারি হইতে দেয়, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২০৮ ধারা)। আদালতে মিথ্যা দাবি কিংবা মিথ্যা ডিক্রী হাশিল করিলেও উপরের লিখিত মত দণ্ড হইবে (২০৯ ও ২১০ ধারা)। কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে নালিশ করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকা জানিয়াও যদি কেহ ফৌজদারি আদালতে কোন মকদ্দমা উপস্থিত করে কিংবা করায় অথবা মিথ্যা অভিযোগ করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ড, কিংবা ৭ বৎসর অথবা তদপেক্ষা অধিক দিনের কারাদণ্ডের বিধান আছে, সে প্রকার অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া যদি মিথ্যা অভিযোগ হয়, তাহা হইলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড ও হইতে

পারিবে (২১১ ধারা)। কোন অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় কিংবা গোপন করিয়া রাখে, আর যদি ঐ অপরাধী ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসর কারাদণ্ডের অপরাধে ঐ আশ্রিত কি লুকায়িত ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, আর যদি এক বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডের অপরাধে সে অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধের জন্য যে দণ্ড বিধান আছে, তাহার চারি অংশের একাংশের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২১২ ধারা)। যদি স্ত্রী তাহার স্বামীকে অথবা স্বামী তাহার স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে সে এধারা অনুসারে অপরাধী হইবে না। কোন অপরাধ গোপন করিবার কিংবা কোন অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অথবা কোন ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য যদি কেহ নিজের অথবা অপর ব্যক্তির জন্য কোন পারিতোষিক কিংবা সম্পত্তি গ্রহণ করে কি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ২১৩ ধারা অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে। যে অপরাধ গোপন করিবার কিংবা যাহার দণ্ড হইতে অপরাধী ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে এইরূপ কার্য্য করা যায়, সে অপরাধ যদি প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয়, তাহা হইলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, সে অপরাধ যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য হয়, তাহা হইলে

তিন বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, আর যদি ঐ অপরাধের জন্য দশ বৎসরের ন্যূন কালের জন্য কারাদণ্ডের বিধান থাকে, তাহা হইলে ঐ অপরাধের জন্য যে দণ্ড বিধান আছে, তাহার চারিভাগের একভাগের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে। এই ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে যদি কেহ ঐরূপ পারিতোষিক অথবা সম্পত্তি দেয় কিংবা দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার ২১৩ ধারার লিখিত দণ্ড হইবে (২১৪ ধারা)। এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ফৌজদারি কার্য্য-বিধি আইনের ৩৪৫ ধারা অনুসারে যে সকল অপরাধ রফা হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধান খাটিবে না।* কোন অপরাধের কার্য্য দ্বারা অস্থাবর সম্পত্তি হইতে কেহ বঞ্চিত হইয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে বলিয়া যদি কেহ কোন প্রকার পারিতোষিক গ্রহণ করে কিংবা গ্রহণ করিতে স্বীকার করে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে ধরাইয়া দিবার ও তাহার দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২১৫ ধারা)। যে দোষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কারা-গার হইতে পলায়ন করে, তাহাকে কিংবা যে ব্যক্তিকে ধৃত

---

* ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৫ ধারা অনুসারে দণ্ডবিধি আইনের ২৯৮, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮, ৩৭৪, ৪২৬, ৪২৭, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯৭, ৪৯২, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৪ ও ৫০৭ ধারার লিখিত অপরাধ রফা নিষ্পত্তি হইতে পারে।

করিবার জন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আদেশ হইয়াছে, তাহাকে যদি কেহ, ঐ পলায়ন অথবা ধৃত হইবার আদেশের বিষয় অবগত হইয়া, লুকাইয়া রাখে কিংবা আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে ২১৬ ধারা অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে। এই ধারাতেও ২১৪ ও ২১৫ ধারার লিখিত মত দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। স্ত্রী যদি স্বামীকে কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাকে এই ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় করা যাইবে না। যদি কোন অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার কিংবা তাহার যে প্রকার দণ্ড হইতে পারে, তাহা হইতে ন্যূন দণ্ড দেওয়াইবার অথবা কোন সম্পত্তি রক্ষা কিংবা নির্দায় করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২১৭ ধারা)। উপরের ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যে লিপি কিংবা রেকর্ড (Record) প্রস্তুত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই লিপি কিংবা রেকর্ড মিথ্যা করিয়া প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২১৮ ধারা)। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক বিচার করিবার সময়ে যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া অসদভিপ্রায়ে কোন রিপোর্ট, আদেশ অথবা নিষ্পত্তি করে, যাহা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া সে জানে, তাহা হইলে তাহার ৭ ব[illegible]সর কা[illegible]ণ্ড [illegible] অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২১৯ ধারা)। ঐ প্রকার অবস্থায় যদি সে কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে অর্পণ

করে, অথবা কারাগারে প্রেরণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐরূপ দণ্ড হইবে (২২০ ধারা)। অভিযুক্ত বা ধৃত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে আইনানুসারে ধৃত অথবা কয়েদ করিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে ধৃত না করে, কিংবা পলায়ন করিতে দেয়, অথবা তাহার পলায়নের সাহায্য করে, তাহা হইলে ২২১ ধারা অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে; ঐরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যদি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা হইলে সাত বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা হইলে তিন বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড আর যদি দশ বৎসর ন্যূনকালের জন্য দণ্ডের যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দুই বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে। যদি অপরাধী ব্যক্তি আদালতের বিচারে দণ্ড প্রাপ্ত কিংবা হাজতে প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে ঐ প্রকার অপরাধ হইলে ঐরূপ দণ্ড হয় (২২২ ধারা)। কোন দণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা হাজতের কয়েদী ব্যক্তিকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা যে রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সে যদি ঐরূপ ব্যক্তিকে অসাবধানতা বশতঃ পলাইতে দেয়, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (২২৩ ধারা)। যদি কোন অভিযুক্ত কিংবা দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের গ্রেপ্তারে বাধা দেয়, কিংবা অবরোধ হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (২২৪ ধারা)।

কোন ব্যক্তির আইনসঙ্গত গ্রেপ্তারে যদি কেহ অবৈধমতে বাধা দেয়, কিংবা কোন ধৃত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক মুক্তি করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে। যাহাকে মুক্ত করা যায় কিংবা যাহার ধৃত হওনে বাধা দেওয়া যায়, সে যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে তাহাকে মুক্ত করে কিংবা যাহার ধৃত হওনে বাধা দেয়, তাহার তিন বৎসরকাল কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে। ঐ ব্যক্তি যদি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থাকে, কিংবা যদি কোন আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড কিংবা দশ বৎসর কি তাহার অধিককালের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তাহাকে মুক্ত করে, কি তাহার ধৃত হওনে বাধা দেয়, তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে। আর যদি ঐরূপ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তাহাকে মুক্ত করিবে কি তাহার গ্রেপ্তারে বাধা দিবে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে (২২৫ ধারা)।

২২১, ২২২ ও ২২৩ ধারার বিধানের বহির্ভূত অবস্থায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে ও কয়েদ রাখিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহাকে কারাগার হইতে পলাইতে দেয়, তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দিলে তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড এবং অসাবধানতা পূর্ব্বক পলাইতে দিলে দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থ-

দণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (২২৫ ক)। ২২৪ ও ২২৫ ধারায় কিংবা অন্য কোন আইনে যাহার বিধান নাই, এপ্রকার অবস্থায় যদি কেহ নিজের অথবা অন্য ব্যক্তির গ্রেপ্তারে বাধা দেয়, কিংবা অবরোধ হইতে পলায়ন করে, কিংবা পলায়নের চেষ্টা করে, অথবা অন্য ব্যক্তিকে ছিনাইয়া লয়, কিংবা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২২৫ খ)। যে ব্যক্তি দ্বীপান্তরিত হইয়াছে, সে যদি তাহার দ্বীপান্তরের কাল গত না হইতেই অথবা ক্ষমাপ্রাপ্ত না হইয়া দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার যাব-জ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইবে এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে। এবং ঐ রূপ দ্বীপান্তর প্রেরণের পূর্ব্বে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে (২২৬ ধারা)। নিয়ম বিশেষ পালন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় যদি কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে ক্ষমা করা হয়, আর সে যদি সেই নিয়ম পালন না করে, তাহা হইলে তাহার যে দণ্ড হইয়াছিল, সেই দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতে হইবে (২২৭ ধারা)। বিচার কার্য্য করিবার সময়ে যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করে, কিংবা তাহার কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (২২৮ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তি জুরি কিংবা আসেসর স্বরূপে কার্য্য করিতে ক্ষমতা-পন্ন না থাকিয়া অন্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক জুরির কিংবা আসেসরের কার্য্য করে, কিংবা কার্য্য করিতে মনোনীত হইতে দেয়, তাহা

হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২২৯ ধারা)।

দ্বাদশ অধ্যায় ২৩০—২৬৩ ধারা। এই অধ্যায়ে মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধান করা হইয়াছে।

মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিলে কিংবা কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৩২ ধারা) মুদ্রা কৃত্রিম করণোপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ, মেরামত, খরিদ কিংবা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (২৩৩ ধারা) আর যদি মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণোপযোগী যন্ত্রাদি সম্বন্ধে ঐ প্রকার অপরাধের কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (২৩৪ ধারা)। মুদ্রা কৃত্রিম করণোপযোগী কোন যন্ত্র কিংবা দ্রব্য দখলে রাখিলে ৩ বৎসর এবং মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণোপযোগী কোন যন্ত্র কিংবা দ্রব্য দখলে রাখিলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে (২৩৫ ধারা)। যদি কেহ ভারতবর্ষবাসী হইয়া ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করে, তাহা হইলে তাহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সহায়তা করার তুল্য দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে (২৩৬ ধারা)। কৃত্রিম মুদ্রা ভারতবর্ষে আনয়ন কি ভারতবর্ষ হইতে প্রেরণ করিলে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (২৩৭ ধারা) যদি ঐ মুদ্রা মহারাণীর হয়, তাহা হইলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৩৮ ধারা)। যাহারা অসদভি-

প্রায়ে কৃত্রিম মুদ্রা, কিংবা কৃত্রিম মহারাণীর মুদ্রা অন্যকে দেয়, কিংবা নিজ দখলে রাখে, তাহাদিগের ২৩৯ ধারা হইতে ২৪৩ ধারার কোন এক ধারা অনুসারে দণ্ড হইবে। টাক্‌শালে কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে নির্দ্ধারিত ওজন ও ধাতুর মুদ্রা না করিয়া অন্য ওজনের কিংবা ধাতুর মুদ্রা করিলে, কিংবা টাক্‌শাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র অবৈধভাবে বাহির করিয়া লইলে; মহারাণীর মুদ্রার ওজন কম কিংবা তাহার ধাতু পরিবর্ত্তন করিলে, কিংবা তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিলে অথবা ঐরূপ প্রকারে পরিবর্ত্তিত মুদ্রা দখলে রাখিলে অথবা ব্যবহার করিলে ২৪৪ ধারা হইতে ২৫৪ ধারার কোন এক ধারার অপরাধ করা হয় এবং তজ্জন্য দণ্ডনীয় হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (২৫৫ ধারা)। গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্রাদি দখলে রাখিলে, কিংবা নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করিলে; কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিলে, কিংবা দখলে রাখিলে অথবা অকৃত্রিম বলিয়া ব্যবহার করিলে, কোন ষ্ট্যাম্প মুছিয়া ব্যবহারের অযোগ্য করিলে, ব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিলে, কিংবা ব্যবহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিলে এবং এই প্রকার ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিবার জন্য দখলে রাখিলে যে অপরাধ করা হয়, ২৫৬ হইতে ২৬৩ ধারায় তাহার দণ্ড বিধান করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়, ২৬৪—২৬৭ ধারা। অপ্রকৃত ওজন যন্ত্র, অপ্রকৃত বাটখারা, অপ্রকৃত গজ, কাঠা পালি ইত্যাদি প্রতারণা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, কিংবা দখলে রাখিলে অথবা

প্রস্তুত, কি বিক্রয়, কি হস্তান্তর করিলে অপরাধ করা হয় এবং তাহার জন্য এক বৎসর কারাদণ্ড, কিবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২৬৪—২৬৭ ধারা)।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ২৬৮—২৯৪ ধারা। সাধারণের স্বাস্থ্য, নির্ব্বিঘ্নতা, সুগমতা, শ্লীলতা ও সুনীতি সম্বন্ধীয় অপরাধের কথা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহার দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। ২৬৮ ধারায় সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কোন অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া কিংবা কর্ত্তব্যসাধনে বিরত হইয়া যদি কেহ সাধারণ লোকের অথবা নিকট বাসী লোকের অধিকাংশের কোন প্রকার ক্ষতি করে কিংবা আশঙ্কা ও বিরক্তি জন্মায়, তাহা হইলে সে সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য করিয়াছে বলা যায়। কোন কার্য্যের দ্বারা সঙ্কটজনক পীড়ার সঞ্চার হইতে পারে কিংবা হইবার সম্ভব জানিয়া যদি কেহ অবৈধ রূপে কিংবা অসাবধানতা বশতঃ সেই কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২৬৯ ধারা) যদি কেহ দ্বেষ পূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৭০ ধারা)। সংক্রামক রোগ সঞ্চার নিবারণের জন্য কোয়ারেনটাইন (Quarantine) বিধি অমান্য করিলে যে অবস্থায় দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহা ২৭১ ধারায় উক্ত হইয়াছে। বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন পানীয় কিংবা খাদ্য দ্রব্যের সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহা পীড়াদায়ক করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস

পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৭২ ধারা) ঐ প্রকার পীড়াদায়ক খাদ্য কিংবা পানীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে কিংবা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ্য স্থানে রাখিলে ঐরূপ দণ্ড হইবে (২৭৩ ধারা)। কোন ঔষধিতে ঐ প্রকারে ঐ অভিপ্রায়ে দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিলে ঐরূপ দণ্ড হইতে পারে (২৬৪)। ঐ প্রকার মিশ্রিত ঔষধি বিক্রয় করিলে কিংবা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ্য স্থানে রাখিলে ঐরূপ দণ্ড হইতে পারে (২৭৫ ধারা)। এক প্রকারের ঔষধি অন্য ঔষধি বলিয়া বিক্রয় করিলে কিংবা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ্য স্থানে রাখিলে ঐরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় (২৭৬ ধারা)। সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন উৎস কিংবা জলাশয়ের জল যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক নষ্ট কিংবা ময়লা করে, তাহা হইলে তাহার তিন মাস কারদণ্ড কিংবা ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৭৭ ধারা)। যদি কেহ কোন স্থানের বায়ু দূষিত করিয়া সাধারণের কিংবা নিকটবাসীর অথবা সাধারণের রাস্তা দিয়া যাহারা গমনাগমন করে, তাহাদের পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা ঘটায়, তাহা হইলে তাহার পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৭৮ ধারা) কোন রাজপথে যদি কেহ এরূপ দুঃসাহসে কিংবা অসাবধানভাবে গাড়ী কিংবা ঘোড়া চালায় যে, তাহাতে মনুষ্যের প্রাণহানি কিংবা কোন ব্যক্তির পীড়া কি অন্য কোনরূপ হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধদণ্ড হইতে পারে (২৭৯ ধারা)। ঐরূপভাবে ঐ প্রকার অবস্থায় নৌকাদি চালাইলে ঐরূপ দণ্ড হইতে পারে

(২৮০)। কোন নাবিককে বিপথগামী করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা কোন নাবিক বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ কোন মিথ্যা আলো, চিহ্ন অথবা, বয় (buoy) দেখায়, তাহা হইলে তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থ-দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৮১ ধারা)। যে বোঝাই নৌকায় লোক লইয়া গেলে প্রাণহানি হইবার সম্ভা-বনা, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কিংবা অসাবধানতা বশতঃ সেই নৌকায় কোন ব্যক্তিকে ভাড়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৮২ ধারা)। কোন রাজ-পথে কিংবা নৌকা গমনাগমনের পথে কোনরূপ কার্য্যের দ্বারা যদি কেহ কোন ব্যক্তির শঙ্কট, বাধা, কিংবা হানি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার ২ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে (২৮৩ ধারা)। লোকের প্রাণহানি, পীড়া কিংবা অন্য প্রকারের হানি হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ জ্ঞান পূর্ব্বক কিংবা অসাবধানতা বশতঃ কোন বিষাক্ত দ্রব্য, অগ্নি অথবা প্রজ্জলনশীল দ্রব্য, বেগে ও সশব্দে বিদীর্য্যমান দ্রব্য ও যন্ত্র বা কল সম্বন্ধে উপযুক্ত নিয়ম করিতে ত্রুটী করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২৮৪—২৮৭ ধারা)। কোন অট্টালিকাদি ভগ্ন কিংবা মেরামত করিবার সময়ে মানুষের প্রাণহানি হইতে না পারে, এরূপ ভাবে সাবধান না হইয়া যদি কেহ কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার ঐরূপ দণ্ড হইবে (২৮৮ ধারা)। নিজ দখলি কোন পশুকে সাবধান করিয়া না রাখিলে ঐরূপ দণ্ড

হয় (২৮৯ ধারা)। যে সকল সাধারণের অনিষ্টকর কার্য্যের জন্য কোন বিশেষ দণ্ড বিধান নাই, সেই সকল কার্য্য করিলে দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৯০)। ক্ষমতাপন্ন রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াও যদি কেহ কোন প্রকার সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার বিনা পরিশ্রমে ৬ মাস কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৯১ ধারা)। যদি কেহ কোন অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, ছবি, চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয়, বিতরণ কিংবা ভাড়া দিবার জন্য বিদেশ হইতে আনয়ন কিংবা মুদ্রাঙ্কন অথবা সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৯২ ধারা)। ঐ প্রকার পুস্তকাদি দখলে রাখিলেও ঐরূপ দণ্ড হইবে (২৯৩ ধারা)। কোন প্রকাশ্য স্থানে কিংবা প্রকাশ্য স্থানের নিকটে যদি কেহ লোকের বিরক্তিজনকভাবে কোন অশ্লীল গান করে, কিংবা অশ্লীলবাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার উপরের লিখিতমত দণ্ড হইবে (২৯৪ ধারা)। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া যদি কেহ ভাগ্যক্রীড়ার (Lottery) কোন কার্য্যালয় কি স্থান রাখে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে। ভাগ্যক্রীড়া সম্বন্ধীয় টাকা কিংবা দ্রব্যাদি দিবার প্রস্তাব যদি কেহ প্রচার করে, তাহা হইলে তাহার এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারে (২৯৪ ধারা)।

পঞ্চম অধ্যায় ২৯৫—২৯৫ ধারা। এই অধ্যায়ে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অপরাধ ও তাহার দণ্ডের কথা লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের লোকের অমর্য্যাদা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের ভজনালয় কিংবা তাহারা যে বস্তুকে পবিত্র জ্ঞান করে, তাহা যদি কেহ নষ্ট, ক্ষতি কিংবা অশুচি করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৯৫ ধারা)। যাহারা ঈশ্বরোপাসনা কিংবা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কার্য্যে বৈধভাবে নিযুক্ত আছে, যদি কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২৯৬ ধারা)। কোন ব্যক্তির মনে কষ্ট দিবার কিংবা কোন ব্যক্তির ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ঐ রূপে মানসিক কষ্ট ও অমর্য্যাদা হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ কোন ভজনালয়ে, সমাধিস্থানে, কি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে, কিংবা কোন মৃতদেহের অমর্য্যাদা করে, অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থলে গোলমাল করে, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (২৯২ ধারা)। কোন লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে মনস্তাপ দিবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তির শ্রুতিগোচরে যদি কেহ কোন কথা বলে, কি শব্দ করে, অথবা তাহার দৃষ্টিগোচরে কোনরূপ ইঙ্গিত করে কিংবা কোন বস্তু স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে।

২৯৮ ধারা। ষোড়শ অধ্যায় (২৯৯—৩৭৭ ধারা) এই অধ্যায়ে মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের ব্যাখ্যা ও দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। অতি সাবধানের সহিত এই বিধানগুলি

পাঠ করা কর্ত্তব্য। অপরাধযুক্ত নরহত্যার ব্যাখ্যা ২৯৯ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। অপরাধযুক্ত নরহত্যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। (১) জ্ঞানকৃত বধ (murder) (২) জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে, এরূপ অপরাধযুক্ত নরহত্যা (culpable homicide not amounting to murder)। ২৯৯ ধারার অর্থ এই যে, কাহার প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা যে প্রকার শারীরিক পীড়া দ্বারা প্রাণনাশের সম্ভাবনা, তদ্রূপ পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে অথবা কোন কার্য্যের দ্বারা প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে জানিয়া সেই কার্য্য করিয়া যদি কেহ কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটনা করে, তাহাহইলে সে ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে বলা যায়।" ৩০০ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, এই ধারার লিখিত বর্জ্জিত অবস্থা ভিন্ন যদি কেহ (১) প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে, কিংবা (২) যে শারীরিক পীড়া দ্বারা মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা বলিয়া সে জানে, তদ্রূপ পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, অথবা (৩) যে শারীরিক পীড়া দ্বারা সাধারণতঃ স্বভাবের গতিতে (In the ordinary course of nature) মৃত্যু হইতে পারে, তদ্রূপ শারীরিক পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে, অথবা (৪) সে যে কার্য্য করিতেছে তদ্দারা মৃত্যু কিংবা যে প্রকার শারীরিক পীড়া দ্বারা মৃত্যু হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, তদ্রূপ পীড়া হইবার সর্ব্বতোভাবে সম্ভব, কিন্তু এইরূপ প্রাণনাশক কি হানিজনক কার্য্য করিবার কোন কারণ নাই জানিয়া যদি কাহার প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে ঐ প্রকার অপরাধযুক্ত নরহত্যা বর্জ্জিত বিধির অন্তর্ভূত না হইলে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হয়। বর্জ্জিত বিধিগুলি নিম্নে লিখিত হইল। (১) রাগ উত্তেজক বিশিষ্ট কারণ

বশতঃ হটাৎ রাগান্ধ হইয়া যদি কেহ আত্মদমনে অসমর্থ হয় এবং যে ব্যক্তি তাঁহার রাগ জন্মাইয়াছিল, তাহার কিংবা ভ্রম বশতঃ কি অকস্মাৎ অন্য কোন লোকের প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে এপ্রকার অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া গণ্য হয় না। রাম বেড়াইতে যাইতেছে, এমন সময়ে শ্যাম আসিয়া তাহার নাক মলিয়া দিল, রাম রাগান্ধ হইয়া নিজের পকেটস্থিত পিস্তল দ্বারা শ্যামের প্রাণনাশ করিল। ইহাতে রামের অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধ হইবে, কিন্তু জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হইবে না। সেই সময়ে যদু শ্যামের নিকটে দাড়াইয়াছিল, রাম তাহা জানিত না, ঐ গুলির আঘাতে যদুর মৃত্যু হইলে রাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী না হইয়া কেবল অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হইবে; কেন না তাহার যদুর প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল না, অকস্মাৎ তাহাকে গুলি লাগিয়াছিল। যদি রামের নাক মলিয়া দিয়া শ্যাম গোলের মধ্যে প্রবেশ করে, আর রাম শ্যাম ভ্রমে যদুর প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে রাম অপরাধযুক্ত নরহত্যা ভিন্ন জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয় না। এই বর্জ্জিত বিধি নিম্ন লিখিত বিধান দ্বারা শাসিত।

(ক) কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ কিংবা ক্ষতি করিবার ওজর পাইবার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক রাগ জন্মাইবার কারণ ঘটাইলে এ বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না। শ্যাম রামের নাক মলিয়া দেয়, তজ্জন্য রাম শ্যামকে কুৎসিত ভাষায় গালি-গালাজ দেয় এবং শ্যাম রাগান্ধ হইয়া রামকে মারিয়া ফেলে, এ অবস্থায় শ্যাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হইবে।

(খ) কোন আইন সঙ্গত কার্য্য কিংবা কোন রাজকীয় কার্য্য-

কারক নিজ ক্ষমতা পরিচালনায় কার্য্য করার জন্য ঐরূপ রাগ জন্মিলে এ বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না। রাম নামক একজন পদাতিক শ্যামকে আদালতের আদেশ অনুসারে গ্রেপ্তার করে, তাহাতে শ্যাম রাগান্ধ হইয়া রামকে বধ করে, ইহাতে শ্যামের কৃত অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া গণ্য হইবেক। যদু এক জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, শ্যাম যদুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জবানবন্দী দিলে, যদু বলে যে, শ্যাম একটী কথাও সত্য বলে নাই, শ্যাম বড় মিথ্যাবাদী। ইহাতে শ্যাম রাগান্ধ হইয়া যদুর প্রাণনাশ করে, শ্যাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হইবে।

(গ) আত্মরক্ষার অধিকার পরিচালনায় যে কার্য্য করা যায়, তদ্দারা ঐরূপ রাগ জন্মিলে বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না। শ্যাম রামের নাক ধরিয়া টানে, রাম শ্যামকে ধাক্কা দেয়, তাহাতে শ্যাম রাগান্ধ হইয়া রামের প্রাণনাশ করে, ইহাতে শ্যাম জ্ঞানকৃত অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে।

(২) বর্জ্জিত বিধি—আত্ম রক্ষার জন্য যে পরিমাণ পীড়া দেওয়া আইন সঙ্গত, তাহার অধিক পরিমাণ পীড়া দিবার ইচ্ছা না করিয়া যদি কেহ আত্মরক্ষার অধিকার অতিক্রম করিয়া আততায়ী ব্যক্তির প্রাণনাশ করে,তাহা হইলে তাহার কৃত অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধের তুল্য হয় না। রাম চাবুক দ্বারা যদুকে মারিতে যায়, তাহাতে যদু পিস্তল বাহির করে,তাহাতেও রাম নিরস্ত হয় না। এ অবস্থায় যদু মনে করিল যে রামকে মারিয়া খুন না করিলে তাহার নিস্তার নাই। এই ভাবিয়া যদু গুলি করিয়া রামের প্রাণনাশ করিল। ইহাতে যদু অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হইবে, জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হইবে না।

(৩) বর্জ্জিত বিধি—যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কিংবা তাঁহার সাহায্যকারী ব্যক্তি কোনরূপ ঈর্ষা পরবশ না হইয়া সাধারণের সুবিচার সাধন উদ্দেশে নিজের পদোচিত কার্য্য করিতেছি, সরলভাবে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, ক্ষমতা অতিক্রম করত কাহার প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে তাহার কৃত অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া গণ্য হয় না।

(৪)। বর্জ্জিত বিধি—নিষ্ঠুর কিংবা অস্বাভাবিকভাবে কার্য্য না করিয়া এবং অনুপযুক্ত সুবিধা গ্রহণ না করিয়া যদি কেহ অকস্মাৎ মারামারি করিবার সময়ে রাগভরে কাহার প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে সে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয় না। তাহার কৃত অপরাধ অপরাধযুক্ত নরহত্যা বলিয়া গণ্য হয়।

(৫) বর্জ্জিত বিধি—যদি আঠার বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক কোন ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর সম্মতি প্রকাশ করে অথবা যে কার্য্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা তদ্রূপ কার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার হত্যা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

উপরে অপরাধযুক্ত নরহত্যা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিন প্রকার অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটনা করিলে এই অপরাধ হয়, যথা (১) প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে (২) যে প্রকার শারীরিক পীড়া দ্বারা প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা তদ্রূপ পীড়া দিবার অভি-প্রায়ে (৩)যে কার্য্যের দ্বারা প্রাণনাশ হয়,সেই কার্য্য দ্বারা প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে, এই প্রকার জ্ঞান থাকা অবস্থায়। ৩০০ ধারা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ঐ ধারার লিখিত বর্জ্জিত বিধির কোন একটী বিধি যদি প্রযোক্তব্য না হয়, তাহা হইলে (১) প্রক-

রণের উল্লেখিত অবস্থায় যে অপরাধযুক্ত নরহত্যা হয়, তাহা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া পরিগণ্য। ৩০০ ধারার লিখিত বর্জ্জিত বিধি প্রযোক্তব্য না হইলেই যে (২) প্রকরণের লিখিত অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা নহে। (ক) যে শারীরিক পীড়া দিবার অভিপ্রায় আছে, তদ্দ্বারা প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, এরূপ জ্ঞান যদি থাকে এবং (খ) যে শারীরিক পীড়া দিবার অভিপ্রায় আছে, তাহা যদি সচরাচর অবস্থায় প্রাণ নাশের উপযোগী হয় এবং ঐরূপ অবস্থায় যদি ৩০০ ধারার লিখিত কোন বর্জ্জিত বিধি প্রযুজ্য না হয়, তাহা হইলে (২) প্রকরণের লিখিত অবস্থায় যে অপরাধযুক্ত নরহত্যা হয়, তাহা জ্ঞানকৃত বধের তুল্য। (৩) প্রকরণের সম্বন্ধেও ঐরূপ। অপরাধী ব্যক্তি যদি জানে যে, সে যে কার্য্য করিতেছে, তাহা এ প্রকার আশঙ্কাজনক যে, তদ্দ্বারা অবশ্য (ক) মৃত্যু ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে কিংবা (খ) এমন কোন শারীরিক পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, যাহাতে প্রাণনষ্ট হইবার সম্ভব, তাহা হইলে সেই অবস্থায় যে অপরাধযুক্ত নরহত্যা হয়, তাহা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন অন্য অবস্থায় জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হয় না।

জ্ঞানকৃত বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩০২ ধারা)। যাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে, সে যদি জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (৩০৩ ধারা)। অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারিবে এবং অর্থ

দণ্ডও হইবে। যদি কেহ দুঃসাহসিকতা কিংবা অসাবধানতার কার্য্য করিয়া কাহার প্রাণহানি করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে (৩০৪ ক)। যদি কেহ আঠার বৎসরের নূ্যন বয়স্ক ব্যক্তিকে কিংবা ক্ষিপ্ত বা বিকৃতমনা অথবা নেশায় বিহ্বল ব্যক্তিকে আত্ম-ঘাতী হইতে সহায়তা করে এবং ঐরূপ ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড কিংবা ১০বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩০৫ ধারা)। আত্মহত্যার সহায়তা করিলে ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থ-দণ্ড হইতে পারে (৩০৬ ধারা)। জ্ঞানকৃত বধ করিবার উদ্যোগ করিলে দশবৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে। যদি এই প্রকার অপরাধ করিতে গিয়া পীড়া দেয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড কিংবা ঐ প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩০৭ ধারা)। অপরাধযুক্ত নরহত্যার উদ্যোগ করিলে তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড হইবে। এই রূপ উদ্যোগে পীড়া দিলে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারা-দণ্ড হইতে পারে (৩০৮ ধারা) আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩০৯ ধারা)। ঠগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইবে (৩১১ ধারা)। গর্ভপাত করাইলে গর্ভিনী স্ত্রীর প্রাণ-নাশ হইলে, গর্ভজাত শিশুর প্রাণনাশ করিলে কিংবা নবপ্রসূত সন্তানকে পরিত্যাগাদি করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয় (৩১২—৩১৮ ধারা)।

কোন ব্যক্তির শরীরের বেদনা কি রোগ কিংবা দুর্ব্বলতা

জন্মাইলে পীড়া দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত ৮ প্রকারের পীড়াকে গুরুতর পীড়া বলে। যথা—

১। মুষ্কচ্ছেদন (অর্থাৎ পুরুষত্বহীন করা)।

২। চিরদিনের জন্য কোন চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করণ।

৩। কোন কর্ণের শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করণ।

৪। কোন অঙ্গ কিংবা সন্ধিস্থান অকর্ম্মণ্য করণ।

৫। কোন অঙ্গের কি সন্ধিস্থানের শক্তি নষ্ট কিংবা চিরকালের জন্য নষ্ট করণ।

৬। মস্তক কি মুখ চির বিকৃতি করণ।

৭। কোন অস্থি কি দন্ত ভঙ্গ কি সন্ধিচ্যুত করণ।

৮। যে পীড়াতে প্রাণের আশঙ্কা জন্মে কিংবা যদ্দ্বারা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি কুড়িদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত শারীরিক বেদনা সহ্য করে অথবা সচরাচর কার্য্য করণে অক্ষম হয়, তদ্রূপ পীড়া দেওন।

কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া দিলে এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩২৩ ধারা)। যদি কেহ কোন প্রাণনাশক অস্ত্র, অগ্নি, বিষ, ইত্যাদি দ্বারা এই পীড়া জন্মায়, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩২৪ ধারা)। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে পীড়া দিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহার বিধান ৩২৭,৩২৮,৩৩২, ও ৩৩৭ ধারায় করা হইয়াছে। যদি কোন গুরুতর কারণ বশতঃ হটাৎ রাগান্ধ হইয়া কেহ পীড়া দেয়, তাহা হইলে এক মাস কারাদণ্ড কিংবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড

হইতে পারে (৩৩৪)। গুরুতর পীড়া দিলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩২৫ ধারা)। প্রাণনাশক অস্ত্রাদি ও অগ্নি, বিষ ইত্যাদি বস্তু দ্বারা গুরুতর পীড়া দিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা ১০বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডও হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে গুরুতর পীড়া দিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দণ্ড হয় (৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩ ও ৩৩৮ ধারা দেখ)।

যে দিকে যাইবার অধিকার আছে, সে দিকে যাইতে যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক বাধা দেয়, তাহা হইলে সে অন্যায় অবরোধ করার অপরাধ করে। কাহাকে যদি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবরোধ করা যায়,তাহা হইলে কয়েদ করা হয়। অন্যায় মতে অবরোধ করিলে বিনা পরিশ্রমে এক মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে (৩৪১ ধারা)। অন্যায় মতে কয়েদ করিলে এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩৪২ ধারা)। ভিন্ন ভিন্ন রকমের কয়েদ জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (৩৪৩—৩৪৮ ধারা দেখ।)

৩৪৯ ও ৩৫০ ধারায় অপরাধ যুক্ত বলের ও ৩৫১ ধারায় আক্রমণের ব্যাখ্যা এবং ৩৫২ ধারায় তাহার দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে। কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ কিংবা আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩৫৪ ধারা)। কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার সময়ে, কিংবা কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ অপরাধযুক্ত

বলপ্রকাশ কিংবা আক্রমণ করে,তাহা হইলে তাহার ঐরূপ দণ্ড হইবে (৩৫৩ ধারা)।

মনুষ্য চুরি দুই প্রকারের,(১) ভারতবর্ষ হইতে চুরি (২) আইন সিদ্ধ রক্ষকের অধিকার হইতে চুরি। প্রথম রকমের মনুষ্য চুরিতে বয়সের সহিত সম্পর্ক নাই। ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে কোন ব্যক্তিকে তাহার কিংবা তাহার পক্ষে যে সম্মতি দিতে পারে, তাহার বিনা সম্মতিতে লইয়া গেলে এই অপরাধ হয়। যদি চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বালক ও ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কোন বালিকাকে অথবা কোন বিকৃতমনা ব্যক্তিকে তাহাদের আইনসিদ্ধ রক্ষকের বিনা অনুমতিতে তাহার অধিকার হইতে ফুসলাইয়া কিংবা অন্য রকমে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে মনুষ্য চুরির অপরাধ করে। যদি কেহ সরল ভাবে বিশ্বাস করে যে, সে ঐরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা বিকৃতমনা ব্যক্তির অভিভাবক এবং সেই বিশ্বাসে তাহাকে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে এ ধারার অপরাধ করে না। যদি কোন ব্যক্তিকে কেহ বলপূর্ব্বক কিংবা প্রতারণা দ্বারা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া কোন স্থান হইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে 'হরণ' করার অপরাধ হয়। মনুষ্য চুরির অপরাধের জন্য ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে মনুষ্য চুরি ও মনুষ্য হরণের অপরাধ করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দণ্ড হইতে পারে (৩৬৪—৩৬৯ ধারা দেখ)। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে দাসরূপে ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, স্থানান্তর হইতে আনয়ন কিংবা স্থানান্তরে প্রেরণ করে, তাহা হইলে তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৭০ ধারা)। নিয়ত দাস-ব্যবসা করিলে যাব-

জ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড কিংবা দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে (৩৭১ ধারা)। ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ ব্যভিচার অথবা অন্য কোন প্রকার অবৈধ এবং নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মানসে কিংবা নিযুক্ত হইবে জানিয়া, বিক্রয় কিংবা অন্য রকমে হস্তান্তর করে অথবা ভাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থ দণ্ডও হইতে পারে (৩৭২ ধারা)। যে ঐ প্রকার ব্যক্তিকে ঐ প্রকারে খরিদ কিংবা গ্রহণ করে, অথবা ভাড়া লয়, তাহারও ঐ প্রকার দণ্ড হইবে (৩৭৩ ধারা)। কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেহ বল পূর্ব্বক কোন প্রকার কার্য্য করায় তাহা হইলে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩৭৪ ধারা)।

নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার অবস্থায় যদি কেহ স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে বলাৎকার অপরাধ করে; যথা—

(১) স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায়,

(২) স্ত্রীলোকের বিনা সম্মতিতে;

(৩) কোন স্ত্রীলোককে বধ করিবার কিংবা পীড়া দিবার ভয় দেখাইয়া সম্মতি গ্রহণ করিয়া;

(৪) যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের এই বলিয়া বিশ্বাস জন্মায় যে, সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী এবং ঐ কথা বলিয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করে।

(৫) যদি ১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকা সম্মতি দেয়।

দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়সের স্ত্রীলোকের সহিত তাহার

স্বামী যদি তাহার বিনা সম্মতিতে সংসর্গ করে, তবে বলাৎকারের অপরাধ হয় না। স্ত্রী অঙ্গে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই বলাৎকার হয়, সম্পূর্ণ প্রবেশ প্রয়োজন করে না। যদি কেহ বলাৎকার করে, তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দশ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। যদি কেহ কোন স্ত্রীলোক, কিংবা পুরুষের অথবা পশুর সহিত অস্বাভাবিক অভিগমন করে, তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড কিংবা দশ বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৭৭ ধারা)।

সপ্তদশ অধ্যায় ৩৭৮—৪৬২ ধারা—এই অধ্যায়ে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাধের কথা লিখিত হইয়াছে। চৌর্য্য, জবরদস্তী বা অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ (Extortion) দস্যুতা, ডাকাইতি, অন্যায় পূর্ব্বক পরদ্রব্য ব্যবহার, বিশ্বাস ঘাতকতা, চোরাদ্রব্য গ্রহণ, বঞ্চনা, অপকার ও অনধিকার প্রবেশ অপরাধের বিষয় এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারীর বিনা সম্মতিতে যদি কেহ সেই সম্পত্তি শঠতা ক্রমে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে স্থানান্তরিত করে, তাহা হইলে চৌর্য্য অপরাধ করা হয় (৩৭৮ ধারা)। ২৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে, অন্যায় লাভ করিবার কিংবা কোন ব্যক্তির অন্যায় পূর্ব্বক ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্য শঠতা ক্রমে করা হইয়াছে বলা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বস্তু ভূমির সহিত সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাহা চৌর্য্যের বিষয় হয় না—কিন্তু ঐ সংযোগ বিযুক্ত হইলেই তাহা চুরি করা যাইতে পারে। চুরির অপরাধ করিলে তিন বৎসর

কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (৩৭৯ ধারা)। কোন বাসগৃহ, তাম্বু কিংবা নৌকাদি যাহা মনুষ্যের বসবাস ও দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে কোন দ্রব্য চুরি করিলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৮০ধারা)। চাকর হইয়া কোন দ্রব্য চুরি করিলে ঐরূপ দণ্ড হয় (৩৮১ ধারা)। চুরি করিবার কিংবা চুরি করিয়া পলাইবার অগ্রে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার কিংবা পীড়াদি দিবার জন্য সজ্জিত হইয়া চুরি করিলে ৮ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৮২ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার অপকারের ভয় দেখাইয়া কোন দ্রব্য কিংবা মূল্যবান নিদর্শন পত্র দিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে সে জবরদস্তী বা অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণের অপরাধ করে (extortion)। গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক extortion শব্দের স্থলের 'অপহরণ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অপহরণ অপরাধ করিলে তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৩৮৪ ধারা)। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ের অপহরণ অপরাধের ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে (৩৮৫—৩৮৯ ধারা দেখ)।

চৌর্য্য কিংবা জবরদস্তী বা অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণের (অপহরণের) অপরাধ স্থান বিশেষে দস্যুতায় পরিণত হয়। চুরি করিবার সময়ে কিংবা চুরি করিবার জন্য অথবা চোরামাল লইয়া যাইবার কালে যদি কেহ কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে, কিংবা পীড়া দেয় অথবা অবরোধ করে কিংবা করিবার উদ্যোগ করে অথবা ঐ প্রকার অপরাধ করিবে বলিয়া ভয় দেখায়,

তাহা হইলে দস্যুতা করা হয়। অপহরণ করিবার সময়ে অপরাধী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া যদি কোন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের, কি তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার, কি তৎক্ষণাৎ অন্যায় মতে অবরোধ করিবার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করে এবং সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য দেয়, তাহা হইলে অপহরণাপরাধ দস্যুতারূপে পরিণত হয়। (৩৯০ ধারা)। যদি পাঁচ কি ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া দস্যুতা করে, কি করিবার উদ্যোগ করে, কিংবা যাহারা দস্যুতা করে ও যাহারা দস্যুতার সাহায্য করে, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ বা তাহার অধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকে ডাকাইতি অপরাধে অপরাধী হয় (৩৯১ ধারা)। দস্যুতা করিলে ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে; যদি সূর্য্যাস্তের পরে এবং সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে কেহ রাজপথে দস্যুতা করে, তাহা হইলে তাহার ১৪ বৎসর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৯২ ধারা)। দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করিলে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৯৩ ধারা)। দস্যুতা করিবার সময়ে পীড়া দিলে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড কিংবা ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৩৯৪)। ডাকাইতি করিলে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারে (৩৯৫ ধারা)। যদি কেহ দস্যুতা কিংবা ডাকাইতি করিবার সময়ে কোন প্রাণনাশক অস্ত্র ব্যবহার করে, কিংবা কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দেয়, অথবা প্রাণহানি কিংবা গুরুতর পীড়া দিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে তাহার ৭ বৎসরের ন্যূন কাল কারা-

দণ্ড হইবে না (৩৯৭ ধারা)। যদি কেহ দস্যুতা কিংবা ডাকাইতি করিবার উদ্যোগের সময়ে প্রাণনাশক অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহার ঐ প্রকার দণ্ড হইবে (৩৯৮ ধারা)। যদি কেহ ডাকাইতি করিবার আয়োজন করে, তাহা হইলে তাহার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে (৩৯৯ ধারা)। যাহারা নিয়ত ডাকাইতি করে, তাহাদিগের দলভুক্ত থাকিলে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৪০০ ধারা)। ভ্রমণকারী চোরের দলভুক্ত থাকিলে ৭ বৎসরের অনধিক কাল সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪০১ ধারা)। ডাকাইতি করিবার অভিপ্রায়ে একত্রিত হইলে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারিবে (৪০২ ধারা)।

যদি কোন অস্থাবর সম্পত্তি কেহ শঠতাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করে, কিংবা নিজ কার্য্যে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (৪০৩ ধারা)। অল্পদিনের জন্য এই প্রকার ব্যবহার করিলেও অপরাধ হয়। যদি কেহ কোন দ্রব্য কুড়াইয়া পায় এবং দ্রব্যস্বামীকে দিবার অভিপ্রায়ে তাহা নিজ দখলে রাখে, তাহা হইলে সে অপরাধী হয় না, কিন্তু যদি দ্রব্যস্বামীর সন্ধান না লইয়া অথবা তাহার জন্য উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সে ঐ দ্রব্য শঠতা পূর্ব্বক নিজে ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই ধারার অপরাধ হয়। যদি ব্যবহার কালে ঐ দ্রব্য তাহার নিজের বলিয়া বিশ্বাস না থাকে এবং দ্রব্যস্বামীর সন্ধান হইবে না বলিয়া সে সরলভাবে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে, দ্রব্যস্বামীর নাম না জানিলে, কিংবা ব্যক্তি বিশে-

ষের ঐ দ্রব্য বলিয়া না জানিলে, সে নিরপরাধী হইবে না।
কোন ব্যক্তির দখলি দ্রব্য তাহার মৃত্যুর পর কাহার দখলে না
থাকা কালে, যদি কেহ আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে তাহার
তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে, আর যদি
অপহারক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চাকর কি কেরাণী হয়, তাহা
হইলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে (৪০৪ ধারা)।

বিশ্বাসঘাতকতা—কোন সমর্পিত বস্তু, কিংবা যে বস্তুর
উপর প্রভুত্ব আছে, তাহা যদি কেহ শঠতাক্রমে আত্মসাৎ করে
কিংবা নিজ কার্য্যে ব্যবহার করে, কিংবা সমর্পণ হেতু আইনানু-
সারে যে প্রকারে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহার
অথবা কোন স্পষ্ট কি ভাবতঃ যুক্তির অন্যথাচারণ করিয়া
শঠতা পূর্ব্বক উহা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে, কিংবা জ্ঞান
পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেয়, তাহা হইলে
সে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ করে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে
তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড
হইতে পারে (৪০৭—৪০৯ ধারা দ্রষ্টব্য)।

অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ —যে সম্পত্তি চৌর্য্য, অপহরণ, কিংবা
দস্যুতা দ্বারা হস্তগত হইয়াছে, কিংবা যাহা অবৈধরূপে ব্যব-
হৃত কি আত্মসাৎ করা হইয়াছে criminally misapproprita-
ted অথবা যৎসম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হইয়াছে,
তাহাকে অপহৃত দ্রব্য (চোরা জিনিস, Stolen property)
বলে। কোন দ্রব্য অপহৃত জানিয়া কিংবা জানিবার কারণ
পাইয়া যদি কেহ তাহা শঠতাভাবে গ্রহণ করে, কিংবা রাখে,
তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা

উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৪১১ ধারা)। এই ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে তিনটী বিষয় প্রমাণ করা উচিত। (১) দ্রব্যটী অপহৃত, (২) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিল কিংবা নিজ দখলে রাখিয়াছিল; (৩) যে সময়ে সে উহা গ্রহণ করে, কি দখলে রাখে, তখন উহা অপহৃত বলিয়া জানিত কিংবা অপহৃত বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। প্রথম বিষয়টী সাব্যস্ত করিতে হইলে চুরির প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় বিষয়টী প্রমাণ করা তত কঠিন নহে। যদি কেহ সরলভাবে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরে জানিতে পারে, কিংবা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ পায় যে, ঐ দ্রব্য অপহৃত দ্রব্য এবং তৎপরেও তাহা অসরলভাবে নিজ দখলে রাখে, তাহা হইলে সে অপরাধী হয়। যদি অপহৃত বস্তু কোন ব্যক্তির হস্তে কিংবা পকেটে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে দখলিকার বলিয়া অনায়াসেই সাব্যস্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রকার স্পষ্ট প্রমাণ সকল সময়ে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া দখল সাব্যস্ত করিতে হয়। যদি কোন স্থান বা বস্তু নির্দ্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির দখলে থাকে এবং সেই স্থানে কিংবা বস্তু মধ্যে কোন চোরা জিনিস পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দখল অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু যে স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকে যাইতে কিংবা চোরা মাল রাখিতে পারে, সে স্থানে চোরা মাল পাওয়া গেলে, একা অভিযুক্ত ব্যক্তির দখল অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। এজমালী বাড়ীতে চোরা মাল পাওয়া গেলে, এজমালী পরি-

বাড়ের কোন এক ব্যক্তিকে 'চোরা' মালের দখলিকার বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত নহে, এমন কি বাড়ীর কর্ত্তাকেও দখলিকার বলিয়া দণ্ডনীয় করা উচিত হইবে না। তৃতীয় বিষয়টী দুই প্রকারে সাব্যস্ত হইতে প্যারে, প্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা, দ্বিতীয়, তাহার বিশ্বাসের প্রমাণ দ্বারা। এই ধারায় বিশ্বাস শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদি কেহ কোন সম্পত্তি গ্রহণ করে, আর ঐ সম্পত্তি 'চোরা' বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলেও সে এ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে না, কেননা সন্দেহ অপেক্ষা প্রবলতর ধারণা না হইলে বিশ্বাস হইয়াছে, বলা যায় না। তজ্জন্য যদি প্রমাণ হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিতান্ত অসাবধান হইয়া, অথবা সম্পত্তির অধিকারী সম্বন্ধে বিশেষরূপ তদন্ত না করিয়া চোরা মাল গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইলেও সে এ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে না। জ্ঞান ও বিশ্বাস হইতেছে মানসিক অবস্থা। মনের ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া সুকঠিন। অবস্থা ঘটিত প্রমাণের উপর লক্ষ্য করিয়া মনের ভাব অনুমান করিতে হয়, এই কারণে কি অবস্থায় চোরা মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল, চোরা মাল গ্রহণ করিবার সময়ে সে কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, এবম্বিধ বিষয়ের প্রমাণ দ্বারা তৃতীয় বিষয়টী সাব্যস্ত করা উচিত। অল্প মূল্যে, গোপন ভাবে, কিংবা অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ কি ক্রয় করিলে শঠতা ভাবের অনুমান হয়। সচরাচর লোকে যে অবস্থায় সরল ব্যবহার করে, তাহার বিপরীত অবস্থায় কার্য্য করিলে অনেক সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির অসরল ভাবের অনুমান হয়, এবং সেই অবস্থায়

যদি প্রথম দুইটী বিষয়ের প্রমাণ থাকে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সরল ভাবের কোন প্রমাণ না দেয়, তাহা হইলে তৃতীয় বিষয়টী অনুমান করিয়া লইতে হয়। ডাকাইতির মাল গ্রহণ করিলে যাবজ্জীন দীপান্তর দণ্ড কিংবা ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৪১২ ধারা)। যদি কেহ নিয়ত চোরা মাল গ্রহণ করে, কিংবা চোরা মালের ব্যবসায় করে, তাহা হইলে তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৪১৩ ধারা। চোরামাল লুকাইয়া রাখিবার, কিংবা হস্তান্তর কি নষ্ট করিবার সাহায্য করিলে, তিন বৎসর কারা-দণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৪১৪ ধারা)।

বঞ্চনা—কোন ব্যক্তির ভ্রান্তি জন্মাইয়া যদি কেহ শঠতা বা প্রতারণা পূর্ব্বক তাহাকে কোন দ্রব্য দিতে কিংবা কোন দ্রব্য রাখিবার অনুমতি দিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, কিংবা ঐরূপ প্রতারিত ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করিতে, কিংবা কোন কার্য্য করণে বিরত হইতে প্রবৃত্তি দেয়, যাহা সে প্রতারিত না হইলে করিত না, কিংবা করণে বিরত হইত না, আর ঐরূপ কার্য্য দ্বারা যদি প্রতারিত ব্যক্তির শরীর, মন, সুখ্যাতি বা সম্পত্তির হানি কি ক্ষতি হয়, কিংবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সে বঞ্চনা করিয়াছে বলা যায় (৪১৫ ধারা)। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বঞ্চনার ভিন্ন রূপ দণ্ড বিধান করা হইয়াছে (৪১৭—৪২৪ ধারা)। সামান্য বঞ্চনার জন্য এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৫১৭ ধারা)।

অপকার—সাধারণের কিংবা ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় মতে

ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা নিজের কার্য্য দ্বারা ঐরূপ ক্ষতি কি অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ কোন সম্পত্তি নষ্ট করে, কিংবা যদ্দ্বারা সম্পত্তির মূল্য বা কর্ম্মণ্যতা নষ্ট বা ন্যূন হইতে পারে, তদ্রূপ পরিবর্ত্তনাদি করে, তাহা হইলে সে অপকার করিয়াছে বলা যায়। সম্পত্তির অধিকারীর ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও অপকারের অপরাধ হইতে পারে। এমন কি, নিজের কিংবা এজমালী সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্য্য দ্বারাও এ অপরাধ হইতে পারে। যদু শ্যামের নামে টাকার নালিশ করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হয় ও ডিক্রীর পাওনা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে শ্যামের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার চেষ্টা করে। যদুর পাওনা আদায়ের ব্যাঘাত করিবার অভিপ্রায়ে শ্যাম নিজের অস্থাবর সম্পত্তি পোড়াইয়া ফেলে। এ অবস্থায় শ্যাম অপকার করার অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে। যদু ও শ্যামের একটী ঘোড়া আছে। শ্যামের ক্ষতি করিবার উদ্দেশে যদু ঐ এজমালী ঘোড়াটী যদি গুলি করিয়া মারে, তাহা হইলে সে এই ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে (৪২৫ ধারা)। অপকার করিলে তিন মাস কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারে (৪২৬ ধারা)। সম্পত্তির প্রকৃতি ও মূল্য এবং অপকার করিবার প্রণালী ও অবলম্বিত উপায়ের প্রকৃতি বিবেচনায় এই অপরাধ কখন লঘু ও কখন গুরু বিবেচিত হইয়াছে। সামান্য অপকারের জন্য তিন মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অগ্নি দ্বারা গৃহ দাহ করিয়া অপকার করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে (৪২৭—৪৪০ ধারা দ্রষ্টব্য)।

অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ— কোন প্রকার অপরাধ করিবার কিংবা সম্পত্তির দখলকারীকে ভয় প্রদর্শন, কি অপমান বা উত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ তাহার দখলি সম্পত্তির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে, কিংবা বৈধভাবে প্রবেশ করিয়া ঐ প্রকার অন্যায় অভিপ্রায়ে তথায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে (৪৪১ ধারা)। যে ঘর, তাম্বু কি নৌকাদি মনুষ্যের বসবাস কিংবা দেবার্চ্চনা অথবা সম্পত্তি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিলে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয় (৪৪২ ধারা)। লুক্কায়িত ভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে ৪৪৩ ধারার অপরাধ হয়। সূর্য্য অস্ত গমনের পরে ও উদয় হইবার পূর্ব্বে লুক্কায়িত ভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে, রাত্রি যোগে লুক্কায়িত ভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ হয় (৪৪৪ ধারা)। নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করে, তাহা হইলে সে দোষ ভাবে পরগৃহ প্রবেশের অপরাধ করিয়াছে বলা যায় (Commits house-breaking).

(১) নিজের কিংবা সাহায্যকারীর কৃত পথদ্বারা প্রবেশ কিংবা পরগৃহ হইতে বহির্গমন করিলে;

(২) যাহা গৃহে গমনাগমনের পথরূপে ব্যবহৃত হয় না, তদ্বারা কিংবা প্রাচীর বা গৃহাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহ প্রবেশ বা গৃহ হইতে নির্গত হইলে;

(৩) গৃহ-নিবাসী ব্যক্তি যে প্রকার উপায় দ্বারা পথ করি-

বার কল্পনা করে নাই, তদ্রূপ উপায় দ্বারা নিজের কিংবা সহায়তা-কারীর কৃত পথ দ্বারা প্রবেশ কিংবা বহির্গমন করিলে;

(৪) তালা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে কিংবা গৃহ হইতে নির্গত হইলে; অথবা

(৫) অপরাধ ভাবে বলপ্রকাশ, আক্রমণ কিংবা আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে অথবা গৃহ হইতে নির্গত হইলে;

(৬) অন্য লোকে গৃহে প্রবেশ করিতে কিংবা গৃহ হইতে নির্গত হইতে না পারে, এই উদ্দেশে যে পথ বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা নিজে মুক্ত করিয়া কিংবা অন্যের দ্বারা মুক্ত করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে কিংবা গৃহ হইতে নির্গত হইলে (৪৪৫ ধারা)। সূর্য্যাস্তের পর ও সূর্য্যউদয়ের পূর্ব্বে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ করিলে রাত্রযোগে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশের অপরাধ হয়। অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করিলে তিন মাস কারাদণ্ড কিংবা ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (৪৪৭) পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৪৪৮ ধারা)। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে যে দণ্ড হয়, তাহার বিধান ৪৪৮ হইতে ৪৫২ ধারায় লিখিত হইয়াছে। লুক্কায়িত ভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি দোষ ভাবে পরগৃহ-প্রবেশের অপরাধ করিলে দুই বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৪৫৩ ধারা) অন্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে এই অপরাধ করিলে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয় (৪৫৪ ও ৪৫৫ ধারা দ্রষ্টব্য)।

রাত্রিযোগে লুক্কায়িতভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিংবা দোষ ভাবে পরগৃহ প্রবেশের অপরাধের জন্য নানারূপ দণ্ডের বিধান আছে (৪৫৬—৪৬২ ধারা দ্রষ্টব্য)।

অষ্টাদশ অধ্যায় (৪৬৩—৪৮৯ ধারা)। দলিলাদি শিল্প এবং দ্রব্যের স্বামিত্ব পরিচায়ক চিহ্ন সম্বন্ধীয় অপরাধ। সাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি কি হানি করিবার কিংবা কোন প্রকার দাবি কি সত্বের পোষকতা করিবার অথবা কোন সম্পত্তি ত্যাগ করাইবার কিংবা কোন চুক্তি করাইবার অভি-প্রায়ে অথবা প্রতারণা করিবার মানসে যদি কেহ কোন দলিল কৃত্রিমরূপে প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে "জাল" অপরাধ করে (৪৬৩)। নিম্নলিখিত অবস্থায় দলিল প্রস্তুত করিলে কৃত্রিম দলিল প্রস্তুত করা হয়; (১) যাহার দ্বারা কিংবা অনুমতিক্রমে অথবা যে সময়ে কোন দলিল সম্পাদিত হয় নাই, তাহার দ্বারা কিংবা অনুমতিক্রমে অথবা সেই সময়ে উহা সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ শঠতা ক্রমে কিংবা প্রতারণা পূর্ব্বক সেই দলিল কিংবা তাহার কোন অংশ প্রস্তুত, দস্তখত কি মোহর ছেপদ্ধ করে, অথবা অন্য প্রকারে সম্পাদন করে ; (২) নিজের কিংবা অন্য ব্যক্তির দ্বারা কোন দলিল সম্পাদিত হইবার পরে, যদি কেহ আইন-সিদ্ধ ক্ষমতা ভিন্ন শঠতা ক্রমে কিংবা প্রতারণা পূর্ব্বক ঐ দলিলের কোন প্রয়ো-জনীয় অংশ কাটিয়া কি অন্য কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন করে ; (৩) যে ব্যক্তি প্রতারিত হইয়া কিংবা মত্ততা অথবা মনের বিকৃতাবস্থা প্রযুক্ত কার্য্যের প্রকৃতি বুঝিতে অশক্ত, তাহার দ্বারা কোন দলিল সম্পাদিত অথবা দলিলের কোন অংশ পরি-

বর্ত্তন করায়। অনেক সময়ে জাল দলিল প্রস্তুত করিলেও এই ধারাদ্বয় অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। ৪৬৩ ধারার লিখিত অভিপ্রায় বর্ত্তমান না থাকিলে অপরাধ হয় না। মহাজনকে ফাঁকি দিবার জন্য যদি কেহ নিজের সম্পত্তির জন্য কোন আত্মীয় বন্ধুর নামে কৃত্রিম কোবালা লিখিয়া দেয়, তাহা হইলে সে এ ধারা অনুসারে অপরাধী হয়না। কৃত্রিম করার অপরাধ করিলে দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৪৬৫ ধারা) দলিলের প্রকৃতি ও অপরাধী ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারে দণ্ডের তারতম্য হয় (৪৬৬—৪৬৯ ধারা দ্রষ্টব্য)। দলিল কৃত্রিম করিলে যে প্রকারে দণ্ডনীয় হইতে হয়, কৃত্রিম দলিল ব্যবহার করিলেও তদ্রূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় (৪৭১ ধারা)। দলিলাদি কৃত্রিম করিবার উপযোগী মোহরাদি কৃত্রিম করার ও তদ্রূপ মোহরাদি দখল রাখার অপরাধ অতি গুরুতর এবং তাহার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের বিধান আছে (৪৭২ ও ৪৭৩ ধারা)। শিল্প সম্বন্ধীয় ও দ্রব্যের স্বামিত্ব-পরিচায়ক চিহ্ন সম্পর্কীয় অপরাধের ও তাহার দণ্ডের কথা ৪৭৮ হইতে ৪৮৯ ধারায় লিখিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায় (৪৯০—৪৯২ ধারা)। কোন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে লইবার কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অথবা কোন ব্যক্তি স্থলপথে কি জলপথে যাইবার সময়ে তাহার চাকুরি করিবার বৈধ চুক্তি করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে কিংবা কোন অল্প-বয়স্ক কি বিকৃতমনা, কি রোগগ্রস্ত অথবা অশক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবার চুক্তি করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে, অথবা কোন ব্যক্তির মজুরি, শিল্পিকর কি মিস্ত্রী স্বরূপে

কার্য্য করিবার জন্য লিখিত চুক্তি করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে যে অপরাধ হয়, তাহার জন্য ৪৯০—৪৯২ ধারায় দণ্ড বিধান করা হইয়াছে।

বিংশ অধ্যায় (৪৯৩—৪৯৮ ধারা)। এই অধ্যায়ে বিবাহ সম্বন্ধীয় অপরাধের কথা লিখিত হইয়াছে। স্ত্রী কি স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহ করা যেস্থলে অবৈধ, সেস্থলে বিবাহ করিলে ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ও হইতে পরে (৪৯৪ ধারা)। পরস্ত্রী গমন করিলে ৫ বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৪৯৭ ধারা)। স্ত্রীলোকে এ ধারা অনুসারে দণ্ডনায় হয় না। অপরের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অবৈধ সংসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ তাহাকে তাহার স্বামীর কিংবা তাহার রক্ষকের নিকট হইতে লইয়া যায়, কি ফুশলাইয়া বাহির করে, অথবা তাহাকে আটক করিয়া কিংবা লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (৪৯৮ ধারা)।

একবিংশ অধ্যায় (৪৯৯—৫০২ ধারা)। এই অধ্যায়ে অপবাদের বিষয় কথিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা হানি হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া অথবা জানিবার কারণ পাইয়া যদি কেহ বাক্য, লিখন, ইঙ্গিত, চিত্র কিংবা দৃশ্যাদি দ্বারা কোন ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করে, তাহা হইলে সে অপবাদ করার অপরাধ করে। ৪৯৯ ধারায় দশটী বর্জ্জিত বিধির উল্লেখ আছে, সেগুলি এইঃ—

১। বর্জ্জিত বিধি। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন সত্য কথা

যদি সাধারণের মঙ্গলার্থে বলা কি প্রচার করা যায়, তাহা হইলে অপবাদ করা হয় না। এই বর্জ্জিত বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে দুইটী কথা প্রমাণ করা প্রয়োজন; প্রথম, যে অপবাদ-সূচক উক্তি করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত; দ্বিতীয়, সাধারণের উপকারার্থে ঐরূপ দোষারোপ করা হইয়াছে। উক্তি সাধারণের হিতকর কি না, তাহা অবস্থানুসারে মীমাংসা করা উচিত। কোন কোন অবস্থায় অপবাদ সূচক বাক্যের প্রকৃতি সাব্যস্ত করিতে পারিলেও এই বর্জ্জিত বিধির ফল পাওয়া যায় না। যদি কেহ বলে যে, অমুক ব্যক্তি বেশ্যাবাড়ী যায়, কি মদ খায়, কি বড় কৃপণ অথবা ২০ বৎসর পূর্ব্বে উহার বড় কুচরিত্র ছিল, আর যদি এই কথা গুলি প্রকৃত হয়, কিন্তু যদি এ প্রকার উক্তি দ্বারা সাধারণের মঙ্গল-সাধন না হয়, তাহা হইলে যে এই প্রকার নিন্দা করে, সে নিরপরাধী হইবে না। তবে উক্তি প্রকৃত হইলে সকল সময়েই দণ্ডের পরিমাণ কম হয়।

২ বর্জ্জিত বিধি। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক তাহার পদোচিত কার্য্যকরণ সময়ে যেরূপ ব্যবহার করেন কিংবা তাঁহার ব্যবহার দ্বারা যেরূপ চরিত্রের পরিচয় দেন, তদ্‌সম্বন্ধে সরল ভাবে মতামত প্রকাশ করিলে অপবাদ করা হয় না। বালগঙ্গাধর তিলকের মকদ্দমার বিচার কালে বিচারক ষ্ট্রাচী সাহেব (disaffection) শব্দের ব্যাখ্যা করিবার কালে যে প্রকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে যদি কেহ সরল ভাবে তীব্র সমালোচনা করে, তাহা হইলে সে বর্জ্জিত বিধির ফল পাইবে; তাহাতে অপরাধ হইবে না।

৩ বর্জ্জিত বিধি। সাধারণ বিষয়ে কোন ব্যক্তির ব্যবহার

সম্বন্ধেও সেই ব্যবহার দ্বারা তাহার চরিত্রের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সরল ভাবে মতামত প্রকাশ করিলে অপবাদ করা হয় না।

৪ বর্জ্জিত বিধি। কোন বিচারাদালতের কার্য্যপ্রণালীর কিংবা তাহার ফলের সত্য বিবরণ প্রকাশ করিলে অপবাদ করা হয় না।

৫ বর্জ্জিত বিধি। কোন আদালতের বিচারিত দেওয়ানী কি ফৌজদারী মকদ্দমার দোষগুণের বিষয়ে কিংবা ঐরূপ মকদ্দমায় কোন পক্ষ কি পক্ষের কার্য্যকারক কি সাক্ষীর ব্যবহারের বিষয়ে কিংবা তাহার ব্যবহার দ্বারা তাহার যেরূপ চরিত্র প্রকাশ পায়, তদসম্বন্ধে সরলভাবে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিলে অপরাধ হয় না।

৬ বর্জ্জিত বিধি। যদি কোন ব্যক্তি তাহার কৃতকার্য্য সাধারণের বিচারার্থে সমর্পণ করে, তাহা হইলে ঐ কার্য্য সম্বন্ধে কিংবা ঐ কার্য্য দ্বারা তাহার যে প্রকার চরিত্র প্রকাশ পায়, তদসম্বন্ধে সরলভাবে কো[illegible]শ করিলে অপব[illegible] করা হয় না।

[illegible]ন ব্যক্তি পুস্তক রচনা ক[illegible]শ করে, তাহা হইলে সরলভাবে সেই পুস্তকের দোষোল্লেখ করিলে অপবাদ অপরাধ হয় না। কোন অশ্লীল ভাবপূর্ণ পুস্তকের গ্রন্থকারকে মন্দ চরিত্রের লোক বলিলে দোষ হয় না।

৭ বর্জ্জিত বিধি। কোন ব্যক্তির উপরে আইন মতে কিংবা চুক্তি দ্বারা কোন প্রকার অধিকার থাকিলে, সেই অধিকার পরিচালনায় উক্ত ব্যক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে সরলভাবে কোন রূপ তিরস্কার করিলে অপরাধ হয় না।

৮ বর্জ্জিত বিধি। কোন ব্যক্তির নামে তাহার উপরওয়ালার নিকটে সরলভাবে কোন প্রকার অভিযোগ করিলে সে অপরাধ হয় না।

৯ বর্জ্জিত বিধি। যদি নিজের কি অপর ব্যক্তির অথবা সাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে অথবা সাধারণের মঙ্গল জন্য সরলভাবে কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর কোনরূপ দোষারোপ করা যায়, তাহা হইলে অপরাধ হয় না।

১০ বর্জ্জিত বিধি। যদি কোন ব্যক্তির কি সাধারণের হিতার্থে কোন ব্যক্তিকে সতর্ক করিবার জন্য অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরলভাবে কোন কথা বলা যায়, তাহা হইলে অপবাদ করা হয় না।

কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিলে যে প্রকার দোষারোপ দ্বারা তাহার সুখ্যাতির হানি হইত, তাহার মৃত্যুর পরে তদ্রূপ দোষারোপ করা হইলে এবং ঐ প্রকার আরোপ দ্বারা তাহার পরিবারবর্গের কি কোন আত্মীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট দিলে অপবাদ করা হয়। কোন কোম্পানি কি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি দোষারোপ করিলেও অপরাধ হইতে পারে। ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা কিংবা দ্ব্যর্থ ভাবে দোষারোপ করিলেও অপরাধ হয়। কিন্তু যে দোষারোপ করাতে অন্য লোকের বিবেচনায় চরিত্র কলঙ্কিত হয় না; কিংবা ব্যবসায় কি জাতি সম্পর্কীয় সুখ্যাতির হানি হয় না অথবা কোন ব্যক্তির সম্মানের খর্ব্বতা হয় না অথবা যদ্দারা লোকের মনে এ প্রকার বিশ্বাস না জন্মে যে, সেই ব্যক্তির শরীর অতি ঘৃণার্হ কিংবা অপকারজনক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; সে দোষারোপ অপবাদ বলিয়া

গণ্য নহে। বর্জ্জিত বিধি প্রমাণের ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর। অপবাদ অপরাধের জন্য বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর কারাদণ্ডের কিংবা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। (৫০০—৫০২)।

দ্বাবিংশ অধ্যায় (৫০৩—৫১০ ধারা)। কোন ব্যক্তির কোন প্রকার হানি করিবার ভয় প্রদর্শন করা, কিংবা কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহার রাগ জন্মান, ঐশ্বরিক নিগ্রহের ভয় দেখাইয়া কোন ব্যক্তিকে তাহার অনভি প্রেত কার্য্য করান, কোন প্রকার বাক্য, ইশারা অথবা বস্তু দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার হানি করা, কোন প্রকাশ্য কি নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করতঃ মাতলামি করিয়া লোকের বিরক্তি জন্মান ইত্যাদি অপরাধের দণ্ডের বিষয় এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় (৫১১ ধারা)। এই অধ্যায়ে অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বিষয় আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের বিষয় উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দারা অপরাধ বিষয়ক জ্ঞান পাঠকের জন্মিবে, কিন্তু ফৌজদারি বিষয়ক আরো কতকগুলি আইন আছে। সে আইন গুলির জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময়ে অসুবিধা ঘটে, তজ্জন্য আমরা সেই আইন গুলির সারমর্ম্ম পাঠকের গোচর করিয়া এই খণ্ড সমাপ্ত করিব।

কষাঘাত আইন।

সন ১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের ৫৩ ধারায় নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার দণ্ডের বিধান আছে; যথা—

১। প্রাণদণ্ড।

২। দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।

৩। শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ (Penal servitude)

৪। কারাদণ্ড—ইহা দুই প্রকারের (১) কঠিন পরিশ্রমের সহিত ও (২) বিনা পরিশ্রমে। ৭৩ ধারায় আর এক প্রকার কারাদণ্ডের বিধান আছে, তাহাকে নির্জ্জন কারাবাস বলে।

৫। সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করণ। (Forfeiture)

৬। অর্থদণ্ড।

দণ্ডবিধি আইন প্রচার হইবার চারি বৎসর পরে কশাঘাত আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা কশাঘাত দণ্ডবিধি-বদ্ধ হইয়াছে। নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য কশাঘাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যথা—(ক) চৌর্য্য, যাহার ব্যাখ্যা দণ্ড-বিধি আইনের ৩৭৮, ৩৮১ ও ৩৮২ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে; (খ) অপহরণ, ৩৮৮ ধারার লিখিত; (গ) লুক্কায়িত ভাবে পরগৃহ-প্রবেশ ও দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ, ৪৪৩—৪৪৬ ধারার ব্যাখ্যাত। এই সমস্ত ধারার লিখিত কোন অপরাধ প্রথমবার করিলে কেবল কশাঘাত দণ্ড হইতে পারে, কিন্তু যদি কেহ দ্বিতীয়বার ঐ সমস্ত ধারার লিখিত কোন অপরাধে দোষী

স ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেই ধারার লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে। (২ ও ৩ ধারা)। নিম্নলিখিত ধারার কোন এক ধারার অপরাধে যদি কেহ দ্বিতীয় বার দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই ধারার লিখিত দণ্ড ব্যতীত কশাঘাত দণ্ডও হইতে পারিবে। (ক) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা (১৯৩, ১৯৪ ও ১৯৫ ধারার লিখিত মতে); (খ) অস্বাভাবিক অভিগমন করার অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ (২১১ ও ৩৭৭ ধারা মত); (গ) স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার হানি করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ কিংবা অবৈধ বল প্রকাশ (৩৫৪ ধারা); বলাৎকার (৩৭৫ ধারা) এবং অস্বাভাবিক অভিগমন (৩৭৭ ধারা); (ঘ) দস্যুতা ও ডাকাতি (৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ও ৩৯৪ ধারা); (ঙ) নিয়ত চোরা মাল গ্রহণ কিংবা চোরা মালের ব্যবসায় (৪১৩ ধারা) (চ) জাল করা (৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮ এবং ৪৬৯ ধারা); (ছ) লুকায়িতভাবে ও দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ (৪৪৩—৪৪৬ ধারা (৪ ধারা দ্রষ্টব্য) যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান নাই, সেই প্রকার কোন অপরাধ যদি ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তি করে, তাহা হইলে অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারে।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন।

সন ১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন খানি অতীব প্রয়োজনীয়। যাঁহাদের হস্তে বিচার ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা যদি ইহার বিধান গুলি মনোযোগের সহিত না অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে সুবিচারের প্রত্যাশা করা যায় না, কিন্তু যাঁহারা আইন ব্যবসায়ী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার সম্যক জ্ঞান অপ্রয়োজনীয়। আমরা তজ্জন্য ইহার কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় বিধান মাত্র পাঠকের গোচর করিব।

পুলিস কর্ম্মচারী কিংবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সাহায্য করিবার এবং সংবাদ দিবার বিধান ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ৪২, ৪৪ ও ৪৫ ধারায় করা হইয়াছে। ৪২ ধারার বিধান এই যে, মাজিষ্ট্রেট কিংবা পুলিসের কর্ম্মচারী যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আইনানুসারে সক্ষম, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য, কিংবা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে, কি খাল, কি টেলিগ্রাফ কি সাধারণ সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে অথবা কোন দাঙ্গা কি হাঙ্গামা দমন করণ জন্য, যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কিংবা পুলিস কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির সঙ্গত রূপ সাহায্য চাহেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তদ্রূপ সাহায্য করিতে বাধ্য। ৪৪ ধারার বিধান এই যে দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯,

৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ ধারায় লিখিত অপরাধ কোন ব্যক্তি করিতেছে কি করিবার কল্পনা করিতেছে, ইহা যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট কিংবা পুলিস কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয়ে অগোপে সংবাদ দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য। না জানাইবার সঙ্গত কারণ থাকিলে তাহা তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। ৪৫ ধারার মর্ম্ম এই যে, যদি কোন পল্লীগ্রামের মণ্ডল কিংবা চৌকীদার, তহশিলদার কি পল্লীগ্রামের পুলিস কর্ম্মচারী অথবা কোন ভূমির কিংবা কোর্ট অব ওয়ার্ডের পক্ষে খাজনা আদায়ের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী যদি নিম্ন লিখিত বিষয়ের কোন প্রকার সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিকটস্থ পুলিস কর্ম্মচারী অথবা মাজিষ্ট্রেটকে অবিলম্বে তদ্বিষয়ে সংবাদ দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। বিষয় গুলি এই:—তাহার বাসগ্রামে (১) কোন প্রসিদ্ধ চোরামাল গ্রহণকারী কি ব্যবসায়ীর বাসস্থান, (২) কোন দস্যু, পলাতকা কয়েদী কিংবা ঘোষণাকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তির গমনাগমন, (৩) যে অপরাধের জন্য জামিনের বিধান নাই, তদ্রূপ অপরাধ কিম্বা দণ্ড বিধি আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ কিংবা ১৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ ঘটনা কিংবা ঘটিবার আশঙ্কা। (৪) কোন অকস্মাৎ কিংবা অপঘাত অথবা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু ঘটনা এবং তাহার বাসগ্রামের নিকটে কিংবা ভারতেশ্বরীর অধিকারের বাহিরে যদি দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০ ধারার লিখিত অপরাধের ঘটনা কিংবা ঐ প্রকার অপরাধ

ঘটনা হইবার আশঙ্কা। ১০২ ধারায় লিখিত আছে যে; যে অপরাধীর তল্লাস জন্য যদি কোন ব্যক্তি কোন বাড়ীতে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি ওয়ারেণ্ট দেখাইলেই ঐ বাড়ীতে যে বাস করে কিংবা যাহার ঐ বাড়ী, সে ঐ বাড়ী প্রবেশের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবে, এবং যাহাতে সহজে তল্লাস হইতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিবে।

গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা।—যে ধর্ত্তব্য (cognizable) অপরাধের জন্য জামিনের কোন বিধান নাই, তদ্রূপ অপরাধ যদি কেহ কোন বেসরকারী private) ব্যক্তির সম্মুখে করে এবং অপরাধী বলিয়া যাহার নামে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ বেসরকারী ব্যক্তি ধরিতে পারিবেন। এ প্রকার ব্যক্তিকে ধৃত করার পরে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া কোন পুলিস কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে (৫৯ ধারা দ্রষ্টব্য। কিন্তু কোন জেলার মাজিষ্ট্রেট কিংবা সবডিভিজানের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট কোন পলাতকা কয়েদী, ঘোষণাকৃত অপরাধী অথবা জামিনের অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কোন ভূম্যাধিকারী, ইজারদার কিংবা কোন ভূম্যাধিকারীর প্রধান কর্ম্মচারী (Manager) কে ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন। যাঁহাকে এ প্রকার ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয়, তিনি ঐ প্রকার অপরাধী ব্যক্তি তাঁহার এলাকার মধ্যে আসিলে, গ্রেপ্তার করিয়া নিকটস্থ পুলিস কর্ম্মচারীকে সমর্পণ করিবেন (৭৮ ধারা)।

সমন জারি ও দলিল দাখিল।—যদি কোন ব্যক্তির হস্তে সমন দিয়া জারি করা হয় এবং তাহার নিকট রসিদ চাওয়া

হয়, তাহা হইলে আসল সমনের পৃষ্ঠে নিজ নাম লিখিয়া রসিদ দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য (৬৯ ধারা)। যদি কোন আদালত কিংবা পুলিস ষ্টেসনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কেবল কোন দলিল কি দ্রব্য দাখিল জন্য কাহার প্রতি কোন সমন কি হুকুমনামা দেন, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ দলিল কি দ্রব্য দাখিল করিলেই যথেষ্ট হইবে; স্বয়ং হাজির হওয়ার প্রয়োজন নাই (৯৪ ধারা)।

তদন্তকারী পুলিস কর্ম্মচারী যদি কোন ব্যক্তিকে কোন মকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি প্রকৃত উত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর দিলে উত্তরদাতার নামে কোন প্রকার ফৌজদারী মকদ্দমা হইবার কিংবা তাহার অর্থদণ্ড অথবা স্বত্বচ্যুত হইবার সম্ভব, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বাধ্য হইবে না (১৬১ ধারা)।

জুরি ও আসেসর।—কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা জুরি কি আসেসর স্বরূপে কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন, ৩১৯ ধারায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণ এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণ জুরি কিংবা আসেসরের কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। আমাদের ছোটলাটবাহাদুর আইনব্যবসায়ীদিগকেও সম্প্রতি ঐ প্রকার ক্ষমতা দিয়াছেন। অধিকাংশ আইন ব্যবসায়ীগণ কিন্তু এ প্রকার ক্ষমতা পাইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা বলেন যে, লাট বাহাদুর তাঁহাদিগকে একটী অতীব বাঞ্ছনীয় এবং সাধারণের হিতকর ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাঁহাকে জুরি কিংবা আসেসরের কার্য্য করিবার জন্য তলব করা হয়, তিনি যদি উপস্থিত না হন কিংবা উপস্থিত

হইয়া পরে আদালতের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (৩৩২ ধারা)।

রফার যোগ্য অপরাধ।—নিম্ন লিখিত অপরাধ ও তাহার উদ্যোগ এবং সহায়তা করার অপরাধ রফা নিষ্পত্তি হইতে পারে। মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন এক সময়ে রফা হইতে পারে। রফা নিষ্পত্তি হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য হইবে। যাহার রফা করিবার ক্ষমতা আছে, সে যদি নাবালক, জড় কিংবা বিকৃতমনা ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে যিনি চুক্তি করণে সক্ষম, তিনিই মকদ্দমা রফা করিতে পারিবেন। প্রথম স্তম্ভে অপরাধের বিবরণ, দ্বিতীয় স্তম্ভে দণ্ডবিধি আইনের ধারা এবং তৃতীয় বা শেষ স্তম্ভে রফাকরণ সক্ষম ব্যক্তির কথা লিখিত হইল। যথা—

অপরাধ	দণ্ডবিধি আইনের ধারা	যে ব্যক্তি অপরাধ রফা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।
১। ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কথা বলা ইত্যাদি	২৯৮ ধারা	যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার ইচ্ছা থাকে।
২। পীড়া দেওয়া	৩২৩,৩৩৪ ধারা	যে ব্যক্তিকে পীড়া দেওয়া যায়।
৩। কোন ব্যক্তিকে অন্যায় মতে অবরোধ বা আবদ্ধ করণ	৩৪১, ৩৪২ ধারা	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ কিংবা বদ্ধ করা যায়।
৪। আক্রমণ কিংবা অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ	৩৫২, ৩৫৫ ও ৩৫৮ ধারা	যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করা যায় কিংবা যাহার প্রতি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করা যায়।
৫। অবৈধ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক শ্রম করান	৩৭৪ ধারা	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক শ্রম করান যায়।
৬। ব্যক্তি বিশেষের অপকার	৪২৬ ও ৪২৭ ধারা	যাহার ক্ষতি করা যায়।
৭। অনধিকার প্রবেশ	৪৪৭ ধারা	সম্পত্তির দখলিকার ব্যক্তি।
৮। পরগৃহ প্রবেশ	৪৪৮ ধারা	

৯। অপরাধ ভাবে চাকুরির চুক্তি ভঙ্গ করণ	৪৯০, ৪৭১, ও ৪৯২ ধারা	যাহার সহিত চুক্তি করা হইয়াছিল।
১০। পরস্ত্রী গমন	৪৯৭ ধারা	স্ত্রীলোকের স্বামী।
১১। পরস্ত্রীকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া, লুকাইয়া রাখা, আটক রাখা ইত্যাদি	৪৯৮ ধারা	
১২। অপবাদ করণ	৫০০ ধারা	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়।
১৩। অপবাদ সূচক বিষয় মুদ্রিত কি খোদিত করণ	৫০১ ধারা	
১৪। ঐ প্রকার বিষয় প্রচার করণ	৫০২ ধারা	
১৫। শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞান পূর্ব্বক অপমান করণ	৫০৪ ধারা	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়।
১৬। যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার অপরাধ করিবার ভয় প্রদর্শন করণ।	৫০৬ ধারা	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান হয়।

দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪ (প্রাণনাশক অস্ত্রাদি দ্বারা পীড়া দেওয়া), ৩৩৫ (অকস্মাৎ গুরুতর পীড়া দেওয়া), ৩৩৫ (অকস্মাৎ গুরুতর রাগ ভরে গুরুতর পীড়া দেওয়া), ৩৩৭ (যে কার্য্যের দ্বারা প্রাণহানির আশঙ্কা, সেই কার্য্য অসাবধানতা বশতঃ করিয়া পীড়া দেওয়া) এবং ৩৩৮ (যে কার্য্যের দ্বারা প্রাণহানির আশঙ্কা সেই কার্য্য অনবধানতা পূর্ব্বক করিয়া গুরুতর পীড়া দেওয়া) ধারার লিখিত অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি পাইলে যে ব্যক্তি পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছে, সে রফা করিতে পারে।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণ—উপযুক্ত সঙ্গতি থাকা সত্ত্বে যদি কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রী অথবা অক্ষম ঔরসজাত কি জারজ সন্তানকে প্রতিপালন না করে, কিংবা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে জিলার, কি সবডিবিজানের মাজিষ্ট্রেট, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ভরণপোষণ জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়াইতে পারিবেন। যে এই প্রকার হুকুম অমান্য করে, তাহার একমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। যে স্ত্রীর চরিত্র মন্দ কিংবা যে অনুপযুক্ত কারণে নিজ স্বামীর সহিত বাস করিতে অস্বীকার করে, সে ভরণপোষণের দাবি করিতে সক্ষম নহে (৪৮৮ ধারা)।

ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের যে বিধানগুলির জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময়ে নিতান্ত অসুবিধা ঘটে, কেবল তাহার সার মর্ম্ম উপরে লিখিত হইল।

পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ আইন।

(CATTLE TRESPASS ACT)

১৮৭১ সালের ১ আইন।

চাস আবাদ যে দেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা, সে দেশে এ প্রকার আইন না থাকিলে বড়ই কষ্টকর হয়। গরু মহিষাদি দ্বারা সর্ব্বদা শস্যাদির হানি হইতেছে। দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করা অনেক গরীব প্রজার পক্ষে অসাধ্য, তজ্জন্য আইনকর্ত্তাগণ এই আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির গো মেষাদি অপর ব্যক্তির ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহার কিংবা তদুৎপন্ন ফশলাদির হানি করে, তাহা হইলে সেই ভূমির কৃষক কিংবা দখলিকার অথবা ঐ ভূমির শস্যাদির ক্রেতা কি বন্দক গৃহিতা ঐ গোমেষাদি ধরিয়া কি ধরাইয়া নিকটবর্ত্তী খোয়াড়ে দিতে পারিবে এবং তজ্জন্য তাহারা পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিলে পুলিস কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। (১০ ধারা দ্রষ্টব্য)। কোন রাজকীয় পথে, সাধারণের ক্রীড়াভূমিতে, কোন ক্ষেত্রে, খালে কি অন্যপ্রকার পয়ঃপ্রণালীতে কিংবা বাঁধে যদি কোন পশু বিচরণ করে কিংবা তাহার কোন প্রকার হানি করে, তবে এই পশ্বাদির রক্ষক কিংবা জিম্বাদার অথবা কোন পুলিস কর্ম্মচারী ঐ পশু ধরিয়া নিকটবর্ত্তী পাউণ্ডে পাঠাইতে পারিবে (১১ধারা)। খোয়াড় রক্ষকগণ নিম্নলিখিত হারে ঐ প্রকার পশুর জরিমানা আদায় করিবেক।

১। হস্তি ... ... ২৲ টাকা
২। উট বা মহিষ ... ... ॥০ আনা
৩। সকল রকমের ঘোড়া ও গরু ষাঁড় প্রভৃতি ।০ আনা
৪। বাছুর, গাধা বা শুকর ... ... ৵০ আনা
৫। সকল রকমের ভেড়া ও ছাগল ... ... /০ আনা

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই হার বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আহারাদির খরচা দিতে হইবেক (১২ ধারা দ্রষ্টব্য)। পশ্বাদির স্বামী কিংবা তাঁহার কার্য্যকারক নির্দ্ধারিত জরিমানা ও খরচা দিলে পাউণ্ডরক্ষক পশ্বাদি তাঁহাকে দিতে বাধ্য। খোয়াড়ে দেওয়ার তারিখ হইতে ৭ দিবসের মধ্যে ঐ পশুর দাবি দাওয়া না হইলে পাউণ্ড রক্ষকের রিপোর্ট অনুসারে নিকটবর্ত্তী পুলিস কর্ম্মচারী ঐ পশু বিক্রয়ার্থে ঘোষণা দিবেন এবং ঘোষণার পরে সাত দিবসের মধ্যে যদি কেহ ঐ পশু দাবি না করে, তাহা হইলে তাহা নিলাম হইবে। জরিমানাও আহারের এবং নিলামের খরচা বাদে যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ঐ পশুর স্বামী পাইবেন। পুলিস কর্ম্মচারী কিংবা খোয়াড় রক্ষক নিলাম খরিদ করিতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তির গো মহিষাদি অন্যায় রূপে ধৃত হয় কিংবা আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ পশুর স্বামী নিজে অথবা কার্য্যকারকের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে পারিবে। ঐ পশু অন্যায় মতে ধৃত হওয়া কিংবা আবদ্ধ রাখা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদীকে এক শত টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ এবং খরচাদি দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন (২২ ধারা)। এই আইনানুসারে যে পশু ধরা যাইতে পারে,

তাহা ধরিবার সময়ে যদি কেহ বলপূর্ব্বক বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়ার পরে পাউণ্ড হইতে অথবা পাউণ্ডের রাস্তা হইতে তাহা ছিনাইয়া লয়, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড কিংবা ৫শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (২৪ ধারা)। কোন শূকর যদি কোন ভূমি কিংবা শস্য অথবা সাধারণের রাস্তা নষ্ট কি ক্ষতি করে, তাহা হইলে ঐ শূকর-স্বামীর দশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৬ ধারা)। যদি কোন পাউণ্ড রক্ষক এই আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন পশু ছাড়িয়া দেয়, কিংবা নিলাম খরিদ করে অথবা পশুকে উপযুক্ত আহারাদি না দেয়, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৭ ধারা)। পশ্বাদি দ্বারা যাহার ক্ষতি হয়, সে উপযুক্ত আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারিবে, এই আইনের বিধান দ্বারা তাহার বাধা হইবে না (২৯)।

জুয়া খেলা বিষয়ক আইন।

১৮৬৭ সালের ২ আইন।

এই আইন বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রণীত। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার শাসনান্তর্গত স্থানে ইহা প্রচলিত হয়। যে যে স্থানে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ঘোষণা কলিকাতা গেজেটে দেওয়া হইয়াছে। যে স্থানে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সীমার মধ্যে যদি কেহ কোন গৃহ, তাম্বু অথবা বেষ্টিত স্থান সাধা-

রণের দ্যূত 'ক্রীড়ার জন্য রাখে, কি ব্যবহার করে অথবা জ্ঞান পূর্ব্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ গৃহ, তাম্বু বা বেষ্টিত স্থান, সাধারণের দ্যূত-ক্রীড়ার জন্য রাখিতে কিংবা ব্যবহার করিতে দেয়, এবং সে যদি ঐ স্থান, গৃহ, বা তাম্বুর অধিকারী কি দখলিকার হয় কিংবা তাহার তত্ত্বাবধারণে যদি উহা থাকে, তাহা হইলে তাহার দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা তিন মাস কারাদণ্ড হইতে পারে। যদি কেহ ঐরূপ স্থানে দ্যূত-ক্রীড়া করিবার জন্য অর্থাদি প্রদান করে কিংবা দ্যূত-ক্রীড়ার সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহারও ঐ প্রকার দণ্ড হইবে (৩)। ঐ প্রকার গৃহাদিতে যদি কেহ তাশাদি উপকরণ লইয়া দ্যূতক্রীড়া করে কিংবা ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহার একশত টাকা অর্থদণ্ড কিংবা একমাস কারাদণ্ড হইতে পারে (৪)। যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ দ্যূতক্রীড়ার স্থানে খেলার সময়ে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ প্রমাণভাবে অনুমান হইবে যে, সে দ্যূতক্রীড়া করিবার উদ্দেশে তথায় উপস্থিত ছিল। দ্যূতক্রীড়ার তাশাদি উপকরণ যদি কোন স্থানে পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই স্থান দ্যূতক্রীড়ার স্থান বলিয়া অনুমিত হইবে। জেলার মাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব যদি কোন স্থানে জুয়া খেলা হয়, এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সেই স্থানে একাএক প্রবেশ করিতে, যাহারা তথায় উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে এবং দ্যূতক্রীড়ার উপযোগী উপকরণাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন। অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি প্রকৃতভাবে নিজের নাম ও বাসস্থানের কথা প্রকাশ না

করে, তাহা হইলে তাহার ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে। দ্যূতক্রীড়া অপরাধে কাহার দণ্ড হইলে বিচারপতি তাহার দখলী ক্রীড়ার উপযোগী উপকরণাদি নষ্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন। যে এই আইনানুসারে একবার দণ্ডনীয় হইয়াছে, সে যদি দ্বিতীয় বার দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে প্রথম বার অপরাধ করিলে যে পরিমাণ দণ্ড হইতে পারে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ দণ্ড হইবে।

অহিফেন বিষয়ক আইন।

১৮৭৮ সালের আইন।

এই আইন এবং অহিফেন বিষয়ক অন্যান্য আইনের বিধানের অন্যথায় কেহ নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেক না; (১) পোস্তের চাস; (২) অহিফেন প্রস্তুত; (৩) অহিফেন দখলে রাখা; (৪) অহিফেন চালান দেওয়া; (৫) অহিফেন আমদানি কিংবা রপ্তানি করা এবং (৬) অহিফেন বিক্রয় করা (৫ ধারা)। অহিফেন রক্ষা করা গুদামজাত করা আমদানি ও রপ্তানি এবং বিক্রয় করা সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইবেক, তাহার বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে। পোস্ত চাস, আফিং প্রস্তুত, আমদানি রপ্তানি ও বিক্রয় এবং দখলে রাখা সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, তাহার অন্যথায় কোন কার্য্য করিলেও উপ-

য়ের লিখিত মত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে (৯ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তির দখলে অহিফেন পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই অহিফেন তাহার দখলে আসিয়াছে, তাহা তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। যদি সে তদ্বিষয়ে সন্তোষ জনক প্রমাণদিতে না পারে, তাহা হইলে অনুমান করা যাইবে যে, সে ৯ ধারার লিখিত অপরাধ করিয়া ঐ অহিফেন প্রাপ্ত হইয়াছে। ৯ ধারার লিখিত অপরাধ সাব্যস্ত হইলে পোস্ত, অহিফেন ও যে বাক্সাদিতে অহিফেন থাকে, তাহা এবং যে গাড়ী কিংবা জন্তু দ্বারা অহিফেন স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা জব্দ হইবে (১১ধারা)। আবকারী, পুলিস, কষ্টম, নিমক, অহিফেন ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগের পেয়াদা ও কনষ্টবলের শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর কোন কার্য্যকারক, যদি নিজজ্ঞানে কিংবা অন্য প্রদত্ত লিখিত সংবাদ মতে জানিতে পারেন যে, কোন স্থানে অবৈধ মতে অহিফেন প্রস্তুত হইতেছে, অথবা অবথা মতে প্রাপ্ত অহিফেন লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সূর্য্যোদয়ের পরে এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া সেই অহিফেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি ধরিয়া লইতে এবং যাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহার গাত্রানুসন্ধান করিতে অথবা তাহাকে আটক করিতে পারিবেন। যদি তিনি গৃহ-প্রবেশে কোন বাধা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই বাধা দূর করিতে এবং দ্বার ভঙ্গ করিতেও পারিবেন (১৪ ধারা)। এই প্রকার কর্ম্মচারী, কোন প্রকাশ্য স্থানে ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিবার সময়েও অহিফেন ধরিয়া লইতে পারিবেন (১৫ ধারা)। ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে এই অন্বেষণের

কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যদি সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ বিনা কোন কর্ম্মচারী কোন গৃহ প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করে, কি অনুসন্ধান করে অথবা কষ্টদায়ক ভাবে ও অনাবশ্যক মতে কোন ব্যক্তিকে আটক করে কিম্বা তাহার গাত্রানুসন্ধান করে, তাহা হইলে তাহার ৫শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (১৮ ধারা)। ১৯ ধারায় ওয়ারেণ্ট জারির ২০ ও ২১ ধারায় ধৃত ব্যক্তির ও বস্তুর চালানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অবৈধ-রূপে পোস্ত চাস হইতেছে, প্রকাশ পাইলে পোস্ত চারা নষ্ট না করিয়া আবদ্ধকারীর নিকট জামিন লইয়া ও চারা ক্রোক করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য (২২ ধারা)। অহিফেন ইজারদারের পাওনা যে প্রণালীতে সরকারী কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আদায় হইবে, তাহা ২৪ ধারায় লিখিত হইয়াছে। এই আইনের বিধান অনুসারে যে ফি কিংবা মাশুল ধার্য্য হয়, তাহা বাকি পড়িলে ও অহিফেনের রাজস্বের কোন ইজারদারের স্থানে পাওনা থাকিলে, তাহা দায়িকের কিংবা তাহার জামিনদারের নিকট হইতে আদায় হইবেক। যে প্রণালীতে ভূমির বাকি রাজস্ব আদায় হয়, সেই প্রণালী অনু-সারে এই বাকী আদায় হইবেক (২৩ ধারা)।

আবকারি আইন (১৮৭৮ সালের ৭ আইন)।

মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ, সিদ্ধি, চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আয় হয়। সকল প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতাদিগকে মাসুল দিতে হয় এবং

প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার জন্য অনুমতি (License) গ্রহণ করিতে হয়। কলেক্টর সাহেব এই লাইসেন্স দিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন ব্যক্তি আবকারী সংক্রান্ত কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কিংবা যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার চাষ করিতে অথবা ঘরে সুরা নিঃসারিত করিতে কিংবা ইউরোপে যে প্রকারে সুরা প্রস্তুত করণের স্থান নির্ম্মাণ করে এবং যেরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সুরা নিঃসারিত করে, তদ্রূপ স্থান নির্ম্মাণ কিংবা সুরা নিঃসরণ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিবে না। বোর্ডের মেম্বরগণ এতদ্ সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবেন। যাহারা খুজরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স পায়, তাহারা নিম্নের লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ 'আবকারী মাশুল যোগ্য' দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। সমুদ্র পথে আনিত মদিরা দুই গ্যালন অর্থাৎ ১২ কোয়ার্ট্ বোতল; তাড়ি ও পচুই ভিন্ন অন্য রকম মদিরা এক সের কিংবা এক কোয়ার্ট বোতোল; তাড়ি কিংবা পচুই, চারি সের; গাঁজা, সিদ্ধি কি ভাঙ্গ অথবা তদ্দ্বারা মিশ্রিত দ্রব্য এক পোয়া; চরস অথবা তদ্দ্বারা মিশ্রিত কোন দ্রব্য পাঁচ তোলা। যাহারা থোকা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স পাইয়াছে, তাহারা খুজরা বিক্রয় করিতে পারিবে না (১৫)। যাহারা অনুমতি প্রাপ্ত আবকারী মাশুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারী কিংবা বিক্রেতা নহে, তাহারা উপরের কথিত পরিমাণাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুরা ও গাঁজাদি দখলে রাখিতে পারিবে না। আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্যের মাশুল ও তাহা আদায়বিষয়ক বিধান ১৮ হইতে ২৫ ধারায় ও লাইসেন্সের কথা ২৬ হইতে

৩০ ধারায় লিখিত হইয়াছে।, আবকারী সংক্রান্ত কর্ম্মচারী-গণের ক্ষমতার বিষয় ৩১ হইতে ৫২ ধারায় উক্ত হইয়াছে। ৫৩ হইতে ৭৯ ধারায় দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। যদি কেহ লাইসেন্স না-লইয়া 'আবকারী মাশুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার ৫শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে (৫৩ ধারা)। যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, যদি কেহ বিনা লাইসেন্সে সেই গাছের চাষ করে, তাহা হইলে তাহার ঐরূপ দণ্ড হইতে পারিবে (৫৪ ধারা)। যদি কেহ ইউরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুরা নিঃসারিত করে, তাহা হইলে তাহার এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে (৫৫ ধারা)। ইউরোপীয় প্রণালী মতে যে ভাটিখানা প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, সেই ভাটিখানার অধ্যক্ষ কি সত্বাধিকারী যদি বোর্ডের কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ২শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (৫৬ ধারা)। আর যদি তিনি মাশুল না দিয়া ঐরূপ ভাটিখানা হইতে কোন সুরা স্থানান্তরিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার একহাজার টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (৫৭ ধারা)। দেশীয় ভাটিখানা হইতে বিনা পাসে মদ স্থানান্তরিত করিলে কিংবা পাসের লিখিত পরিমাণ হইতে বেশী পরিমাণ মদ লইয়া গেলে পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৫৮ ধারা)। আবকারী সংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে লাইসেন্স দেখাইতে না পারিলে কিংবা লাইসেন্সের লিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে অথবা বোর্ডের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে ৫০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারে (৫৯ ধারা)। যে ব্যক্তি খুজরা বিক্রয় করি-

বার লাইসেন্স পাইয়াছে, সে যদি থোকা বিক্রয় করে, অথবা যে ব্যক্তি থোকা বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে, সে যদি খুজরা বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার ২শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৬০ ধারা)। ১৫ ধারায় সুরা প্রভৃতির যে পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিক পরিমাণ সুরা কি অন্য প্রকার মাদক দ্রব্য বিনা লাইসেন্সে দখলে রাখিলে পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে। সমুদ্র পার হইতে আনিত মদ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিলে এ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না (৬১ ধারা)। গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য বেশী পরিমাণ তাড়ি দখলে রাখিলে অপরাধ হয় না (৬২ ধারা)। কোন ভূম্যধিকারী, কি তাহার ইজারদার, তহশীলদার, গোমস্তা কি অন্য কার্য্যকারক যদি কোন লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার 'আবকারী মাশুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৬৫ ধারা)। হাবড়ায়, কি কলিকাতা সহরের অথবা কলিকাতা সহরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের ঔষধি বিক্রেতা, কিংবা ঔষধি-প্রস্তুতকারী ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পরে এবং সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে নিজের কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে যদি আপনার ব্যবসায় স্থানে সুরাপান করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড হইবে, আর যে ব্যক্তি পান করিবে, তাহারও ঐরূপ দণ্ড হইবে; কিন্তু ঔষধির জন্য সুরা দিলে কোন অপরাধ হইবে না (৬৬ ধারা)। কোন বিক্রেতা যদি আপনার দোকানের মধ্যে মাৎলামী কি দাঙ্গা অথবা জুয়া খেলা করিতে দেয়,

কিংবা কোন আবকারীর মাশুলযোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে পরিধেয় বস্ত্র কিংবা অন্যকোন দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার দুইশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (৬৭ ধারা)। যদি কোন পুলিস কর্ম্মচারী বিনা কারণে কোন সাহায্যপ্রার্থী আবকারী কর্ম্মকারকে ও সাহায্য করিতে অস্বীকার কিংবা ক্রটী করে, তাহা হইলে তাহার পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। (৬৮ ধারা)। সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বে যদি কোন আবকারীর কর্ম্মচারী কাহার গৃহে কি দখলি স্থানে প্রবেশ করে কিংবা অন্যায়মতে ও কষ্টজনকভাবে কোন দ্রব্য গ্রহণ করে অথবা কোন ব্যক্তিকে আটক কি গ্রেপ্তার করে অথবা তাহার গাত্রানুসন্ধান করে, তাহা হইলে তাহার পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে (৬৯ ধারা)। যদি কোন আবকারীর কর্ম্মচারী মাদক দ্রব্য ও সুরাদি অবৈধরূপে প্রস্তুত কি বিক্রয় করিতে দেয় কি তাহার সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে (৭০ ধারা) এই আইনানুসারে অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের বিষয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি তদন্তকারী আবকারী কি পুলিস কর্ম্মচারী রিপোর্ট না করে, তাহা হইলে তাহার দুই শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (৭১ ধারা)। এই আইন অনুসারে যে অপরাধের জন্য দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারে, যদি কেহ সেই অপরাধের জন্য একবার দণ্ডনীয় হইয়া পুনরায় সেই অপরাধ করে, তাহা হইলে ঐ অপরাধের জন্য যে অর্থদণ্ডের বিধান আছে, তদতিরিক্ত ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারিবে (৭৪ ধারা)। যাহাদের কর্ত্তৃক অপরাধ প্রকাশ পায় অথবা যাহারা অপরাধীকে

অস্ত্র বিষয়ক আইন (১৮৭৮ সালের ১১ আইন)।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা হয়। ভারতবাসী দিগকে নিরস্ত্র করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। তাহারা নিতান্ত রাজভক্ত ও নির্জীব তাহাদের দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু আছে। তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক সময়ে বন্দুকাদি ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, এই কারণেই এদেশবাসীগণ এই আইনে প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু যখন আইনরূপে ইহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তখন ইহার বিধানগুলি প্রতিপালন করিতে আমরা সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে কেহ কোন অস্ত্র কি বারুদাদি দখলে রাখিতে পারে না। এই আইনের ৪ ধারায় অস্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বন্দুক সাঙ্গিন তরবারি, বড়কি, ছোরা, ধনুক ও তীর প্রভৃতি অস্ত্র বলিয়া বাচ্য। লাইসেন্স না লইয়া কেহ কোন অস্ত্র কিংবা বারুদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করিতে অথবা দখলে রাখিতে কিংবা স্থানান্তর হইতে আনিতে, অথবা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইতে পারিবে না। ১৯ ধারার লিখিত অপরাধ করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। অপরাধ গুলি এই—(১) লাইসেন্স না লইয়া কোন প্রকার অস্ত্র কিংবা বারুদ ও গোলাগুলি প্রভৃতি প্রস্তুত, বিক্রয় কি দখলে রাখা অথবা বিক্রয়ের জন্য সাধারণের গোচর করা; (২) নিজ ব্যবহারের অস্ত্রাদি বিক্রয় করি-

যার অধিকার অনুসারে অস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা নিকটবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট কিংবা পুলিস কর্ম্মচারীকে না জানান; (৩) লাইসেন্স না লইয়া কোন প্রকার অস্ত্র কিংবা বারুদ গোলাগুলি প্রভৃতি আমদানি কি রপ্তানি করা; (৪) লাইসেন্স না লইয়া অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া গমনাগমন করা (৫) লাইসেন্স না লইয়া কোন প্রকার কামান কিংবা আগ্নেয় অস্ত্র অথবা বারুদ ও গোলা গুলি দখলে রাখা এবং নিষিদ্ধ স্থানে কোন প্রকার অস্ত্রাদি দখলে রাখা; (৬) ১৭ ধারার (c) প্রকরণে যে লিপি (record) রাখা কর্ত্তব্য, সেই লিপি মিথ্যা করিয়া প্রস্তুত করা; (৭) লাইসেন্সের সময় অতীত হওয়ার ও অস্ত্রাদি দখলে রাখিবার অধিকার নষ্ট হইবার পরে অস্ত্রাদি নিকটবর্ত্তী পুলিস থানায় উপস্থিত না করা। উপরের লিখিত অপরাধ যদি কেহ কোন সরকারী কার্য্যকারককে জানিতে না দিবার অভিপ্রায়ে গোপনভাবে করে কিংবা অনুসন্ধানের সময়ে কোন অস্ত্র কি বারুদ গোলাগুলি লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার সাত বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২০ ধারা)। যদি কেহ লাইসেন্সের লিখিত কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে এবং সেই কার্য্য ১৯ ধারার বর্ণিত অপরাধের মধ্যে পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২১ ধারা)। কোন ব্যক্তির অস্ত্রাদি ও বারুদ প্রভৃতি বিক্রয় করিবার অধিকার নাই জানিয়া তাহার নিকট হইতে যদি কেহ কোন প্রকার অস্ত্র কিংবা বারুদাদি খরিদ করে অথবা যাহার অস্ত্রাদি দখলে রাখি-

বার অধিকার নাই তাহাকে কোন অস্ত্র কি বারুদ প্রভৃতি আনিয়া ভনিয়া দখল করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার ৬ মাস কারাদণ্ড কিংবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে (২২ ধারা)। যদি কেহ এই আইনের কোন বিধি অমান্য করে এবং তজ্জন্য স্বতন্ত্র কোন দণ্ডের বিধান না থাকে, তাহা হইলে তাহার এক মাস কারাদণ্ড কিংবা দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (২৩ ধারা)। যদি কেহ এই আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে যে অস্ত্র কিংবা বারুদ প্রভৃতি সম্বন্ধে অপরাধ করা যায় ও যে শকটাদি দ্বারা তাহা লইয়া যাওয়া যায় কি তাহা লইয়া যাইবার জন্য যে পশ্বাদি ব্যবহার করা যায় অথবা যে বাক্স প্রভৃতি জিনিসে তাহা থাকে তাহা সমুদয় অথবা তাহার কোন অংশ জব্দ করা যাইতে পারে (২৪ ধারা)। অস্ত্র, বারুদ প্রভৃতি লুক্কায়িত থাকা সন্দেহ করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব গৃহাদি অনুসন্ধান করিতে পারিবেন (২৫ ধারা)। মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা বিশেষ পদ অথবা বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিকে এই আইন অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য না থাকা স্থির করিয়া ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারেন (২৭) ধারা। এই আইনের লিখিত কোন অপরাধ ঘটনা হইয়াছে, ইহা যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী পুলিস ষ্টেসনে কিংবা মাজিষ্ট্রেট-কে তাহার সংবাদ দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য।

মৎস্য ধরিবার অধিকার সম্বন্ধীয় আইন।

(১৮৯২ আইন।)

ব্যক্তি বিশেষের দখলি জলাশয়ে যদি কেহ বিনা সত্ত্বে মৎস্য ধরে কিংবা মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন জলাশয়ে মৎস্য ধরার যন্ত্র স্থাপন কিংবা নির্ম্মাণ করে অথবা মৎস্য মারিবার কিংবা ধরিবার জন্য কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। কিন্তু মৎস্য ধরিবার অধিকার আছে বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ ঐরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অপরাধী হয় না। নৌকা চলাচলের উপযুক্ত জলাশয়ে ছিপ ও বড়সি কিংবা সেরেস্তা দ্বারা মৎস্য ধরিলেও অপরাধ হয় না। (৩) এই ধারার লিখিত অপরাধে একবার দণ্ডনীয় হইয়া পুনরায় যদি কেহ অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহার এক মাস কারাদণ্ড কিংবা দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। অপরাধী ব্যক্তি যে যন্ত্রাদি দ্বারা মৎস্য ধরিয়াছিল তাহা জব্দ হইবে (৪ ধারা)। তিন ধারার লিখিত অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ অপরের দখলি ভূমিতে কিংবা জলাশয়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (৫ ধারা)। এই আইনের লিখিত অপরাধী ব্যক্তিকে পুলিস কর্ম্মচারীগণ বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত করিতে পারেন (৬ ধারা)।

১৮৮৯ সালের ২ আইন বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হয়, পরে ১৮৯৭ সালে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সভার সভ্যগণ ১৮৯৭ সালের ৪ আইন প্রচারিত করেন। এই আইন

দ্বারা ২ আইনের বিধান পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইহার ৪ ধারার বিধান এই যে, যদি কেহ মৎস্য ধরিবার কিংবা মারিবার অভিপ্রায়ে ডাইনামিট (Dynamite) কিংবা যে দ্রব্য হঠাৎ শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে (Explosive Substance) কোন জলাশয়ে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার দুই মাস কারাদণ্ড কিংবা দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে। মৎস্য ধরিবার কিংবা মারিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন প্রকার বিষ, চুণ কিংবা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য জলে ফেলায়, তাহা হইলে তাহার ঐ প্রকার দণ্ড হইবে (৫ ধারা) অপরাধী ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার পুলিস কর্ম্মচারীকে প্রদান করা হইয়াছে (৭ ধারা)।

সংক্রামক রোগ বিষয়ক আইন।

(১৮৮০ সালের ৮ আইন, বৈঃ কাঃ)।

এই আইন কলিকাতা সহরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ সহরতলিতে (Suburbs) জারি হইয়াছে। ইহার তিন ধারার বিধান এই যে, যদি কোন অশ্বস্বামীর কোন অশ্ব পীড়াগ্রস্ত হয় এবং অশ্বস্বামী তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে ঐ পীড়িত ঘোড়াটিকে অন্য ঘোড়া হইতে স্বতন্ত্র স্থানে তিনি রাখিতে বাধ্য এবং যখন ঐ পীড়ার বিষয় তিনি জানিতে পারিবেন, সেই সময় হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে ঐ বিষয়ের সংবাদ দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। যদি তিনি ইহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাঁচ

শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। এই প্রকার সংবাদ পাইলে পরে পুলিস কর্ম্মচারী ঐ ঘোড়াটি ডাক্তারের পরীক্ষা জন্য পাঠাইবেন, যদি নিকটে ডাক্তারখানা না থাকে, তাহা হইলে তিনি পীড়িত ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ বধ করিবেন। যে স্থানে পীড়িত ঘোড়া থাকে, যদি ডাক্তার ঐ স্থান পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের সত্বাধিকারী কি যাঁহার জিম্মায় ঐ স্থান আছে, তিনি রীতিমত পরিষ্কার করিবেন। যদি না করেন, তাহা হইলে পুলিসের ইনস্পেক্টর ঐ স্থান পরিষ্কার করাইবেন। তাহার খরচ ঐ স্থানের অধিকারী কি জিম্মাদার দিতে বাধ্য; যদি গ্লানডার (Glanders) রোগে কোন ঘোড়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে যাহার অধিকারে ঐ ঘোড়া থাকে, তিনি মৃত ঘোড়াটি পুতিয়া ফেলাইবেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ চুণ দ্বারা তাহা ঢাকিবেন। এই বিষয়ে ক্রুটী করিলে তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (১০ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা অসাবধানতা বশতঃ কোন রোগগ্রস্ত ঘোড়া সরকারী পথে কি প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যায়, কি তাহাকে ঐরূপ স্থানে কার্য্য করায় অথবা তাহাতে চড়ে কিংবা যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা অসাবধানতা বশতঃ কোন রোগগ্রস্ত ঘোড়া কোন রাস্তায় কি কাহার বাড়িতে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির তিন মাস কারাদণ্ড কিংবা ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১১ ধারা)। যদি কোন পুলিস ইনস্পেক্টর কষ্টদায়কভাবে অথবা বিনা কারণে কোন স্থানে প্রবেশ করত রোগগ্রস্ত বলিয়া কোন ঘোড়া নিজদখলে গ্রহণ করে কি আটক রাখে, তাহা

হইলে তাহারও ঐরূপ দণ্ড হইতে পারে। (১২ ধারা)। এই ধারার লিখিত অপরাধের নালিশ অপরাধ ঘটনার তারিখ হইতে দুই মাস গত হইলে উত্থাপিত হইবে না।

পশ্বাদির প্রতি নিষ্ঠুরতা বিষয়ক আইন।

(১৮৬৯ সালের ১ আইন বেঃ কাঃ)।

যদি কোন ব্যক্তি নিজে কিংবা অপর ব্যক্তি দ্বারা কোন গৃহ-পালিত পশু কি পক্ষীকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে মারে, যন্ত্রণা দেয়, গালি দেয়, কি অধিক পরিমাণে খাটায় অথবা অধিক বোঝা বহায়, তাহা হইলে তাহার এক শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (২ ধারা)। যদি কোন পশু কি পক্ষীকে লড়াই করায়, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। এই অপরাধের সাহায্য করিলেও ঐ প্রকার অর্থদণ্ড হয় (৩ ধারা)। যদি কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত জন্তুকে কোন প্রকাশ্য রাস্তায় কি স্থানে ঐ জন্তুর স্বামী ছাড়িয়া দেয় কি মরিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার একশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪ ধারা)। কোন অকর্ম্মণ্য কি পীড়াগ্রস্ত জন্তুকে যদি কেহ কোন কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হইতে পারে (৫ ধারা)। এই আইনের বিধানানুসারে কলিকাতা সহরে ও তাহার সহরতলিতে কার্য্য হইবে; কিন্তু বঙ্গেশ্বর ইচ্ছা করিলে অন্য সহরে কি পল্লীতে ইহা জারি করিতে পারেন।

কলিকাতার ঠিকা গাড়ী ও পাল্কী বিষয়ক আইন।

(সন ১৮৯১ সালের ২ আইন বেঃ কাঃ)।

বঙ্গেরঅন্য স্থানেও এই আইন জারি হইতে পারে। যাঁহারা সচরাচর কলিকাতা সহরে গমনাগমন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আইন খানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। কলিকাতার ঠিকা গাড়ী-ওয়ালাদের দৌরাত্ম্য বড়ই বেশী। ঠিকা গাড়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত আছে। গাড়ীগুলি বৎসরে একবার করিয়া রেজেষ্টরি করিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর জন্য ৪৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর জন্য ৩৲ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর জন্য ২৲ টাকা ফি (Fee) দিতে হয়। যদি কেহ গাড়ি রেজেষ্টরি না করে, তাহা হইলে তাহার ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১৫ধারা)। কোন ঠিকা গাড়ীর সত্ব হস্তান্তরিত হইলে তদ্বিষয়ে রেজে-ষ্টরকে (Registering officer) সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কেহ সংবাদ না দিয়া ঐ গাড়ী ব্যবহার করে, তাহা হইলে প্রত্যেক দিনের জন্য নূতন অধিকারীর ৫টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে(১২ধারা)। গাড়ী রেজেষ্টরি হইলে একখানি পদক(plate) দেওয়া হয়, তাহাতে গাড়ীর নম্বর, শ্রেণী ও যে কয়েক জন আরোহী লওয়া যাইতে পারে তাহা লিখিত হয়। বিনা পদকে গাড়ী ব্যবহার করিলে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১৭ ধারা)। অস্পষ্ট লেখা প্লেট ব্যবহার করিলে ১০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১৮ ধারা)। যদি কেহ কৃত্রিম পদক ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার ২ দুই শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২০ ধারা)। যে সময়ের জন্য গাড়ী রেজে-

ষ্টরি করা হইয়াছে, সেই সময় অতীত হইলে অথবা রেজে-ষ্টরি অকর্ম্মণ্য হইলে, রেজেষ্টরের নিকট প্লেট ফেরত দেওয়া কর্ত্তব্য, না দিলে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২০ ধারা)। বিনা টিকিটে ঠিকা গাড়ী চালাইবার অধিকার কাহার নাই। দুই টাকা ফি দিয়া এই টিকিট লইতে হয়। ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তি গাড়ী চালাইবার অনুমতি পাইবে না (২১ ধারা)। বিনা টিকিটে গাড়ী হাঁকাইলে ২০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। যাহার টিকিট নাই, তাহার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি তাহার ঠিকা গাড়ী চালায়, তাহা হইলে তাহার ৫০, টাকা জরিমানা হইতে পারে (২০ ধারা)। যে ব্যক্তি গাড়ী হাঁকাইবার অনুমতি পাইয়াছে, তাহাকে এক খানি পদক দেওয়া হয়, তাহাতে অনু-মতির সংখ্যা খোদিত থাকে। অস্পষ্ট টিকিট ব্যবহার করিলে দশ টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারে (২৬ ধারা)। কৃত্রিম টিকিট ব্যবহার করিলে এক শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৮ ধারা)। টিকিটের কাল অতীত হইলে তাহা ফেরত দেওয়া উচিত। যদি কেহ ঐ প্রকার টিকিট ব্যবহার করে, কিম্বা অপরের নামীয় কোন টিকিট ব্যবহার করে অথবা নিজের টিকিট অপর ব্যক্তিকে ব্যবহার করিতে দেয়, তাহা হইলে ২০ টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারে (২৭ ধারা)। ঠিকা গাড়ীর ভাড়া নিম্ন লিখিত হারে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। তাহার অধিক ভাড়া দাবিকরণে কোন গাড়ীওয়ালা কি গাড়ীর কোচমান সক্ষম নহে :—

গাড়ীর শ্রেণী	দূরত্ব অনুসারে ভাড়া।		সময় অনুসারে ভাড়া।					
	এক মাইলের অনধিক	এক মাইলের অধিক	একঘণ্টার অনধিক	এক ঘণ্টার অধিক।		অর্দ্ধ দিন বা ৫ ঘণ্টা	সমস্ত দিন বা ৯ ঘণ্টা	৯ ঘণ্টার অধিক
প্রথম শ্রেণী	॥০ আনা	এক মাইলের অধিক প্রত্যেক মাইল বা তাহার কোন অংশের জন্য ।৵০ আনা হিসাবে	১৲	॥০ আনা		...	৫ টাকা	॥০ আনা
দ্বিতীয় শ্রেণী	।৵০ আনা	এক মাইলের অধিক প্রত্যেক মাইলের কি তাহার কোন অংশের জন্য ।০ আনা হিসাবে	৸০ আনা	।৵০		২৲	৩॥০	।৵০
তৃতীয় শ্রেণী	৴০ আনা	এক মাইলের অধিক প্রত্যেক মাইল কি তাহার অংশের জন্য ৵০ আনা হিসাবে	।৵০ আনা	দ্বিতীয় কি ৩য় ঘণ্টা কি তাহার অংশের জন্য ।০ আনা	৩ ঘণ্টার অতি-রিক্ত প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ৴০ আনা	..	২ টাকা	৴০ আনা

যদি দূরত্ব অনুসারে ভাড়া দিবার বিশেষ চুক্তি না করা হয়, তাহা হইলে সময় অনুসারে ভাড়া দিতে আরোহী বাধ্য হইবেন। যদি গাড়ী ভাড়া করিবার সময়ে বিশেষ চুক্তি না করা হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ দিবসের কিংবা সম্পূর্ণ দিনের জন্য যে ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, তাহা গাড়ীওয়ালারা লইতে বাধ্য হইবে না। উপরের নির্দ্ধারিত ভাড়ার কম ভাড়ায় যদি কোন গাড়ওয়ান গাড়ী ভাড়া দিতে চুক্তি করে, তাহা হইলে সেই চুক্তির অধিক ভাড়া সে দাবি করিতে পারিবে না। যে স্থানে গাড়ী ভাড়া করা যায়, তথা হইতে ৬ মাইল পর্যান্ত দূরবর্ত্তী স্থানে গাড়ী লইয়া যাইতে কোচমান আইনানুসারে বাধ্য (৩১ ধারা)। যদি ঘণ্টা হিসাবে গাড়ী ভাড়া করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘণ্টায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইতে হইবে (৩১ ধারা)। এই ধারার বিধান অনুসারে কার্য্য না করিলে দশ টাকা জরিমানা হইতে পারে। উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্ত্বে যদি কোন গাড়ীর অধিকারী কিংবা কোচমান গাড়ী ভাড়া দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে (৩৫ ধারা)। যদি কোন ঠিকা গাড়ীর কোচমান নিম্ন লিখিত কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহার দশ টাকা অর্থ দণ্ড হইবে :—(১) কার্য্য করণ কালে যদি মাতাল হয়; (২) যদি গালি দেয় কিংবা অপমান সূচক বাক্য ব্যবহার করে অথবা মন্দভাবে ইঙ্গিত করে; (৩) যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে কি সাধারণের গমনাগমনের রাস্তায় কি পথে ভাড়া করিবার অভিপ্রায়ে দাঁড়াইয়া থাকে; (ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইবার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় দাঁড়াইলে এ অপরাধ

হইবে না)। (৪) যদি কোন রাস্তার কি অন্য কোন গাড়ীর পাশে দাড়ায়; (৫) অন্য গাড়ীকে বিনা কারণে রাস্তা না ছাড়িয়া দেয়; (৬) কোন আরোহী ব্যক্তিকে নামাইতে কি উঠাইতে অন্য গাড়ীকে যদি বাধা দেয়; (৭) অন্য গাড়ীর কোচমানের ভাড়া করিবার সময়ে যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক বাধা দেয়; (৮) যে পরিমাণ ভাড়া সে আইনানুসারে পাইবার যোগ্য, যদি তাহা অপেক্ষা বেশী ভাড়া গ্রহণ কি দাবি করে; (৯) যত সংখ্যক লোক গাড়ীতে লইবার বিধি আছে, তাহা লইতে যদি অস্বীকার করে; (১০) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী লোক যদি গাড়ীতে লয়; (১১) সঙ্গত পরিমাণ জিনিস পত্র গাড়ীতে লইতে যদি অস্বীকার করে; (১২) ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হওয়ার পরে যদি বিদায় প্রাপ্ত না হইয়া চলিয়া যায়; (১৩) সাধারণের কার্য্যের অনুপযুক্ত ঘোড়া কি গাড়ী লইয়া যদি ভাড়া বহন করে। (৩৬ ধারা)। প্রত্যেক গাড়ীতে দুই মন বোঝা লইতে হইবে, তদ-তিরিক্ত ৪ জনের কম যে কয়েক জন আরোহী থাকিবে, তাহা-দের প্রত্যেকের জন্য এক মন হিসাবে বোঝা লইতে হইবে। (৩৪ ধারা)। যদি কোন আরোহী ব্যক্তি উপযুক্ত ভাড়া দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভাড়া দিবার আদেশ করিবেন; তিনি গাড়ীওয়ালাকে ক্ষতি পুরণ দিতেও পারিবেন। যে ব্যক্তি সঙ্গত ভাড়া ফাকি দিবার চেষ্টা করে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারে (৩৯ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কি জানিয়া শুনিয়া কোন গাড়ীর কি গাড়ওয়ানের টিকিট, অথবা ভাড়ার লিষ্ট ছিড়িয়া ফেলে, নষ্ট করে, মুছিয়া ফেলে কিংবা স্থানান্তরিত করে, তাহা হইলে

তাহার ২০ টাকা অর্থ দণ্ড হইবে (৪০ ধারা)। ভাড়াটিয়া গাড়ীর হানি করিলেও ঐ প্রকার দণ্ড হয় (৪১ ধারা)। যদি ঠিকা গাড়ীর কোচমানের সহিত কোন আরোহী ব্যক্তির বিবাদ হয় এবং সেই সময়ে যদি কোন মাজিষ্টর আদালতে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে আরোহী ব্যক্তি তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে বলিবেন এবং সে তথায় লইয়া যাইবে। যদি কোন মাজিষ্টর তৎকালে আদালতে উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে রেজেষ্টরের নিকটে লইয়া যাইতে হইবে এবং তথায় বিবাদের মীমাংসা হইবে। যদি কোচমান লইয়া যাইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে নিকটবর্ত্তী পুলিস কর্ম্মচারীর জিম্বায় দেওয়া যাইবে এবং তিনি আরোহীকে কোচমানকে, গাড়ী ও ঘোড়ার সহিত মাজিষ্টর কি রেজেষ্টর সমীপে লইয়া যাইবেন। গাড়ী সম্বন্ধের নিয়মগুলি ভাড়াটিয়া পাল্কী সম্বন্ধেও খাটিবে। পাল্কীওয়ালারা পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে বাধ্য এবং প্রতি ঘণ্টায় আড়াই মাইল হিসাবে তাহাদিগকে যাইতে হইবে। এই আইনের লিখিত অপরাধ ঘটনার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নালিশ উপস্থিত না হইলে সে নালিশ আদৌ চলিবে না (৫৬ ধারা)।

টিকা বিষয়ক আইন (১৮৮০ সালের ৫ আইন বেঃ কাঃ) সন্তান জন্মাইবার পরে এক বৎসরের মধ্যে সন্তানের পিতা মাতা কি অভিভাবক তাহার গোবীজ দ্বারা টীকা দেওয়াইবেন। যদি ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের টীকা না হইয়া থাকে এবং যে স্থানে এই টীকা বিষয়ক আইন জারি আছে, সেই স্থানে যদি তাহাকে আনা যায়, তাহা হইলে

আগমনের ৬ মাসের মধ্যে তাহার টিকা দিতে হইবে, যদি ঐ সন্তানের বয়স এক বৎসরের ন্যূন হয়, তাহা হইলে তাহার জন্ম দিন হইতে এক বৎসর তিন মাসের মধ্যে টীকা দিতে হইবে। সরকারী টীকাদার টিকা দিবেন। সরকারী স্থানে টিকা দিলে ফি (fee) লাগিবে না। যদি কাহার অনুরোধ ক্রমে তাহার বাসায় গিয়া টীকা দিতে হয়, তাহা হইলে ৷৹ আনার বেশি ফি দিতে হইবে না। এই আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করিলে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (২৮ ধারা)।

রেলওয়ে আইন (১৮৯০ সালের ৯ আইন)।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত রেলওয়ে আছে কি প্রস্তুত হইবে, তদ্বিষয়ক নিয়মাবলি এই আইনদ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে দশটি অধ্যায় আছে। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে রেলওয়ে পরিদর্শন ও কার্য্যোপযোগী করণ এবং রেলওয়ে কমিসনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যষ্ঠ অধ্যায়ে রেলওয়ের কার্য্যপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই আইনের যে যে বিধানের জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহারই কথা এই স্থলে লিখিত হইল। রেলওয়ে দ্বারা যে দ্রব্য পাঠান যায়, যদি কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী সেই দ্রব্যের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দ্রব্যস্বামী সেই দ্রব্যের বিবরণ লিখিয়া দস্তখত করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি দ্রব্য আনে, সে যদি তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া না দেয় কিংবা দ্রব্য খুলিয়া না দেখায়, তাহা হইলে রেলওয়ে কর্ম্মচারী সর্ব্বোচ্চ ভাড়া দাবি করিতে ও তাহা না পাইলে দ্রব্য গ্রহণ

করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। কোন প্রকার প্রাণনাশক কিংবা হানিজনক দ্রব্য লইয়া যাওয়া প্রয়োজন হইলে তদ্বিষয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে জানান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গাড়ীর কোন প্রকাশ্য স্থানে আরোহীর সংখ্যা লিখিত থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি টিকিট খরিদ করিয়া স্থানাভাব প্রযুক্ত রেলগাড়ীতে যাইতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ট্রেণ যাওয়ার পরে তিন ঘণ্টার মধ্যে টিকিট ফেরত দিলে তিনি মূল্য ফেরত পাইবেন। যদি কেহ উচ্চতর শ্রেণীর গাড়ীর টিকিট লইয়া স্থানাভাব প্রযুক্ত নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে পরিমাণ ভাড়া বেশি দিয়াছেন, তাহা ফেরত পাইবেন। উপযুক্ত পাশ অথবা টিকিট না লইয়া, রেলওয়ে কর্ম্মচারীর অনুমতি বিনা রেলগাড়িতে চড়া কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তির রিটরণ return) কিংবা সিজন (season) টিকিট অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে না। সংক্রামক রোগগ্রস্থ ব্যক্তি রেলওয়ে কর্ম্মচারীর অনুমতি না লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িতে পারেন না। এ প্রকার ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত পৃথকরূপ। রেল গাড়ীতে যে সকল দ্রব্য কি পশ্বাদি পাঠান যায়, তাহা যদি কোন প্রকারে নষ্ট হয় কিংবা অকর্ম্মণ্য অথবা কম মূল্য হইয়া যায়, তাহা হইলে রেলওয়ের মালিকগণ তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দায়িক হইবেন (৭২ ধারা)। যদি পশ্বাদি পাঠাইবার সময়ে তাহার মূল্য প্রকাশ করা না যায়, তাহা হইলে হস্তী ও ঘোড়ার জন্য ৫০০৲ টাকার, উঠ ও শৃঙ্গীর জন্য ৫০৲ টাকার এবং ভেড়া, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি পশুর জন্য ১০৲ টাকার বেশী খেশারত দিতে রেলওয়ের মালিকগণ বাধ্য হইবেন না; কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ

প্রমাণ করিবার ভার পশ্বাদির অধিকারীর উপর। যে তারিখে পশ্বাদি রেলওয়ে দ্বারা প্রেরণ করা যায়, সেই তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে লিখিত দাবি না করিলে ক্ষেশারতের দাবি গ্রাহ্য হইবেক না। যদি একাধিক রেলওয়ে দ্বারা দ্রব্যাদি প্রেরণ করা যায় কিংবা একাধিক রেলেওয়ে দ্বারা গমনাগমন করা যায়, তাহা হইলে যে রেলওয়ের নিকট টিকিট কি পাশ পাওয়া যায় অথবা যে রেলওয়ে দ্রব্যাদি প্রদান করা যায়, তাহার মালিকগণের উপর কিংবা যে রেলওয়েতে ক্ষতি কি, অনিষ্ট সংঘটন হয়, তাহার মালিকগণের উপর ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে। রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের অপরাধ ও তাহার দণ্ডের বিষয়ঃ—যদি কার্য্য-করণকালে কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী মাতাল হয়, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে ; কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটী প্রযুক্ত যদি কোন আরোহী ব্যক্তির বিপদ ঘটি-বার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে এক বৎসর কারাদণ্ড কিংবা অর্থ-দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে (১০০ ধারা)। যদি কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী, কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে, কোন বিধিবৈধ সাধারণ নিয়ম, কি বৈধ হুকুম উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা অসাবধানতা বশতঃ কিংবা গোঁয়াড়তমি করিয়া কোন ব্যক্তির বিপদ সংঘটনের আশঙ্কা জন্মায়, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড কিংবা ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১০১ ধারা)। নিয়মিত সংখ্যার অধিক লোক যদি কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী কোন গাড়ীতে প্রবেশ করায়, তাহা হইলে তাহার বিশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১০২ ধারা)। কোন ষ্টেশন-মাষ্টার কিংবা রেলের অংশ বিশেষের

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর এলাকার মধ্যে যদি ৮৩ ধারার উল্লেখিত কানে প্রকার দুর্দ্দৈব ঘটনা হয় এবং ঐ কর্ম্মচারী তদ্বিষয়ের নোটীস দিতে ক্রটী করে, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১০৩ ধারা)। অন্যান্য অপরাধ ও তাহার দণ্ডের কথাঃ—যদি কেহ মিথ্যা বর্ণন করিয়া কোন দ্রব্য রেলে দেয়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেক দশ মন জিনিসের জন্য দশ টাকা অর্থদণ্ড হইবে এবং সেই দ্রব্যের মাশুলও দিতে হইবে। যদি কেহ কোন প্রকার প্রাণনাশক কিংবা হানিজনক দ্রব্য চালান দেয়, তাহা হইলে তাহার ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড হইবে এবং যদি ঐ দ্রব্য দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহাও পূরণ করিবে (১০৭ ধারা)। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের সহিত আরোহীদিগের খবরাখবরের যে উপায় আছে, তাহা যদি কেহ অনুপযুক্ত ও অসঙ্গত কারণে অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১০৮ ধারা)। যে গাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক আরোহণ করিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করে এবং তাহাকে তথা হইতে নির্গত হইবার জন্য কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী বলে, তাহা হইলে সে যদি সেই কথা অনুসারে কার্য্য না করে, তবে তাহার কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড হইবে। যে গাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আরোহী আরোহণ করে নাই, সে গাড়ীতে যদি কেহ আরোহণ করে, তাহাকে বাধা দিলে কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১০৯ ধারা)। আরোহীদের অনভিপ্রায়ে ধূমপান করিলে ২০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে; যদি কেহ রেলওয়ে কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও ধূমপান করে, তাহা হইলে তাহাকে গাড়ী

হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে (১১০ ধারা)। কেহ রেলওয়ের বিজ্ঞাপনাদি নষ্ট করে তাহা হইলে তাহার ৫০ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১১১ ধারা)। রেলওয়ে অধিকারীদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ বিনা টিকিটে অথবা বিনা পাসে (Pass) রেলওয়ে গাড়ীতে আরোহণ করে, কিংবা ব্যবহৃত টিকিট পুনঃ ব্যবহার করে কিংবা করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মাসুল ছাড়া তাহার একশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১১২ ধারা)। পাস কিংবা টিকিট না লইয়া রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিলে নিয়মিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হইবে, এবং যে স্থান হইতে গাড়ী ছাড়িয়াছে কিংবা যে ষ্টেসনে টিকিট শেষ পরীক্ষা করা হইয়াছে, সেই স্থান হইতে ভাড়া দিতে হইবে। অতিরিক্ত ভাড়ার পরিমাণ ১১৩ ধারায় লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ তাহার দখলি রিটর্ণ টিকিটের অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করে কিংবা যদি কেহ ঐ প্রকার টিকিট খরিদ করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১২৪ ধারা)। যদি কোন আরোহী ব্যক্তি তাহার টিকিট কিংবা পাসের নম্বর কিংবা তারিখ মুছিয়া অস্পষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে (১১৬ ধারা)। সংক্রামক রোগগ্রস্থ কোন ব্যক্তি যদি রেলওয়ে গাড়ীতে ভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার ও তাহার সঙ্গীগণের ২০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে, বারণ সত্ত্বে যদি ঐ প্রকার রোগগ্রস্থ ব্যক্তি ভ্রমণ করে, তাহা হইলে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে (১১৮ ধারা)। যদি কেহ রেলওয়ে গাড়ীতে মত্ত অবস্থায় আরোহণ করে, কিংবা কোন প্রকার অশ্লীল ব্যবহার করে অথবা অশ্লীল বাক্য-

প্রয়োগ করে, যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক ও বিনা কারণে অপর আরোহী ব্যক্তির স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মায় কিংবা আলো নির্ব্বাণ করে, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে এবং তাহাকে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ গাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিবেন, তজ্জন্য সে তাহার প্রদত্ত ভাড়া ফেরত পাইবার দাবি করিতে পারিবে না (১২০ ধারা)। রেলওয়ে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দিলে একশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১২১ ধারা)। রেলওয়ের স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিলে ২০ টাকা ও প্রবেশ করার পরে বারণ সত্ত্বেও তথায় থাকিলে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (১২২ ধারা)। যে সময়ে রেলগাড়ী কিংবা কোন এন্‌জিন গমনাগমন করে, সে সময়ে যদি কেহ কোন রেলওয়ের গেট খুলিয়া দেয় অথবা খোলার পরে বন্ধ না করে, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে (১২৪ ধারা)। আরোহী ব্যক্তিগণের প্রাণের বিঘ্ন ঘটাইবার অভিপ্রায়ে অথবা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যদি কেহ রেলওয়ের উপরে কোন প্রস্তর, কাষ্ঠ কিংবা অন্য দ্রব্য ফেলায় কিংবা কোন রেল, স্লিপার (Sleeper) কিংবা অন্য বস্তু স্থানান্তরিত কি অসংলগ্ন করে অথবা কোন পয়েণ্টের (point) চাবি খুলে, কি ঘুরাইয়া দেয় কি রেলের কোন কল উন্মোচন কি খুলিয়া ফেলে ; যদি কেহ কোন আলো কি চিহ্ন (Signal) দেখায় অথবা লুকায় কিংবা স্থানান্তরিত করে এবং যদি রেলওয়ে বিষয়ে এরূপ কোন প্রকার কার্য্য করে যদ্বারা এ প্রকার আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড অথবা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হইতে পারিবে (১২৬ ধারা)। যদি কেহ রেলওয়ে আরোহী-

দিগের প্রাণের বিঘ্ন ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কিংবা এরূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া রেলগাড়ীতে, কোন প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে তাহা হইলে তাহার ১২৬ ধারার লিখিত দণ্ড হইতে পারে। (১২৭ ধারা)। যদি কেহ কোনরূপ অবৈধ কার্য্য করিয়া কিংবা বৈধ কার্য্য করণে বিরত হইয়া আরোহী ব্যক্তির সংকট ঘটায়, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে (১২৮ ধারা)। গোয়াড়তমি করিয়া কিংবা অমনোযোগী হইয়া যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা ঘটায়, তাহা হইলে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে (১২৯ ধারা)। ১২৮ কিংবা ১২৯ ধারার লিখিত অপরাধের কার্য্য করিলে দণ্ডবিধি আইনের ৮২ ও ৮৩ ধারার বিধান সত্বেও সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে সে ঐ প্রকার অপরাধের কার্য্য না করে, এইজন্য তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে খত লওয়া যাইতে পারিবে। যদি অভিভাবক ব্যক্তি খত লিখিয়া দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (১৩০)। এই আইনের যে যে ধারার লিখিত অপরাধ করিলে পুলিস কর্ম্মচারীগণ বিনা ওয়ারেণ্টে একা এক গ্রেপ্তার করিতে পারেন, তাহা ১৩১ ধারায় উক্ত হইয়াছে। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া নোটিসাদি জারি করিতে হইবে, তাহার বিধান ১৪২ ধারায় লিখিত হইয়াছে।

পোষ্ট আফিস বিষয়ক আইন
(১৮৬৬ সালের ১৪ আইন)

এই আইন আট অধ্যায়ে বিভক্ত। সপ্তম অধ্যায়ে অপরাধ ও তাহার দণ্ডের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যে হারে চিঠী প্রভৃতির মাশুল দিতে হয়, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে চিঠী ইত্যাদি পাঠান যায়, তাহার মাশুলের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অর্দ্ধ তোলার কম ওজনের চিঠীর মাশুল অর্দ্ধ আনা।

(২) অর্দ্ধ তোলার উর্দ্ধ ও এক তোলার কম ওজনের চিঠীর মাশুল ... ... এক আনা।

(৩) তদূর্দ্ধ প্রত্যেক তোলা কি তাহার অংশের জন্য ... ... এক আনা।

(৪) পুস্তক, খবরের কাগজ, দ্রব্যাদির নমুনার প্যাকেট আল্গা খামের ভিতর পাঠাইলে প্রত্যেক দশ তোলার জন্য ... ... অর্দ্ধ আনা।
তদূর্দ্ধ প্রতেক দশ তোলা কি তাহার অংশের জন্য ... ... ঐ।

(৫) ডাক বাঙ্গী পারশেল যদি কুড়ি তোলার উর্দ্ধ না হয় ... ... ।০ আনা।

(৬) ঐ ৪০ তোলা হইল ॥০ আনা।

(৭) ঐ ২ হাজার তোলা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ৪০ তোলার জন্য ... ... ।০ আনা।

(৮) রেজিষ্ট্রী করিবার ফি (মাশুল ব্যতীত) ... ৵০ আনা।

সংবাদ পত্রের শিরোনামায় যাহার নিকটে পাঠান যায়, তাহার নাম ও ঠিকানা ও প্রেরকের নাম ও ঠিকানা ভিন্ন অন্য কিছু লিখিত হইলে কিংবা তাহার মধ্যে কোন কাগজ কি জিনিস পাঠাইলে, বিনা মাশুলে চিটী পাঠাইলে যে নিয়মে মাশুল দিতে হয়, তাহাই দিতে হইবে। ছাপাইবার জন্য রচনাদি পাঠাইলে তাহার মাশুল সংবাদ পত্রের মাশুলের ন্যায়। ইহার শিরোনামায় প্রেরক নিজনাম স্বাক্ষর করিবেন এবং ইহা যে ছাপাইবার জন্য পাঠান হইল, তাহা লিখিতে হইবে নতুবা বেয়ারিং চিটীর যে মাশুল দিতে হয়, তাহাই দিতে হইবে।

পোষ্ট-আফিস-আইন-নিষিদ্ধ অপরাধ ও তাহার দণ্ডের কথা—কোন গবর্ণমেণ্ট পোষ্টেজ-ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতা যদি বিনা কারণে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতে বিলম্ব করে কিংবা অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার একশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪০ ধারা)। যদি সে বেশী মূল্য গ্রহণ করিয়া ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা একশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪১ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তি কোন চিঠী, পারসেল (Parcel) কিংবা প্যাকেটের মধ্যে কোন সাংঘাতিক দ্রব্য পাঠায়, তাহা হইলে তাহার দুই শত টাকা জরিমানা হইতে পারে (৪২ ধারা)। পোষ্ট আফিসকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন চিঠী কি প্যাকেটের বিষয়ে মিথ্যা সার্টিফিকিট প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪২ ধারা)। যদি কোন ব্যক্তি কোন মেল ব্যাগ বিনা ক্ষমতায় খুলে কিংবা তাহা লইয়া

যাইবার সময়ে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪৪ ধারা)। যদি ভ্রম বশতঃ কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির চিঠী পত্রাদি দেওয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি যদি উক্ত চিঠি পত্রাদি প্রত্যার্পণ করিতে অস্বীকার করে, অথবা তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপন কিংবা নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৪৫ ধারা)। যদি কোন পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী শঠতাভাবে কোন চিঠী অথবা ডাকে যাহা পাঠান গিয়াছে, সেই দ্রব্য গ্রহণ করে কি নষ্ট করে অথবা ফেলাইয়া দেয় কিংবা কোন পত্রাদির ভিতরে যাহা আছে, তাহা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহা খুলিয়া ফেলে কিংবা ভাঙ্গে তাহা হইলে তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে (৪৮ ধারা)। যদি কোন পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী কোন পত্রাদির উপরে শঠতাভাবে ভুল চিহ্ন প্রদান কিংবা শঠতা ভাবে কোন চিহ্ন পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করে কি কোন ষ্ট্যাম্প উঠাইয়া ফেলে অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ন্যায়সঙ্গত মাশুল অপেক্ষা বেশী মাশুল দাবি কি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৪৯ ধারা)। যদি কোন পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী অসদভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দলিল প্রস্তুত কিংবা কোন দলিল পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করে অথবা লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে (৫০ ধারা)। যদ্যাপি কোন পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনা মাশুলে কোন চিঠী পত্র পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর কারা-

দণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারে (৫১ ধারা)। এই আইনের লিখিত কোন অপরাধের সহায়তা করিলে মূল অপরাধের জন্য যে দণ্ডের বিধান আছে, সেই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে (৫২ ধারা)।

আইন ব্যবসায়ী ব্যক্তি সম্বন্ধীয় আইন (১৮৭৯ সালের ১৮ আইন)।

এই আইন দ্বারা উকীল, মোক্তার ও কাউনসিলিদের ক্ষমতাদির বিষয় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। আইন ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে বিশ্বাস না করিলে লোকের উপায় নাই, তজ্জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে (১) যে অপরাধ চরিত্র হীনতা পরিচায়ক সেই অপরাধে যদি কোন আইন ব্যবসায়ী অপরাধী সাব্যস্ত হয়, (২) যদি কোন আইন ব্যবসায়ী পক্ষদিগের কিংবা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, আত্মীয় কি বন্ধু ব্যতীত অপর ব্যক্তির নিকট হইতে মকদ্দমা সম্বন্ধীয় পরামর্শাদি গ্রহণ করে, (৩) যদি কোন আইন ব্যবসায়ী ব্যবসায় সম্বন্ধে নিতান্ত অন্যায় কি শঠ ব্যবহার করে, (৪) কোন ব্যক্তি মকদ্দমাদি যোগাড় করিয়া দেয় বলিয়া যদি তাহাকে কোন আইন ব্যবসায়ী নিজের পারিশ্রমিকের ভাগ দেয়, কিংবা দিতে উদ্যত হয় অথবা স্বীকার করে, (৫) যাহার নাম (touter) লিষ্টভুক্ত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে যদি কোন আইন ব্যবসায়ী মকদ্দমাদি গ্রহণ করে; অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণ থাকিলে মহামান্য হাইকোর্টের জজগণ ঐ প্রকার আইন

ব্যবসায়ীকে সস্‌পেণ্ড (Suspend) কিংবা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন (১২।১৩ ধারা)। আইন ব্যবসায়ীদিগের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে যে চুক্তি করা যায়, তাহা যদি চুক্তিকারক ব্যক্তি লিখিত পঠিত করিয়া দস্তখত না করে এবং সেই লিখন যদি ১৫ দিবস মধ্যে জেলার জজ আদালতে অথবা যে আদালতের কার্য্য সম্বন্ধে চুক্তি হয়, সেই আদালতে দাখিল না হয়, তাহা হইলে ঐ চুক্তি অকর্ম্মণ্য হয় (২৮ ধারা)। এই চুক্তি যদি অন্যায় ও অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে আদালত পারিশ্রমিকের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারেন (২৯ ধারা)।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্র বিষয়ক আইন (১৮৬৭ সালের ২৫ আইন)।

ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকার মধ্যে যে সকল পুস্তক কিংবা সংবাদ পত্র মুদ্রিত হইবে, তাহাতে যে যন্ত্রে ও যদ্দারা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে এবং যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রকাশকের নাম লিখিত হইবে (৩ ধারা)। মুদ্রা যন্ত্র রাখিতে হইলে সেই স্থানের মেজেষ্ট্রেটের নিকটে বলিতে হয় যে "আমি অমুক এতদ্দারা জানাইতেছি যে, অমুক স্থানে আমার একটী মুদ্রাযন্ত্র আছে।" কোন সাময়িক পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে হইলে এই বিজ্ঞাপন দিতে হয় যে "আমি অমুক এতদ্দারা জানাইতেছি যে, অমুক নামক পুস্তক আমার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।" মুদ্রাঙ্কনের কিংবা প্রকাশের স্থান পরিবর্ত্তিত হইলে নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

যে সকল পুস্তকাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাখিল করা প্রয়োজন। এই আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ কোন পুস্তক কি সংবাদ পত্রাদি মুদ্রিত কিংবা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড কিংবা বিনা পরিশ্রমে দুই বৎসর কাল কারাদণ্ড হইতে পারে অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারে (১২ ধারা)। বিজ্ঞাপন না দিয়া মুদ্রাযন্ত্র রাখিলে ও ঐ রূপ দণ্ড হইতে পারে (১৩ ধারা)। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিলে ঐ রূপ দণ্ড হয় (১৪ ধারা)। এই আইনের বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন পুস্তকাদি মুদ্রিত কিংবা প্রকাশিত করিলেও ঐ প্রকার দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় (১৫ ধারা)। গবর্ণমেণ্ট আফিসে যে প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা রাখিতে হয়, তাহার বিধান ১৮ ধারায় করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে যে সকল ফৌজদারি আইন প্রচলিত আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা কিংবা বিস্তারিত বিবরণ পাঠকের গোচর করা সহজ কার্য্য নহে বলিয়া আমরা প্রধান প্রধান ফৌজদারি আইনের সারমর্ম্ম মাত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। ব্যবস্থাপকগণ কিরূপ প্রকৃতির কার্য্যকে গর্হিত কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং গর্হিত কার্য্যের জন্য কি প্রকার দণ্ডের বিধান করিয়াছেন, তাহা জানা না থাকিলে সমাজে বাস করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে অনর্থক বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, এই জন্য জন সাধারণের উপকার করিবার প্রত্যাশায় আমরা 'গার্হস্থ্য আইন' সংকলনে

প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কিন্তু বুঝিতেছি যে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকঠিন, কেন না দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে আইনের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, একজন ব্যক্তি যদি তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় আইন অধ্যয়নে অতিবাহিত করে, তাহা হইলেও সে সমগ্র আইনের সম্যকরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। গার্হস্থ্য আইনের প্রথম ভাগে আমরা কেবল ফৌজদারি আইনের বিষয় উল্লেখ করিলাম। দ্বিতীয় ভাগে দেওয়ানী আইনের সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইব। দেওয়ানী আইনের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া আমরা এই স্থির করিয়াছি যে, দশ বার খণ্ডে আবশ্যকীয় দেওয়ানী আইনগুলি পাঠকের গোচর করিব।